পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক
৩৪
বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1683, Saturday, May 30, 2026 FREE www.parichoy.com

চলে গেলেন তোফায়েল আহমেদ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- রক্তে বিষাক্ত সীসা নিয়ে বড় হচ্ছে বাংলাদেশের শিশুরা: শৈশবেই কমে যাচ্ছে আইকিউ- ৫ম পাতায়
- 'বাতিল করো', মার্কিন 'ফ্রিডম ২৫০' উৎসব থেকে শিল্পীরা সরে দাঁড়ানোয় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প - ৫ম পাতায়
- ইরান যুদ্ধের অবসান ঘটানো কেন ট্রাম্পের জন্য আসলেই কঠিন হবে - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ইরানের সাথে ট্রাম্পের সম্ভাব্য চুক্তি কেন যুদ্ধ ঘোষণার মতোই বিতর্কিত হবে- ৬ষ্ঠ পাতায়
- হোয়াইট হাউসের 'চাপে' ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান গোয়েন্দা কর্মকর্তার পদ ছাড়লেন তুলসী গ্যাবার্ড -৭ম পাতায়
- 'তারা এতে রাজি হয়েছে': ইরান পারমাণবিক শর্ত মেনে নিয়েছে বলে দাবি ট্রাম্পের -৮ম পাতায়
- রাজস্ব থেকে আসিফ ১৫ কোটি ও হাসনাত ১০ কোটি টাকা নিয়েছেন: কুমিল্লা জেলা পরিষদ প্রশাসক -৮ম পাতায়
- রাষ্ট্রপতিকে কি দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বিএনপি সরকার! -৯ম পাতায়

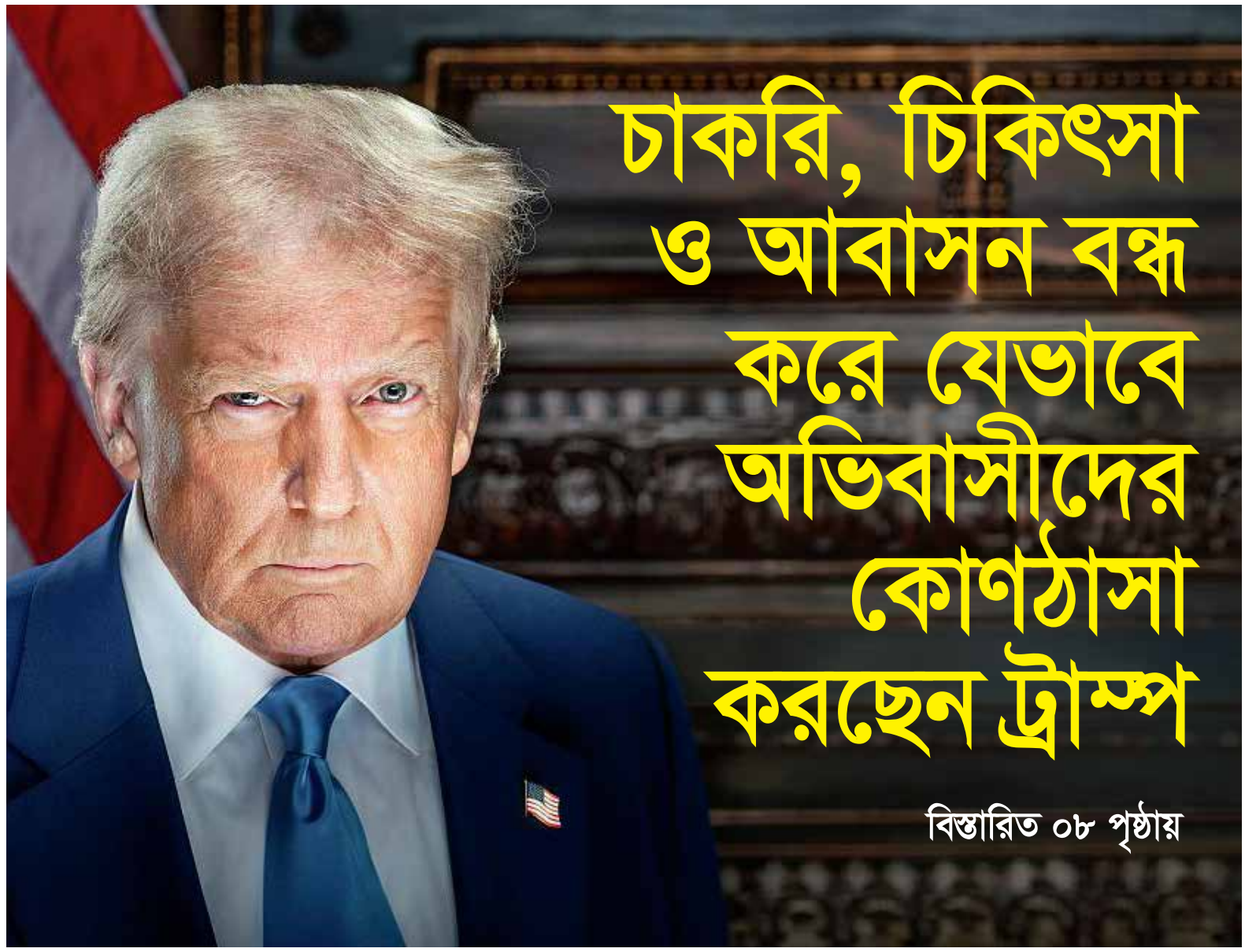

চাকরি, চিকিৎসা ও আবাসন বন্ধ করে যেভাবে অভিবাসীদের কোণঠাসা করছেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিজয়

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।
আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● আপনারা কেবল নিশ্চিন্তে বসে থাকুন; শেষমেশ সবকিছুই ভালোভাবে মিটে যাবে।” - তেহরানের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপের সমালোচকদের উদ্দেশে - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● যুক্তরাষ্ট্র জায়গা না দিলেও মেক্সিকো থেকে গিয়ে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলবে ইরান - মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেনবাউম

● ‘কীভাবে চিন্তা করতে হয়, তা শেখো; কীভাবে সম্মান অর্জন করতে হয়, তা শেখো।’- নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে ‘চমৎকার বৈঠকের’ বর্ণনা দিতে গিয়ে ‘জেন জি’ বিশ্বের অন□্যতম বৃহৎ চেজ ব্যাংক এর সিইও জেইমি ডাইমন

● বর্তমান বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মের একটি অংশকে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন জানাতে দেখা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক - নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বইমেলায় বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক রওনক জাহান

● বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা এবং প্রতারণামূলকভাবে বিদেশে প্রেরণের মতো জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িত কোনো চক্র, সংস্থা, ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীকে ছাড় দেওয়া হবে না - প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী

● বাংলাদেশে শিশুহত্যা-ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে সরকারি দল বিএনপির লোকেরা জড়িত - বাংলাদেশ জামায়াত নেতা তাহের

● জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দুই শীর্ষ নেতা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং হাসনাত আবদুল্লাহ “চিটার-বাটপার” - বিএনপি নেতা ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ফজলুর রহমান

● ‘পৃথিবীতে ভালোবাসার মতো বড় আর কোনো শক্তি নেই’ - জন্মদিনে কুমার বিশ্বজিৎ

‘তুমি বদ্ধ উন্মাদ, সবাই এখন তোমাকে ঘৃণা করে’

লেবানন নিয়ে ফোনালাপে বিবি-র ওপর চটলেন ট্রাম্প

সোমবার এক ফোনালাপে লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসন বৃদ্ধির জেরে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাদের ওই কথোপকথনে অশালীন শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। দুইজন মার্কিন কর্মকর্তা এবং বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তৃতীয় একটি সূত্র অ্যাক্সিওসকে এ তথ্য জানিয়েছে। সোমবার এ ফোনালাপের আগেই লেবাননে ইসরায়েলের ধারাবাহিক হামলার প্রতিবাদে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছিল ইরান।

দুটি সূত্র জানায়, এদিনের ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে 'উন্মাদ' বলেন ট্রাম্প। তার বিরুদ্ধে অকৃতজ্ঞতার অভিযোগও তোলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেইসঙ্গে বৈরুতে হামলা চালানোর ইসরায়েলি পরিকল্পনায় আপাতত রাশ টেনেছেন তিনি। একজন মার্কিন কর্মকর্তা জানান, ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে বলেন, লেবাননের রাজধানীতে বোমাবর্ষণের হুমকি বাস্তবায়ন করলে আন্তর্জাতিক মহলে ইসরায়েল আরও বেশি একঘরে হয়ে পড়বে।

দুটি সূত্র জানায়, ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে মনে করিয়ে দেন যে তার সাহায্যেই ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এখনও *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ভার্চুয়াল রাজনীতির ফাঁদে আওয়ামী লীগ

মো. আবু নাসের: ২০২৪ সালের বিপর্যয়ের পর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অস্তিত্বের সবচেয়ে দৃশ্যমান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে অনলাইন দুনিয়া, বিশেষ করে ফেইসবুক, ইউটিউব, টিকটক, টেলিগ্রাম, বোটিম ও হোয়াটসঅ্যাপভিত্তিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো এখন দলটির প্রধান রাজনৈতিক ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে। শত শত পেইজ, চ্যানেল ও গ্রুপ তৈরি হয়েছে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের পক্ষে আখ্যান নির্মাণের উদ্দেশ্যে। দেশে ও প্রবাসে ছড়িয়ে পড়া অনেক কর্মী-সমর্থক স্বেচ্ছায় এই ডিজিটাল লড়াইয়ে নেমেছেন। এক সময় যে দলটি বছরের পর বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল, আজ সেই দলটির রাজনৈতিক স্পন্দনের বড় অংশ সীমাবদ্ধ *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

রক্তে বিষাক্ত সীসা নিয়ে বড় হচ্ছে বাংলাদেশের শিশুরা: শৈশবেই কমে যাচ্ছে আইকিউ

পরিচয় ডেস্ক: ২০২০ সালে ইউনিসেফ বিশ্বজুড়ে সীসা দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে একটি তালিকা প্রকাশ করে। সেই তালিকায় বাংলাদেশকে বিশ্বের চতুর্থ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আন্তর্জাতিক এই রেঙ্কিং-এর পরও দেশে কোনো জাতীয় রক্ত *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

সভাপতি পদে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিজয়

পরিচয় ডেস্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে বাংলাদেশের প্রার্থী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভোটে ড. খলিলুর রহমান ৯৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সাইপ্রাসের প্রার্থী পেয়েছে ৯১ ভোট। এই বিজয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আস্থা, গ্রহণযোগ্যতা এবং ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। এই সাফল্য বাংলাদেশের জন্য শুধু একটি মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পদে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা নয়; বরং এটি বহুপাক্ষিক কূটনীতি, শান্তি, উন্নয়ন এবং *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে ইরানে কয়েক ডজন হামলা চালিয়েছে আরব আমিরাত

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

আমেরিকা ও ইসরায়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইরানের সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। শুক্রবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল- *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

‘বাতিল করো’, মার্কিন ‘ফ্রিডম ২৫০’ উৎসব থেকে শিল্পীরা সরে দাঁড়ানোয় ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠান বাতিলের কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করে বেশ কয়েকজন শিল্পী নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর ট্রাম্প এই প্রতিক্রিয়া জানান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘এটা বাতিল করুন।’ ওই পোস্টে তিনি চুক্তিবদ্ধ শিল্পীদের ‘অতিরিক্ত দাম্ভি এবং বিরক্তিকর’ বলেও মন্তব্য করেন।

গত বুধবার এই অনুষ্ঠানের জন্য ৯ জন শিল্পীর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু রোববার পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পী পারফর্ম করতে রাজি ছিলেন। মার্টিনা ম্যাকব্রাইড, দ্য কমোডোরস, ইয়াং এমসি এবং ব্রেট মাইকেলস ইতিমধ্যেই নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ভ্যানিলা আইস এবং মিলি ভ্যানিলি আগামী ২৬ জুনের অনুষ্ঠানে এবং ফ্লো রাইডা ২ জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন। তবে ট্রাম্প *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ইরান যুদ্ধের অবসান ঘটানো কেন ট্রাম্পের জন্য আসলেই কঠিন হবে

পরিচয় ডেস্ক: চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া থেকে দুই দেশের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তেহরান তাদের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ও নৌযানে সাম্প্রতিক মার্কিন হামলাকে যুদ্ধবিরতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হিসেবে অভিহিত করেছে এবং এর প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে আক্রমণকারী হিসেবে চিত্রায়িত করলেও জোর দিয়ে বলছে যে যুদ্ধবিরতি এখনো অব্যাহত রয়েছে।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ডের (সেন্টকম) একজন মুখপাত্র অভিযোগ করেছেন, ইরানের নৌযানগুলো হরমুজ প্রণালিতে মাইন বসানোর চেষ্টা করছিল। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে চলমান শান্তি আলোচনার এই প্রেক্ষাপটে এটি একটি বড় ধরণের উসকানিমূলক কাজ। তা সত্ত্বেও ওই মুখপাত্র বলেন, সেন্ট্রাল কমান্ড সংযম প্রদর্শন করে বাহিনীর সুরক্ষা নিশ্চিত করে যাচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের এমন প্রতিক্রিয়া থেকে এটিই স্পষ্ট হচ্ছে যে যুদ্ধ শেষ করার জন্য তারা কতটা মরিয়া। পর্যবেক্ষকদের মতে, হোয়াইট হাউসের এই অস্থিরতা শেষ পর্যন্ত দরকষাকষির টেবিলে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানকে দুর্বল করে দিচ্ছে। সর্বশেষ উত্তেজনার সূত্রপাত গত সোমবার। সেদিন

মার্কিন সামরিক বাহিনী হরমুজ প্রণালির কাছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র ও নৌযানগুলোতে আত্মরক্ষামূলক হামলা চালানোর দাবি করে। এর কিছুক্ষণ পরেই ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) জানায়, তারা একটি মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করেছে এবং অন্য একটি ড্রোন ও যুদ্ধবিমানকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ইরান বিষয়টিকে মার্কিন হামলার উপযুক্ত জবাব হিসেবে তুলে ধরেছে।

ইরানের মেজাজ যেখানে আক্রমণাত্মক, যুক্তরাষ্ট্রের সুর সেখানে অনেকটাই নরম। বর্তমানে ভারত সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এই হামলা নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দুইবার এড়িয়ে গেছেন। একবার তিনি কেবল শান্তি আলোচনা নিয়ে কথা বলেন, আরেকবার হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

এই পরিস্থিতি মে মাসের শুরুর দিকের কিছু ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। তখন মার্কিন জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন জানিয়েছিলেন, ইরান বাণিজ্যিক জাহাজে ৯ বার গুলিবর্ষণ করেছে এবং দুটি কন্টেইনার জাহাজ জব্দ করেছে। এছাড়া মার্কিন বাহিনীর ওপর ১০টিরও বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু ড্যান কেইন তাৎক্ষণিকভাবে এসব ঘটনাকে নিম্ন-পর্যায়ের সংঘাত হিসেবে অভিহিত করে বলেন, *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ‘স্বাস্থ্য চমৎকার’, তবে ওজন কমাতে ও ব্যায়ামের তাগিদ ব্যক্তিগত চিকিৎসকের

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার রাতে হোয়াইট হাউস থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত চিকিৎসকের দেওয়া ওই রিপোর্টে ট্রাম্পকে চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হলেও তাকে ওজন কমানো এবং নিয়মিত ব্যায়াম করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

হোয়াইট হাউসের চিকিৎসক ডক্টর শন বারবাবেলা এক চিঠিতে লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সাথে ট্রাম্পের সম্ভাব্য চুক্তি কেন যুদ্ধ ঘোষণার মতোই বিতর্কিত হবে

সিএনএনের বিশ্লেষণ

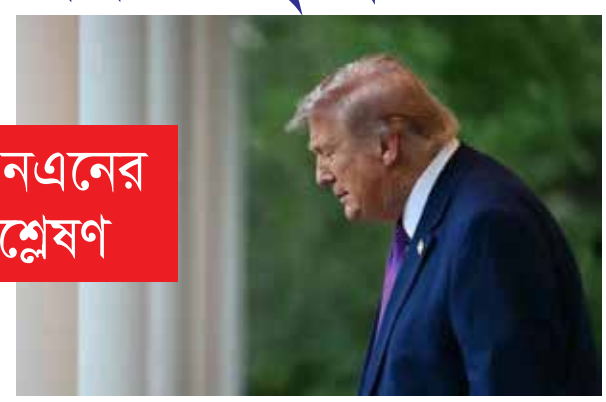

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন পার্লামেন্টের প্রতিনিধি পরিষদ-কংগ্রেস বা দেশটির জনগণের সাথে সামান্যতম আলোচনা না করেই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন ট্রাম্প। পরিকল্পনাহীন সেই যুদ্ধ শেষ করার একমাত্র উপায় হতে পারে একটি শান্তি চুক্তি, যেটি আবার সব পক্ষের কাছে সন্তোষজনক না-ও হতে পারে। এই চুক্তিটি হয়তো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে ভবিষ্যতের জন্য ঝুলিয়ে রাখবে, এমনকী মার্কিন রাজনীতির অভ্যন্তরীণ বিরোধকে আরও গভীর করবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলে আসছেন, ইরানের সাথে তাঁর শুরু করা সংঘাত থামানোর একটি চুক্তি খুব কাছাকাছি এবং এটি যেকোনো সময় চূড়ান্ত হতে পারে। তবে অতীতে তাঁর এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ফুটবল বিশ্বকাপ ঘিরে মার্কিন রেস্তোরাঁর বিলে যুক্ত হচ্ছে ‘বাধ্যতামূলক বকশিশ’

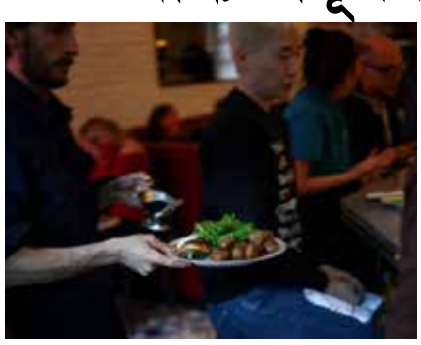

পরিচয় ডেস্ক: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬-এর আয়োজনকে এ যাবৎকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল আসর বলা হচ্ছে। আর এর সাথে আরও এক নতুন খরচ এসে যোগ হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি বিশ্বকাপ আয়োজক শহরের রেস্তোরাঁর মালিকরা বিদেশি দর্শকদের খাবারের বিলের সঙ্গে এবার বাধ্যতামূলকভাবে বকশিশ বা টিপস যুক্ত করার কথা ভাবছেন। এর পেছনে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

দেশ ছাড়ছেন রেকর্ডসংখ্যক আমেরিকান, বিদেশে থাকার উপায় শিখতে গুনছেন শত শত ডলার

পরিচয় ডেস্ক: গত সপ্তাহে জেসি ডের ও তার স্ত্রী জেস ইয়েস্টাডট ফিনিক্সের বাড়ি থেকে পাঁচ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে সান ডিয়েগোর হার্ড রক হোটেলে পৌঁছান। তাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল- কীভাবে মেক্সিকোতে স্থায়ী হওয়া যায়, তা শেখা।

৪১ বছর বয়সী ডের এবং ৪৫ বছর বয়সী ইয়েস্টাডট একা নন। তাদের মতো আরও শত শত আমেরিকান

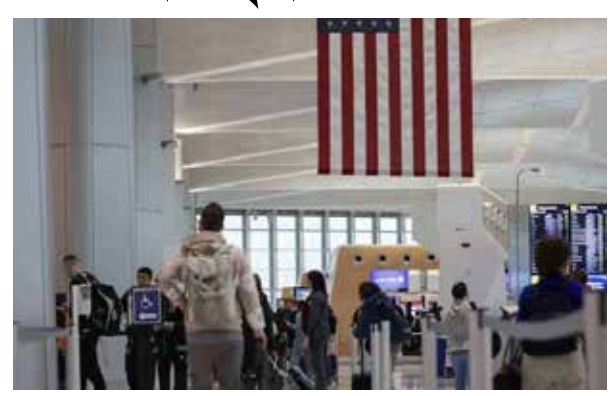

গত সপ্তাহে সান দিয়েগোতে জড়ো হয়েছিলেন, যারা দেশের বাইরে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখছেন। আর এ সম্পর্কে জানতে শত শত ডলার খরচ করছেন তারা।

রেকর্ডসংখ্যক আমেরিকান এখন দেশটি ছেড়ে যাচ্ছেন। দ্য ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের গবেষণা অনুযায়ী, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১০ হাজার থেকে ২ লাখ ৯৫ হাজার মানুষের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

চাকরি, চিকিৎসা ও আবাসন বন্ধ করে যেভাবে অভিবাসীদের কোণঠাসা করছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: এল সালভাদর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসা ৬৫ বছর বয়সী রাকেল মোলিনা প্রায় তিন দশক ধরে বোস্টনের লোগান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্লেনের বাথরুম পরিষ্কার, সিট মোছা এবং আইল ভ্যাকুয়াম করার কাজ করে আসছিলেন। তার কাছে বৈধ সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর এবং যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অনুমতিও ছিল।

কিন্তু গত গ্রীষ্মে হঠাৎ করেই ঘণ্টায় ১৯ দশমিক ৭৫ ডলারের এই চাকরি থেকে তাকে ছাঁটাই করা হয়। তার মতো দীর্ঘদিন ধরে বৈধভাবে কাজ করা আরও অনেক অভিবাসী কর্মীও চাকরি হারান।

রাকেলের সুপারভাইজার জানান, বিমানবন্দরের সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের ছাড়পত্র বা ক্লিয়ারেন্স তার আর নেই। ট্রাম্প প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কেবল মার্কিন নাগরিক, গ্রিন কার্ডধারী এবং স্থায়ী বসবাসের অনুমতি রয়েছে, তারাই কেবল বিমানবন্দরের সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করতে পারবেন। রাকেল মোলিনা বলেন, আমি বুঝতে পারছিলাম না কী হচ্ছে। আমি কিন্তু খুব মন দিয়ে কাজ করতাম।

রাকেল মূলত টেম্পোরারি প্রটেক্টেড স্ট্যাটাস (টিপিএস)-এর অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাস করছিলেন। এটি একটি মানবিক কর্মসূচি, যার আওতায় কোনো বিপর্যয়ে পড়া দেশের নাগরিকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরার আগপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় দেওয়া হয়।

তার এই ছাঁটাই মূলত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি বৃহত্তর ও সুপরিকল্পিত কট্টরপন্থী কৌশলেরই অংশ। এই কৌশলের মূল লক্ষ্য হলো-যুক্তরাষ্ট্রকে বিদেশিদের জন্য একটি অস্বস্তিকর দেশে পরিণত করা।

গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা বৈধ ও অনিবন্ধিত-সব ধরনের অভিবাসীদের চাকরি, চিকিৎসাসেবা, আর্থিক পরিষেবা, ট্যাক্স ক্রেডিট এবং এমনকি শিশুদের ডে-কেয়ারে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

‘তারা এতে রাজি হয়েছে’: ইরান পারমাণবিক শর্ত মেনে নিয়েছে বলে দাবি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার শর্তে সম্মত হয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে বড় ধরনের মতপার্থক্য বজায় থাকা সত্ত্বেও-ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যকার আলোচনা সঠিক দিশায় এগিয়ে যাচ্ছে বলেও তিনি বিশ্বাস করেন।

আজ রোববার (৩১ মে) ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে আগের একটি রূপরেখা চুক্তির (ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্ট) চেয়ে আরও কঠোর শর্ত *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইরানে আমাদের হামলা করা উচিত হয়নি: ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ইরাক ও ইরানের মতো দেশগুলোতে মার্কিন সামরিক বাহিনীর প্রবেশ করা উচিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, নয় মাস

আগে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে বোমাবর্ষণ না করলে এতক্ষণে তেহরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে ফেলত।

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড *বাকি অংশ ৪৭ পৃষ্ঠায়*

ছয় ঘণ্টায় ৫০-এর বেশি পোস্ট, কল্পনানির্ভর মিমে মেতেছেন ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবারের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে বিপুলসংখ্যক মিম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ছবি, রাজনৈতিক আক্রমণাত্মক পোস্ট এবং সমর্থকদের তৈরি প্রশংসাসূচক কনটেন্ট শেয়ার করেছেন।

দুপুর থেকে শুরু করে ছয় ঘন্টার মধ্যে ট্রাম্প ৫০টিরও বেশি কনটেন্ট শেয়ার বা রিপোস্ট করেন, *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইরানের সঙ্গে চুক্তিতে আরও কঠোর শর্ত চাইছেন ট্রাম্প: মার্কিন মিডিয়া

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার জন্য যে চুক্তির আলোচনা চলছে, সেখানে আরও কঠোর শর্ত যোগ করতে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এমনটাই জানানো হয়েছে বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ট্রাম্প চুক্তির কিছু অংশ আরও কঠিন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর সেই নতুন প্রস্তাব আবার ইরানের কাছে পাঠানো হয়েছে। তবে ঠিক কোন কোন বিষয় বদলানো হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। আরেকটি সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস জানিয়েছে, ট্রাম্প ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আরও কঠোর অবস্থান নিতে চান।

এর আগে মার্কিন সূত্রগুলো এএফপিকে জানিয়েছিল, চুক্তির খসড়া শুধু ট্রাম্পের অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু শুক্রবার হোয়াইট হাউসে বৈঠকের পরও তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেননি।

ট্রাম্প আগেই বলেছেন, যেকোনো চুক্তির মূল শর্ত হলো-ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালী আবার পুরোপুরি খুলে দেওয়াও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

আরও ৬০ দিনের যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র-ইরান!

পরিচয় ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরে চলমান অচলবস্থার অবসানে ৬০ দিনের একটি সমঝোতা স্মারকে সম্মত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান। জানা গেছে এ সমঝোতার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান যুদ্ধবিরতি আরও ৬০ দিন বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা চলছে। শান্তি আলোচনায় অংশ নেয়া প্রতিনিধিরা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

জিয়াউর রহমানের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশ গঠনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

পরিচয় ডেস্ক: শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশ গঠনের কাজে সবাইকে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার রাজধানীর ইসিবি চত্বর ও কুড়িল এলাকায় দুস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র ও শুকনা খাবার বিতরণ কর্মসূচির আগে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাজনীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দেশের সেবা করা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানো। একই সঙ্গে তিনি আমাদের দীক্ষা দিয়ে গেছেন কীভাবে দেশের জন্য কাজ করতে হয় এবং দেশকে গঠন করতে হয়।’ তিনি বলেন, ‘সেই আদর্শের অংশ হিসেবেই আমরা আজ দুস্থ মানুষের পাশে সহযোগিতার হাত নিয়ে দাঁড়িয়েছি।’ তারেক রহমান বলেন, ‘গত ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমাদের যে সুযোগ দিয়েছেন দেশ গঠন করার ও মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, আমরা যাতে সেই কাজটি সুন্দরভাবে করতে পারি, সেজন্য আমরা আল্লাহর রহমত কামনা করি। এটাই হোক আজকের দিনের আমাদের শপথ, এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।’

বক্তব্য শেষে প্রধানমন্ত্রী দুস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র ও শুকনো খাবার বিতরণ করেন। এর আগে সকালে জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে শেরেবাংলা নগরে তার মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, সালাহউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক এজেডএম জাহিদ হোসেনসহ দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কবরে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের টিঅ্যান্ডটি স্কুল মাঠে দুস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তিনি।

রাজস্ব থেকে আসিফ ১৫ কোটি ও হাসনাত ১০ কোটি টাকা নিয়েছেন: কুমিল্লা জেলা পরিষদ প্রশাসক

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা থাকাকালে কুমিল্লা জেলা পরিষদ থেকে ১৫ কোটি টাকা এবং দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ ১০ কোটি টাকা নিয়ে গেছেন বলে দাবি করেছেন জেলা পরিষদের প্রশাসক মোস্তাক মিয়া।

শনিবার (৩০ মে) দুপুরে কুমিল্লা শিল্পকলা একাডেমিতে *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় একই পরিবারের চার বাংলাদেশি আহত

পরিচয় ডেস্ক: লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি বাহিনীর ড্রোন হামলায় একই পরিবারের চার বাংলাদেশি নাগরিক গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ মে) দক্ষিণ লেবাননের নাবাতিয়েহ এলাকায় একটি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ভেদাভেদ ভুলে দেশ-জনগণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান মির্জা ফখরুলের

পরিচয় ডেস্ক: দেশবাসীকে বিভেদ ভুলে জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ এবং বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বড় মাঠে ঈদের নামাজ আদায় শেষে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মে মাসে গণপিটুনির ঘটনায় নিহত ৩২, অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার ৫৩: এমএসএফ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে মে মাসে গণপিটুনির (মব ভায়োলেন্স) ঘটনা ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) সর্বশেষ পর্যালোচনা অনুযায়ী, গত এক মাসে সারাদেশে ৬৯টি পৃথক গণপিটুনির ঘটনায় অন্তত ৩২ জন নিহত হয়েছেন। এপ্রিল মাসে একই ধরনের সহিংসতায় ২১ জন নিহত হয়েছিলেন; মে মাসে সেই সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় নাগরিকরা আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন বলে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া মে মাসে সারাদেশে অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার হয়েছে ৫৩টি। রোববার (৩১ মে) বিগত দুই মাসের মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে এমএসএফ।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সংকলিত এই তথ্যে এমএসএফ জানায়, মে মাসে গণপিটুনির ঘটনায় আরও ৭১ জন গুরুতর আহত হয়েছেন, যা এপ্রিল মাসে ছিল ৪৯ জন। মূলত চুরি, ধর্ষণের চেষ্টা এবং জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এই ধরনের গণপিটুনির ঘটনাগুলো ঘটেছে।

সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে যে, এ ধরনের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে যাওয়া এবং সহিংস উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রবণতা বৃদ্ধিরই ইঙ্গিত দেয়।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও এখন গণপিটুনির লক্ষ্যবস্তু হচ্ছেন, যাকে সংস্থাটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অবক্ষয় হিসেবে বর্ণনা করেছে। গণপিটুনির পাশাপাশি মে মাসে দেশজুড়ে ৫৩টি অজ্ঞাত লাশ উদ্ধার হওয়াকে বড় ধরনের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

৮ বিলিয়ন ইউরো পাচারের তদন্ত সাইপ্রাসে এস আলমের সম্পত্তি জব্দ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বিতর্কিত ব্যবসায়ী ও এস আলম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম) এবং তাঁর স্ত্রীর মালিকানাধীন একটি সম্পত্তি জব্দ করেছে সাইপ্রাসের কর্তৃপক্ষ। ব্যাংক জালিয়াতি এবং অর্থপাচারের অভিযোগে চলমান একটি ফৌজদারি তদন্তের অংশ হিসেবে এই আদেশ জারি করা হয়। ৮০০ কোটি ইউরো পাচারের অভিযোগে এই আদেশ দেন সাইপ্রাসের নিকোসিয়া জেলা আদালত।

স্থানীয় গণমাধ্যম সাইপ্রাস মেইলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাইপ্রাসের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ইউনিটের (মোকাস) আবেদনের পর ১৯ মে এই সম্পত্তি জব্দের আদেশ দেওয়া হয়। দুই দেশের পারস্পরিক আইনি সহযোগিতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মরণোত্তর জাতিসংঘ পদক পাচ্ছেন ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী

পরিচয় ডেস্ক: সুদানের আবেইতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় প্রাণ হারানো ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর 'ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক' প্রদান করা হবে।

আগামী ৫ জুন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ পদক দেওয়া হবে।

সংস্থাটি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এই পদক দেবেন।

পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশি ছয় শান্তিরক্ষী হলেন-মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. সবুজ মিয়া, মো. মাসুদ রানা, মো. মোমিনুল ইসলাম, শামীম রেজা ও সান্ত মণ্ডল।

২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর আবেইতে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা বাহিনীতে (ইউএনআইএসএফএ) দায়িত্ব পালনকালে এক ড্রোন হামলায় তারা নিহত হন। অনুষ্ঠানে ১৯৪৮ সাল থেকে দায়িত্ব পালনকালে প্রাণ হারানো প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শান্তিরক্ষীর স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন জাতিসংঘ মহাসচিব। এছাড়া গত বছর নিহত ৫৯ জনসহ মোট ৬৮ জন

সামরিক, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর 'ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক' প্রদান করা হবে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সামরিক ও পুলিশ সদস্য প্রেরণে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ। আবেই, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, সাইপ্রাস, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, লেবানন, লিবিয়া, দক্ষিণ সুদান ও পশ্চিম সাহারায় পরিচালিত মিশনগুলোতে ২৭৭ জন নারীসহ ৪ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি সদস্য কর্মরত আছেন।

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সবচেয়ে জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে ৫০ হাজারেরও বেশি বেসামরিক, সামরিক ও পুলিশ শান্তিরক্ষী কাজ করছেন। মোট ১১৮টি দেশ ১১টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে জনবল সরবরাহ করছে। সংস্থাটির সাধারণ পরিষদ ২০০২ সালে 'জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস' ঘোষণা করে। ১৯৪৮ সালে প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন 'ইউনাইটেড নেশনস ট্রুস সুপারভিশন অর্গানাইজেশন' গঠনের স্মরণে ২৯ মে এই দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

রাষ্ট্রপতিকে কি দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বিএনপি সরকার!

পরিচয় ডেস্ক: ঈদুল আজহার নামাজের জামাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর মধ্যকার দূরত্বের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর রাষ্ট্রপতিকে 'দূরে সরিয়ে দেওয়ার' পেছনে বিএনপির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত ঈদুল ফিতরে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলেও এবারের ঈদের জামাতে তাদের আসনে ছিল উল্লেখযোগ্য ফারাক। রাষ্ট্রীয় প্রটোকল অনুযায়ী জাতীয় ঈদগাহে দুজনই এক কাতারে বসেন। কিন্তু এবারের আসন বিন্যাস ছিল: প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সমাজকল্যাণমন্ত্রী এবং এরপর রাষ্ট্রপতি।

অনেকেই ফেসবুকে প্রশ্ন তুলেছেন, মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে রাষ্ট্রীয় শীর্ষ প্রটোকলের এই আকস্মিক পরিবর্তন এবং দুজনের মধ্যকার 'দূরত্ব' কী শুধুই নিরাপত্তার খাতিরে, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে?

এদিকে সম্প্রতি চিকিৎসার নামে লন্ডন সফরে অভিজাত মার্কেটে কেনাকাটার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারের শীর্ষ মহল রাষ্ট্রপতির ওপর নাখোশ হন বলে জানা গেছে। বিএনপি রাষ্ট্রপতি পদে সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে বহাল রাখলেও এ নিয়ে সমালোচনা আছে দেশজুড়ে। পতিত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন ব্যক্তি কীভাবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে বহাল থাকতে পারেন-সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকেই।

চলে গেলেন তোফায়েল আহমেদ

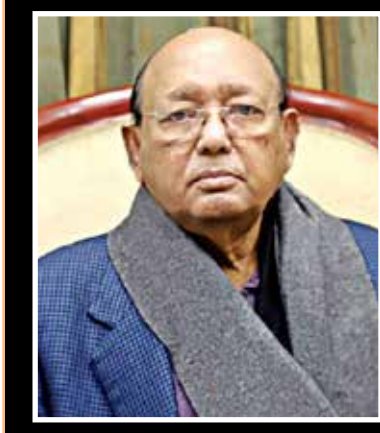

পরিচয় ডেস্ক: মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন। সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তোফায়েল আহমেদের জামাতা ডা. তৌহিদুজ্জামান তুহিন দ্য ডেইলি স্টারকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তোফায়েল আহমেদ বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। স্ট্রোকের *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

শহীদ জিয়ার একাত্তরের বেতার ভাষণকে স্মরণ ভারতীয় হাইকমিশনের

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক রাষ্ট্রপতি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানিয়েছে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন।

শনিবার (৩০ মে) হাইকমিশনের ফেসবুক পেজে জিয়াউর রহমানের অবদান স্মরণ করে ওই বার্তা প্রকাশ করা হয়। বার্তায় তার ১৯৭১ সালের মার্চের ঐতিহাসিক বেতার ভাষণের উল্লেখ করা হয়। এর পাশাপাশি তুলে ধরা হয় বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কথা।

ভারতীয় হাইকমিশনের পোস্টে বলা হয়, আজ বাংলাদেশের জনগণ জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বীর উত্তমের স্মরণে সমবেত হয়েছে। তখন আমরা ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তার কণ্ঠে ধ্বনিত সেই বিখ্যাত বেতার ভাষণের কথা স্মরণ করছি। সেই বেতার ভাষণ জনগণকে উদ্দীপ্ত করেছিল, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পথে তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল এবং জাতীয় মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বার্তায় আরো বলা হচ্ছে, তখনকার মতোই আজো বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অভিন্ন আত্মত্যাগের গৌরবগাথা এবং উভয় দেশের জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অভিন্ন যাত্রায় পাশে রয়েছে ভারত।

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে সেনাবাহিনীর একদল বিদ্রোহী সদস্যের হাতে নিহত হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

সেনাবাহিনী সবসময় রাষ্ট্রের আস্থার প্রতীক: প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: সেনাসদস্যদের সঙ্গে পবিত্র ঈদুল আজহার আনন্দ ভাগাভাগি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সেনা সদস্যদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সবসময় রাষ্ট্রের আস্থার প্রতীক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

বৃহস্পতিবার (২৮ মে) ঢাকা সেনানিবাসে অফিসার, জেসিও ও সৈনিকদের সঙ্গে ঈদ প্রীতিভোজে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানস্থলে আগমন করলে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ শাহীনুল হক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামসুল ইসলাম, *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ঋণের বোঝা বাড়ছে: চলতি অর্থবছরে দেশে-বিদেশে শোধ করতে হবে ৩০.৫৯ বিলিয়ন ডলার

একসময় সরকারের রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে উন্নয়ন ব্যয়ের একটি অংশ মেটানো সম্ভব হতো। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এখন শুধু উন্নয়ন ব্যয় নয়, সরকারের দৈনন্দিন পরিচালন ব্যয় মেটাতেও ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

এই অবনতির চিত্র সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে। ওই বছর সরকারের পরিচালন ব্যয় মেটাতে প্রকৃত রাজস্ব আয় ৪৬৩ কোটি টাকা কম পড়ে। পরে সেই ঘাটতি ঋণ নিয়ে পূরণ করা হয়।

পরের বছর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই ঘাটতি বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৬৩০ কোটি টাকায়। আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রধান মাধ্যম বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) পুরো ব্যয়ই ঋণ নিয়ে চালাতে হয়েছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, এই সংকটের পেছনে রয়েছে কয়েকটি বড় কারণ। একদিকে সরকার বড় বড় মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছে, অন্যদিকে বাজেটের আকারও দ্রুত বেড়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে রাজস্ব আদায় বাড়েনি। ফলে আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান ক্রমেই বড় হয়েছে, আর সেই ঘাটতি পূরণে ধারাবাহিকভাবে ঋণ নিতে হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সর্বশেষ 'আর্টিকেল ফোর কনসালটেশন রিপোর্ট' অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট সরকারি ঋণ দাঁড়িয়েছে ১৮৮ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ডলারে। এটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৪১ শতাংশের সমান। আগের অর্থবছরে এই হার ছিল ৩৯ শতাংশ।

বাংলাদেশের অন্যতম বড় ঋণদাতা সংস্থা আইএমএফ তাদের ঋণ স্থায়িত্ব বিশ্লেষণে বাংলাদেশকে 'কম ঝুঁকিপূর্ণ' দেশ থেকে 'মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ' দেশের তালিকায় স্থান দিয়েছে। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি, জিডিপির তুলনায় ঋণ পরিশোধের চাপ, রপ্তানি আয় ও রাজস্ব আদায়ের দুর্বল অবস্থার ভিত্তিতেই এই মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে ক্ষমতায় আসা বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের জন্য এই ঋণ পরিশোধের চাপ বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

২০২৭ সালের মধ্যে ৫১ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ গড়ার লক্ষ্য সরকারের

রেমিট্যান্স প্রবাহ, বৈদেশিক ঋণ সহায়তা ও উচ্চ সুদের হারের ওপর ভর করে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের শেষে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৫১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারে নেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার।

তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, শুধু রিজার্ভ বাড়ালেই হবে না; একই সঙ্গে বিনিয়োগ, শিল্প উৎপাদন ও কর্মসংস্থানও বাড়াতে হবে। নইলে অর্থনীতিতে এর সুফল সীমিত থাকবে।

এর আগে ২০২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৮ দশমিক শূন্য ৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। তখন রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছিল এবং আমদানি ব্যয় তুলনামূলক কম ছিল। তবে এই হিসাব আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিপিএম-৬ পদ্ধতি অনুযায়ী নয়। বিশ্বজুড়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সাধারণত এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে।

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী রিজার্ভের মধ্যে থাকে সোনা, নগদ বৈদেশিক মুদ্রা, বন্ড, ট্রেজারি বিল, আইএমএফে সংরক্ষিত রিজার্ভ এবং স্পেশাল ড্রইং রাইটস (এসডিআর)। এসডিআর হলো আইএমএফের তৈরি এক ধরনের আন্তর্জাতিক মুদ্রা সম্পদ। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের হিসাবের মধ্যে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জন্য দেওয়া রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি এবং কম রেটিংয়ের কিছু সিকিউরিটিজও যুক্ত করে। ফলে তাদের হিসাবে রিজার্ভের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি দেখায়। *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

কোরবানির ঈদে সাধারণত জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, এবার কমেছে: অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, একটি ভঙ্গুর অর্থনীতিকে সঠিক স্থানে এনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সময় প্রয়োজন। দেশের মানুষের কাছে একটাই আকুতি, একটাই আবেদন; সেই সময়টুকু আমাদের একটু দেন। আমরা একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের দিকেই এগোচ্ছি।

নির্বাচিত সরকার হিসেবে আমরা আপনাদের কাছে দায়বদ্ধ।

আজ (বৃহস্পতিবার) সকালে চট্টগ্রাম নগরীর উত্তর কাট্টলীতে নিজ বাড়ির দারুস সালাম জামে মসজিদে ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করেন অর্থমন্ত্রী। এরপর তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

তিনি বলেন, কোরবানির ঈদে সাধারণত জিনিসপত্রের দাম বাড়ে, এবার কমেছে। আমরা এই ধারাটা অব্যাহত রাখতে চাই। আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার। আশা করি, ক্রমান্বয়ে কমে আসবে। তবে একটু সময় দিতে হবে।

আগামী ১১ জুন জাতীয় সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করা হবে। চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার দেশবাসীকে অর্থনীতির গতিপথের দিশা দেখাবেন আমির খসরু। বাজেটকে সামনে রেখে দেশের অর্থনীতির হালচাল সাংবাদিকদের কাছে সংক্ষেপে তুলে ধরেন তিনি।

অর্থমন্ত্রী বলেন, খালি প্রবৃদ্ধির কথা চিন্তা করলে তো হবে না। সাধারণ মানুষকে অর্থনীতির সুফল পেতে হবে।

দ্রব্যমূল্য যদি সাধারণ মানুষের আওতার বাইরে চলে যায়, তাহলে তো তারা অর্থনীতির সুফল থেকে বঞ্চিত হবে।

আমির খসরু বলেন, আমরা বিগত সরকারগুলোর কাছ থেকে দেশের একটি ভঙ্গুর অর্থনীতি পেয়েছি।

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ চলছে। এমন পরিস্থিতিতেও সেই ভঙ্গুর অর্থনীতিকে সঠিক জায়গায় আনতে হচ্ছে।

আমরা সমৃদ্ধির পথে যাব, ইনশাআল্লাহ।

ঈদুল আযহা মানে শুধু পশু জবাই করে মাংস খাওয়া নয় বলেও মন্তব্য করেন আমির খসরু। তিনি বলেন, ঈদুল আযহা মানে হচ্ছে ত্যাগ। আমাদের ত্যাগ করা শিখতে হবে। নিজে ত্যাগ করে দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। প্রতিবেশীর জন্য করতে হবে। মোট কথা ত্যাগের যে মহিমা, সেটা ধারণ করতে হবে। সবকিছু আমাকেই পেতে হবে- এই চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

চামড়া খাতের সম্ভাবনা যেভাবে হারাচ্ছে বাংলাদেশ: প্রতিটি ঈদে প্রতিটি চামড়ায় লোকসানে

এবারের ঈদুল আজহায় কাঁচা চামড়ার দাম আবারও মারাত্মকভাবে পড়ে গেছে। এতে মৌসুমি ব্যবসায়ী ও সংগ্রহকারীরা বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়েছেন, যার ফলে দেশের চামড়া খাতের দীর্ঘদিনের সংকট নতুন করে তীব্র আকার ধারণ করেছে।

লাভের আশায় চামড়া কেনা অনেক ব্যবসায়ী কোনো ক্রেতা খুঁজে না পেয়ে- অবিক্রিত চামড়া রাস্তার পাশে ফেলে দিতে বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। খাত-

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

মে মাসে রেমিট্যান্স এল ৩.৪২ বিলিয়ন ডলার

চলতি বছর মে মাসে প্রবাসীরা ৩.৪২ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।

গত বছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ২.৯৭ বিলিয়ন ডলার। সে হিসাবে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৩৪ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা।

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

২০২৬-২০৩০ সাল পর্যন্ত রেকর্ড গরমের শঙ্কা, সতর্ক করল জাতিসংঘ

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের গড় তাপমাত্রা আগামী পাঁচ বছর, অর্থাৎ ২০২৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত রেকর্ড বা প্রায় রেকর্ড উচ্চতায় থাকতে পারে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘ। বার্তা সংস্থা এএফপি বলছে, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় জাতিসংঘের আবহাওয়া ও জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও)।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের পর ১১টি বছর ছিল এ পর্যন্ত রেকর্ড করা সবচেয়ে উষ্ণ বছর এবং এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। এমনকি ২০৩১ সালের আগেই নতুন করে সবচেয়ে উষ্ণ বছরের রেকর্ড ভাঙার সম্ভাবনাও রয়েছে।

ডব্লিউএমও-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের গড় বৈশ্বিক তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প যুগের (১৮৫০১৯০০) তুলনায় ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ৭৫ শতাংশ। একই সময়ে অন্তত এক বছর ২০২৪ সালের রেকর্ড ভেঙে সবচেয়ে উষ্ণ বছর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৮৬ শতাংশ।

সংস্থাটি জানায়, ২০২৬২০৩০ সময়কালে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ১ দশমিক ৩ থেকে ১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। তবে অন্তত এক বছরের জন্য হলেও ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা ৯১ শতাংশ।

ডব্লিউএমও-এর জলবায়ু পূর্বাভাস বিশেষজ্ঞ লিওন হার্মানসন বলেন, ২০২৬ সালের শেষ দিকে এল নিনো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ২০২৭ সালকে নতুন রেকর্ড গরমের বছরে পরিণত করতে পারে। এল নিনো হলো প্রশান্ত মহাসাগরের উষ্ণ পানির একটি প্রাকৃতিক জলবায়ু প্রক্রিয়া, যা বিশ্বজুড়ে আবহাওয়া, বায়ুচাপ ও বৃষ্টিপাতের ধরনে বড় পরিবর্তন আনে। এটি সাধারণত ২ থেকে ৭ বছর পরপর ঘটে এবং ৯ থেকে ১২ মাস স্থায়ী হয়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্যারিস জলবায়ু চুক্তির লক্ষ্য অনুযায়ী বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ২ ডিগ্রির নিচে এবং আদর্শভাবে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমিত রাখার কথা বলা হলেও, সাময়িকভাবে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

যেভাবে ৫ বছরে জাপানের জনসংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি কমেছে

পরিচয় ডেস্ক: শুক্রবার প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে জাপানের জনসংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি কমেছে। এই পতন দেশটির ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

চীনে এখন ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের চেয়ে ৬৫-উর্ধ্ব প্রবীণদের সংখ্যা বেশি

পরিচয় ডেস্ক: চীনের ইতিহাসে এই প্রথম ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের তুলনায় ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রবীণ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশটির ন্যাশনাল ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকস-এর সর্বশেষ তথ্যে এই চিত্র উঠে এসেছে। গত সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে রেকর্ড সংরক্ষণের ইতিহাসে এই প্রথম এমন মাইলফলক স্পর্শ করল দেশটি। দেশজুড়ে পরিচালিত একটি নমুনা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এর মাত্র মাসখানেক আগে চীন তার জনসংখ্যা হ্রাস ঠেকাতে নগর পরিকল্পনায়ও যুব উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত করার একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছিল।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চীনের প্রায় ১৪০ কোটি জনসংখ্যার অন্তত ১৫.৮৭ শতাংশের বয়স ৬৫ বছর বা তার বেশি। বিপরীতে ০ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের হার ১৫.২৫ শতাংশ। এর অর্থ হলো, দেশটিতে ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২২৩.০৯ মিলিয়ন। পরিসংখ্যান সংস্থাটি আরও দেখেছে যে, দেশটিতে ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সীদের সংখ্যা প্রায় ৩২১.২২ মিলিয়ন, যা মোট জনসংখ্যার ২২.৮৬ শতাংশ। এছাড়া ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সীদের হার মোট জনসংখ্যার ৬১.৮৯ শতাংশ বা ৮৬৯.৮৭ মিলিয়ন।

গত নভেম্বরে ২০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের ওপর দেশব্যাপী পরিচালিত একটি আদমশুমারি থেকে এই পরিসংখ্যানগুলো পাওয়া গেছে। এই তথ্য চীনের জনসংখ্যা হ্রাসের সংকটকে তুলে ধরেছে, যা নিয়ে এনবিএস আগেই সতর্ক করেছিল যে এটি দেশটির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। জাতিসংঘের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে চীনকে ইউরনয়েমি পাঠাতে পারে ইরান

পরিচয় ডেস্ক: চলমান যুক্তরাষ্ট্রএক্স-ইরান যুদ্ধবিরতি আলোচনায় ইরান তাদের ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম চীনে স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এই ইউরেনিয়াম বর্তমানে বোমা হামলায় বিধ্বস্ত পারমাণবিক স্থাপনাগুলোর ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা

ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং উসকানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত ২০ মে শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেন রিংকি চট্টোপাধ্যায় সিং নামের এক আইনজীবী। পুলিশ শুরুতে এইওহাই-প্রোফাইল্ড মামলাটি নিতে চায়নি বলে দাবি করেছেন ওই *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

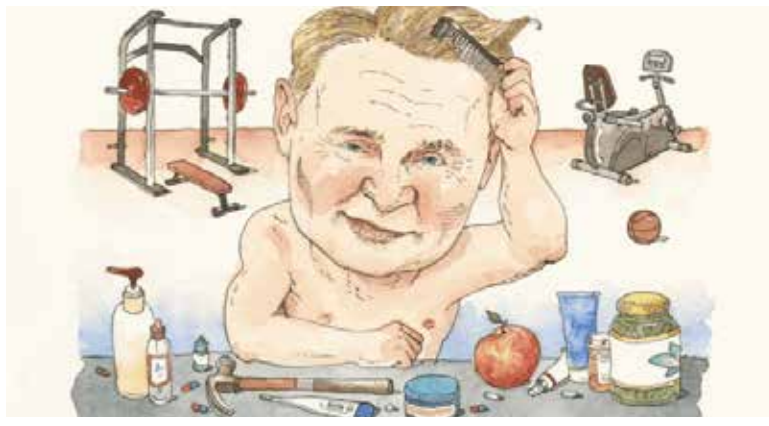

‘অমরত্বের’ সন্ধানে পুতিন: চলছে ২৬ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প, করতে চান অঙ্গ ‘মেরামত’!

মার্কিন প্রযুক্তি জগতের ধনকুবের জেফ বেজোস, স্যাম অল্টম্যান বা পিটার থিয়েলের মতো মানুষের আয়ু বাড়াতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছেন ভ্লাদিমির পুতিনও। তবে এসব গবেষণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে সন্দিহান সমালোচকদের একাংশ।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ভয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্খা ছেড়ে কেন ‘শত্রু’ ডেনমার্কের আশ্রয় নিচ্ছে গ্রিনল্যান্ড

গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কান্ডারি আক্কালুক লিনগে তার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আদর্শে এক আমূল পরিবর্তন এনেছেন।

প্রায় ৫০ বছর আগে, এই ইনুইট অ্যাক্টিভিস্ট ও কবি দ্বীপটির অন্যতম বৃহৎ স্বাধীনতাপন্থী দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে সময় তিনি গ্রিনল্যান্ডবাসীদের ডেনমার্কের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আহ্বান জানান। ডেনমার্ককে তিনি একটি শোষণকারী ঔপনিবেশিক শাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন,তাদের অবশ্যই হটাতে হবে। আমরা আর এর মাসুল দেব না। সান্ত্বনা দিয়ে কষ্ট লাঘব করা যায় না। নিপীড়ন এমন এক জিনিস যার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়।

তবে এখন গ্রিনল্যান্ড তার চেয়েও বড় হুমকি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখোমুখি বলে তিনি মনে করছেন। জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ট্রাম্প বারবার এই বিশাল আর্কটিক দ্বীপের *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

ভাইরাল জীবনের ফাঁদ : মানুষ না কনটেন্ট?

ড. হারুন রশীদ

রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। ঢাকার একটি ব্যস্ত সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত হয়ে পড়ে ছিলেন এক তরুণ। আশপাশে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সবাই তাকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেনি; বরং কয়েকজন মোবাইল ফোন বের করে ভিডিও ধারণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ লাইভ করছে, কেউ 'স্ট্যাটাস' দিচ্ছে-"ঢাকায় ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্ট!" আহত তরুণটির আর্তনাদের চেয়ে তখন হয়তো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ভিডিওর ভিউ, রিঅ্যাক্ট আর শেয়ার সংখ্যা। এই দৃশ্যটি শুধু একটি দুর্ঘটনার গল্প নয়; এটি আমাদের সময়ের এক নির্মম প্রতিচ্ছবি। আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি, যেখানে মানুষের বেদনা, ব্যক্তিগত মুহূর্ত, এমনকি মৃত্যুও অনেকের কাছে "কনটেন্ট"। এখন অনেকের কাছে জীবন মানে আর শুধু বেঁচে থাকা নয়, বরং দৃশ্যমান থাকা। আর দৃশ্যমান থাকার সবচেয়ে দ্রুত উপায়-ভাইরাল হওয়া।

একসময় মানুষ স্বীকৃতি চাইত সমাজের কাছ থেকে; এখন চায় অ্যালগরিদমের কাছ থেকে। আগে একজন লেখক অপেক্ষা করতেন পাঠকের চিঠির জন্য, শিল্পী অপেক্ষা করতেন দর্শকের প্রশংসার জন্য। এখন একটি ভিডিও আপলোড হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার মূল্য নির্ধারিত হয়-কত ভিউ, কত শেয়ার, কত ট্রেন্ডিং। এই দ্রুত স্বীকৃতির সংস্কৃতি মানুষের মনস্তত্ত্বেও বড় পরিবর্তন এনেছে।

বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিস্তার গত এক দশকে অভাবনীয়ভাবে বেড়েছে। ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম-সবখানেই এখন মানুষের এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলছে। কে বেশি আলোচিত, কে বেশি নাটকীয়, কে বেশি চমকপ্রদ! সমস্যা হলো, এই প্রতিযোগিতায় ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিকতা, সৌজন্য এবং মানবিকতা।

আজকাল আমরা প্রায়ই দেখি, কেউ বিপজ্জনক স্টান্ট করছে শুধু ভিডিও বানানোর জন্য। কেউ ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে রিল বানাচ্ছে, কেউ অসুস্থ মানুষকে নিয়ে 'প্র্যাঙ্ক' করছে, কেউ ধর্ম, রাজনীতি বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে ইচ্ছাকৃত উসকানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে-শুধু আলোচনায় আসার জন্য। যেন সমাজে সবচেয়ে মূল্যবান গুণ এখন প্রতিভা নয়, দায়িত্ববোধ নয়, বরং "ভাইরাল হওয়ার ক্ষমতা"।

এই প্রবণতার পেছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণও আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের মস্তিষ্কে তাৎক্ষণিক আনন্দের অনুভূতি তৈরি করে। একটি পোস্টে হাজার লাইক এলে মানুষ নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। গবেষকেরা একে বলেন "ডোপামিন লুপ"-এক ধরনের মানসিক আসক্তি। ফলে মানুষ বারবার এমন কিছু করতে চায়, যা তাকে আরও মনোযোগ এনে দেবে। আর এখানেই শুরু হয় বিপদ।

ভাইরালের নেশা শুধু ব্যক্তিকে নয়, সমাজকেও বদলে দিচ্ছে। আগে সংবাদমাধ্যমে তথ্য যাচাইয়ের একটি সংস্কৃতি ছিল। এখন অনেকেই যাচাইয়ের আগেই খবর ছড়িয়ে দেয়, কারণ আগে পোস্ট দিতে পারলেই বেশি লাভ। গুজব, অপপ্রচার, চরিত্রহনন-সবকিছুই এখন কয়েক মিনিটে লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। অনেক ক্ষেত্রে একটি মিথ্যা তথ্যের ক্ষতি পরে আর সামাল দেওয়া যায় না।

আজকাল আমরা প্রায়ই দেখি, কেউ বিপজ্জনক স্টান্ট করছে শুধু ভিডিও বানানোর জন্য। কেউ ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে রিল বানাচ্ছে, কেউ অসুস্থ মানুষকে নিয়ে 'প্র্যাঙ্ক' করছে, কেউ ধর্ম, রাজনীতি বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে ইচ্ছাকৃত উসকানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে-শুধু আলোচনায় আসার জন্য। যেন সমাজে সবচেয়ে মূল্যবান গুণ এখন প্রতিভা নয়, দায়িত্ববোধ নয়, বরং "ভাইরাল হওয়ার ক্ষমতা"।

বাংলাদেশে কয়েক বছরে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে, যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে সহিংসতা হয়েছে। কখনো ধর্মীয় উসকানি, কখনো ব্যক্তিগত ছবি ফাঁস, কখনো মিথ্যা অভিযোগ-এসবের পেছনে এক ধরনের 'ডিজিটাল উন্মাদনা' কাজ করে। মানুষ তখন আর সত্য খোঁজে না; বরং ভাইরাল হওয়া বিষয়টির অংশ হতে চায়।

আন্তর্জাতিক পরিসরেও একই চিত্র দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া কিংবা ইউরোপ-সব জায়গাতেই এখন

বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

মার্কিন-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি: একটি অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

বাণিজ্য ঘাটতির চিত্র আরও জটিল। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য কেনে, বাংলাদেশ কেনে মাত্র ২ বিলিয়ন ডলার, ঘাটতি ৬ বিলিয়ন ডলার বা বেশি। ঘাটতি কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশের অর্থহীন উঁচু শুল্ক (ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার) কাঠামো যা কোনো পণ্যে ৩০-৫০%, দেশের শ্রম মানহীন আইন ও পরিবেশগত মেজার, বিভিন্ন সেক্টরের কমপ্লায়েন্সহীনতা, কপিরাইট ও পাইরেসি বাস্তবতা ইত্যাদি আলোচনায় বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানকে আরও কঠিন করে তুলেছিল।

২০২৫ সালে ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যে ৩৭% পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি গন্তব্য এবং সবচেয়ে বড় রেমিট্যান্সের উৎস, তাই এই সিদ্ধান্ত একদিকে ব্যবসায়ী মহল, অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনিতেই, রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর থেকে বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা হারিয়েছে, ফলে প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকে ইতিমধ্যেই ১৭% শুল্ক দিতে হচ্ছিল।

বাণিজ্য ঘাটতির চিত্র আরও জটিল। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য কেনে, বাংলাদেশ কেনে মাত্র ২ বিলিয়ন ডলার, ঘাটতি ৬ বিলিয়ন ডলার বা বেশি। ঘাটতি কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশের অর্থহীন উঁচু শুল্ক (ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার) কাঠামো যা কোনো পণ্যে ৩০-৫০%, দেশের শ্রম মানহীন আইন ও পরিবেশগত মেজার, বিভিন্ন সেক্টরের কমপ্লায়েন্সহীনতা, কপিরাইট ও পাইরেসি বাস্তবতা ইত্যাদি আলোচনায় বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানকে আরও কঠিন করে তুলেছিল।

নেগোসিয়েশনে বসে, বাংলাদেশ আমদানি বৈচিত্র্যায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে করে ভারত থেকে গম, ভুট্টা ও তুলা, কৃষি পণ্য; ইন্দোনেশিয়া থেকে ভোজ্যতেল; ইউরোপ থেকে বিমান ও অস্ত্র; মধ্যপ্রাচ্য থেকে এলএনজি ও জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি কমিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সোর্স করার ৫-১০ বছর মেয়াদি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে করে, ওই দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য কিছুটা কমে আসবে (যদিও বন্ধ হবে না), এবং এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়েছে। ফলে, এসব দেশের প্রভাববলয়ে থাকা ইন্টেলেকচুয়ালরাও বেশ সরব। পাশাপাশি যেসব ব্যবসায়ী এসব আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতো তারাও নাখোশ হয়েছে। পাশাপাশি, নির্বাচনের মাত্র ৩ দিন আগে চুক্তি স্বাক্ষর এবং বৈষম্যমূলক ধারাগুলোর জন্য স্বাভাবিক ও যৌক্তিক প্রতিবাদও চলমান।

বর্তমান পরিস্থিতি

চুক্তি ও ট্যারিফের বর্তমান অবস্থা: ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশি পণ্যে দুই স্তরে ৩৭% থেকে কমিয়ে ১৯% ট্যারিফ নির্ধারিত হয়েছে (প্রধান প্রধান শিডিউল মেনে চুক্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ২০%, চূড়ান্ত স্বাক্ষরের পরে ১৯%), এবং মার্কিন তুলা ও ম্যানমেড ফাইবার দিয়ে তৈরি আরএমজিতে শূন্য শুল্কের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট ৬-৩ ভোটে রায় দেয় যে আইইইইপিএ আইন প্রেসিডেন্টকে ট্যারিফ আরোপের ক্ষমতা দেয় না। এরপর ট্রাম্প প্রশাসন সেকশন ১২২-এর অধীনে ১০% ট্যারিফ আরোপ করে, কিন্তু ৭ মে ২০২৬-এ সেই ১০% ট্যারিফও কোর্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বাতিল করে দেয়। ট্রাম্প প্রশাসন তৃতীয় আইনি পথ খুঁজছে। অর্থাৎ চুক্তির মূল ভিত্তি ৩৭% ট্যারিফের ভয়, এখন আইনত বিদ্যমান নেই।

১৩১ বনাম ৬ শর্ত: এই অসাম্য কতটা বাস্তব?

৩২ পাতার চুক্তিতে শ্যাল্ শব্দটি ১৭৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে উইল্ মাত্র তিনবার ও বাংলাদেশ শ্যাল্ ব্যবহৃত হয়েছে ১৩১ বার, আর ও ইউএস শ্যাল্ মাত্র ছয়বার। বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা বেশি। নেগোসিয়েশন টিমের মতে, যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ট্রেড গ্যাপ বেশি, তাই তা কমাতে বাংলাদেশের ওপর শর্তও বেশি। তুলনামূলকভাবে, ইন্দোনেশিয়ার চুক্তিতে ও ইন্দোনেশিয়া শ্যাল্ ব্যবহৃত হয়েছে ২০০-রও বেশি বার, আর ও ইউনাইটেড স্টেটস শ্যাল্ মাত্র নয়বার যার অনুপাত ২২:১। এ ধরনের বৈষম্য, ট্রাম্প-যুগের সব ও এআরটি চুক্তির কাঠামোগত

বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

এআই যুগের দিগন্ত: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সময়ে উচ্চশিক্ষা ও ক্যারিয়ার ভাবনা

ড. মোস্তফা সারওয়ার

ভূপদার্থবিদ্যার (Geophysics) অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘ কর্মজীবনে আমি পৃথিবীর ভেতরের সেই অদৃশ্য ও প্রচণ্ড শক্তিগুলো নিয়ে গবেষণা করেছি, যা আমাদের ভূপৃষ্ঠকে প্রতিনিয়ত বদলে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে, যখন আমি একাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের ভাইস চ্যান্সেলর এবং প্রোভোস্ট হিসেবে দায়িত্ব নিলাম, তখন আমার মনোযোগ এক অন্যরকম রূপান্তরের দিকে চলে গেল। সেটি হলো মানবসমাজকে বদলে দেওয়ার মতো এক প্রবল সামাজিক ও প্রযুক্তিগত আলোড়ন। প্রোভোস্ট হিসেবে আমার প্রধান কাজই ছিল বৈশ্বিক দিগন্তের দিকে তাকানো এবং নিজেকে প্রশ্ন করা: "আজকের এই নতুন ছাত্রছাত্রীরা যখন স্নাতক শেষ করে বের হবে, তখন পৃথিবীটা দেখতে কেমন হবে? আর আমরা কি সত্যিই তাদের সেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করছি?চ আজ আমরা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে গভীর প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। এটি কোনো ধীরগতির বিবর্তন নয়; এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI)-এর বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট এক তীব্র ও অভাবনীয় ওলটপালট।

কয়েক দশক ধরে উচ্চশিক্ষা একটি চিরচেনা ও চেনা ছকে চলেছে: একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে মেজর বেছে নাও, কিছু বইয়ের বিদ্যা মুখস্থ করো, নির্দিষ্ট কিছু কারিগরি দক্ষতা অর্জন করো এবং পরবর্তী ৩০ বছরের জন্য একটি স্থায়ী ক্যারিয়ারে প্রবেশ করো।

আজ, একজন প্রফেসর ইমেরিটাস এবং সাবেক প্রোভোস্ট হিসেবে আমি আপনাদের খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই: সেই পুরনো ফর্মুলা বা ছক আজ মৃত। এআই আজ চোখের পলকে কোড লিখতে পারে, আইনি চুক্তি বিশ্লেষণ করতে পারে, রোগ নির্ণয় করতে পারে এবং সৃজনশীল কন্টেন্ট তৈরি করতে পারে।

তবে এর অর্থ এই নয় যে আমরা আশাহত হব। বরং এর অর্থ হলো, আমাদের দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে। আজ আমি আমাদের তরুণদের সাথে আলোচনা করব কীভাবে তারা একটি 'এআই-প্রুফ' বা সুরক্ষিত ক্যারিয়ার গড়ে তুলবে, আর অভিভাবকদের বলব কীভাবে তারা এই প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া চাকুরির বাজারে সন্তানদের সঠিক গাইডলাইন দেবেন।

আমার তরুণ বন্ধুরা, তোমরাই প্রথম প্রজন্ম যারা এমন একটি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, যেখানে তোমাদের সরাসরি প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিতা করতে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে।

তোমাদের শিক্ষার কৌশল যদি কেবল একটি হিউম্যান ডাটাবেজ বা তথ্যের ভাণ্ডার হওয়া হয়-যেখানে শুধু পরীক্ষায় পাস করার জন্য তথ্য মুখস্থ করা হয়-তবে মনে রেখো, তোমরা এমন একটি প্রযুক্তির সাথে প্রতিযোগিতা করছ যার নখদর্পণে রয়েছে পুরো পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান। তোমরা মুখস্থ বিদ্যায় এআই-কে হারাতে পারবে না।

তাই, তোমাদের শিখতে হবে কীভাবে মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়ে এআই-এর চেয়ে এগিয়ে থাকা যায়।

ভবিষ্যতের চাকুরির বাজারে তোমার মূল্য তুমি কী 'জানো' তা দিয়ে বিচার হবে না; বরং বিচার হবে তুমি কীভাবে 'ভাবো', কীভাবে 'নতুন কিছু সৃষ্টি করো' এবং মানুষের সাথে কীভাবে 'যোগাযোগ স্থাপন করো' তা দিয়ে। একটি মজবুত পেশাদার ভিত্তি তৈরি করতে এই তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দাও:

কেবল মানুষের পক্ষে সম্ভব এমন দক্ষতা অর্জন করো: এআই যেকোনো প্যাটার্ন বা নকশা ধরতে এবং হিসাব-নিকাশ মেলাতে দারুণ পারদর্শী। কিন্তু সহানুভূতি, পরিস্থিতি অনুযায়ী বিচারবুদ্ধি, নৈতিকতা এবং জটিল নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। ভবিষ্যতের সবচেয়ে নিরাপদ ও আকর্ষণীয় চাকরিগুলো হবে সেগুলোই, যেখানে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের পাশাপাশি মানুষের এই গভীর মানবিক গুণগুলোর সমন্বয় থাকবে।

এআই-কে নিজের শক্তিরূপে ব্যবহার করো: এআই-কে এড়িয়ে চলার মতো কোনো শত্রু ভাববে না, আবার অলস হওয়ার জন্য এটিকে লাঠি হিসেবেও ব্যবহার করবে না। এটিকে তোমার মস্তিষ্কের একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখ। ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্র 'মানুষের চাকরি' আর 'এআই-এর চাকরি'-এভাবে ভাগ হবে না। বরং সেটি ভাগ হবে যারা এআই ব্যবহার করতে জানে এবং যারা জানে না-তাদের মধ্যে। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

গরু নিয়ে গল্প: রাজনীতি ও মানুষের প্রতিচ্ছবি

ইমরান মাহফুজ

বাংলায় গরু শুধু একটি প্রাণী নয়; এটি বহু দিন ধরেই অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাজনীতির জটিল সমীকরণের অংশ। সাম্প্রতিক সময়ে গরুকে ঘিরে যে বিতর্ক, বিভাজন ও রাজনৈতিক উত্তাপ দেখা যাচ্ছে, তার শিকড় কিন্তু নতুন নয়। শতবর্ষ আগেও এই উপমহাদেশে গরুকে কেন্দ্র করে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েন ছিল। সেই বাস্তবতা বহু লেখকের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, আবুল মনসুর আহমদ এবং হুমায়ূন আহমেদের লেখায় গরু কখনো দরিদ্র মানুষের শেষ সম্বল, কখনো ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতীকের ব্যঙ্গাত্মক রূপ, আবার কখনো মানুষের সীমাহীন ভোগ ও লোভের নির্মম প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। এই চারজন লেখকের চারটি ভিন্নধর্মী রচনা আজকের সময়েও প্রাসঙ্গিক।

বাংলা সাহিত্যে গরুকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী গল্প নিঃসন্দেহে 'মহেশ'। এটি কেবল একটি গরুর গল্প নয়; এটি বাংলার দরিদ্র কৃষকজীবনের করুণ বাস্তবতার এক অনন্য দলিল। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে দরিদ্র মুসলমান কৃষক গফুর এবং তার গরু মহেশ। মহেশ এখানে শুধু একটি পশু নয়; গফুরের জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সঙ্গী এবং অস্তিত্বের অংশ।

ভয়াবহ খরা, দারিদ্র্য ও সামাজিক অবহেলায় যখন গফুর অসহায় হয়ে পড়ে, তখন মহেশের দুর্দশাও সমানভাবে সামনে আসে। গফুর নিজের ক্ষুধা সহ্য করতে পারে, কিন্তু মহেশের ক্ষুধা তাকে ভেতর থেকে ভেঙে দেয়। শরৎচন্দ্র এখানে মানুষের সঙ্গে প্রাণীর সম্পর্ককে এমন এক মানবিক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, যেখানে গরুটি আর নিছক গৃহপালিত প্রাণী থাকে না; হয়ে ওঠে জীবনের অংশ।

'মহেশ' আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাংলার কৃষিজীবনে গরু ছিল কেবল সম্পদ নয়, আবেগ ও বেঁচে থাকার অবলম্বন। আজ যখন গরুকে ঘিরে ধর্মীয় উত্তেজনা বা রাজনৈতিক স্লোগান বেশি শোনা যায়, তখন এই গল্পটি মনে করিয়ে দেয়-গরুর সঙ্গে বাংলার মানুষের সম্পর্ক মূলত শ্রম, মমতা ও সহাবস্থানের সম্পর্ক।

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'গরুর রচনা' বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা। বনফুলের লেখার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার সংক্ষিপ্ত অথচ তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা। সামান্য ঘটনার মধ্যেও তিনি সমাজের গভীর মনস্তত্ত্ব ধরতে পারতেন।

এই রচনায় গরুকে কেন্দ্র করে মানুষের সামাজিক আচরণ, ভণ্ডামি ও কৃত্রিমতা একধরনের সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের ভেতর দিয়ে উঠে এসেছে। বনফুল দেখিয়েছেন, মানুষ প্রায়ই গরুকে নিয়ে অতিরিক্ত আবেগ দেখালেও সেই আবেগের ভেতরে থাকে সামাজিক স্বার্থ, ভান কিংবা আত্মপ্রদর্শনের প্রবণতা। তার লেখায় গরু কখনো প্রাণী নয়; বরং মানুষের মানসিকতার আয়না।

বনফুলের পর্যবেক্ষণ আজও বিস্ময় জাগায়। কারণ, সমাজ বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, কিন্তু মানুষের দ্বৈততা খুব বেশি বদলায়নি। এখনো আমরা দেখি, গরুকে ঘিরে অনেক আবেগ, অনেক বক্তব্য, কিন্তু সেই আবেগের ভেতরে প্রকৃত মানবিকতা কতটুকু সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

অন্যদিকে আবুল মনসুর আহমদের 'গো-দেওতা কা দেশ' বাংলা সাহিত্যে গরুকে কেন্দ্র করে রচিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা। তার বিখ্যাত ব্যঙ্গগ্রন্থ 'আয়না'-এর অন্তর্ভুক্ত এই গল্পে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে গরুকে ধর্মীয় আবেগ ও রাজনৈতিক স্বার্থের হাতিয়ার বানানো হয়। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন অসাধারণ পর্যবেক্ষক। তিনি বুঝেছিলেন, উপমহাদেশে গরু কেবল ধর্মীয় অনুভূতির বিষয় নয়; এটি ক্ষমতা, বিভাজন ও রাজনৈতিক আধিপত্যেরও একটি উপকরণ। 'গো-দেওতা কা দেশ'-এ সেই বাস্তবতাই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে উঠে এসেছে। গল্পটি পড়লে বোঝা যায়, মানুষ কখনো কখনো একটি প্রাণীর প্রতি মমতার চেয়ে তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের ক্ষমতার প্রদর্শনেই বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে।

আজকের দক্ষিণ এশিয়ার বাস্তবতায় এই গল্প নতুন করে পাঠের দাবি রাখে। কারণ এখনো গরুকে ঘিরে সহিংসতা, বিভাজন ও রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়। আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ যেন সময় *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

USA DISTRIBUTION
BIOSKOPE FILMS LLC
PARENTAL DISCRETION ADVISED
KANON FILMS & IMPRESS TELEFILM PRESENT
PRESSURE COOKER
A TRIBUTE TO TAREQUE MASUD
A FILM BY RAIHAN RAFI
LONG ISLAND, NY
SHOWCASE CINEMA DE LUX FARMINGDALE
1001 BROADHOLLOW RD, FARMINGDALE, NY 11735
FRI MAY 29TH @ 11:25 AM & 02:55 PM
SAT MAY 30TH @ 11:25 AM & 02:55 PM
SUN MAY 31ST @ 11:25 AM & 02:55 PM
MON JUNE 01ST @ 11:25 AM & 02:55 PM
TUE JUNE 02ND @ 11:25 AM & 02:55 PM
WED JUNE 03RD @ 11:25 AM & 02:55 PM
THU JUNE 04TH @ 11:25 AM & 02:55 PM
TICKETS AVAILABLE ON -
WWW.SHOWCASECINEMAS.COM
BIOSKOPE FILMS 54TH USA CANADA PRESENTATION

নোবেলজয়ী বঙ্গসন্তান অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প

নজরুল ইসলাম মিন্টু

আমরা অনেকেই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনিনি। অথচ তিনি বিশ্বের চারজন বাঙালি নোবেলজয়ীর একজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন এবং ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পর বাঙালি হিসেবে নোবেলজয়ীদের তালিকায় তাঁর নাম যুক্ত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাঙালি সমাজে তাঁকে নিয়ে খুব বেশি উচ্চকণ্ঠ আলোচনা হয়নি। গণমাধ্যমেও তাঁর জীবন, কাজ ও বিশ্বজোড়া অবদান নিয়ে চোখে পড়ার মতো ধারাবাহিক আয়োজন দেখা যায়নি। ফলে বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণে যুগান্তকারী অবদান রাখা এই বাঙালি অর্থনীতিবিদ অনেকের কাছেই রয়ে গেছেন প্রায় অজানা।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু একজন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ নন, তিনি বাঙালি মেধা, গবেষণা ও মানবিক চিন্তার এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি। ২০১৯ সালে তিনি তাঁর স্ত্রী ও সহগবেষক এস্থার দুফ্লো এবং মার্কিন অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্রেমারের সঙ্গে যৌথভাবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁদের গবেষণার মূল বিষয় ছিল, কীভাবে বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে দারিদ্র্য কমানোর কার্যকর পথ খুঁজে পাওয়া যায়। সহজভাবে বললে, তাঁরা দেখিয়েছেন, দারিদ্র্য দূর করতে বড় বড় বক্তৃতা বা কাগুজে পরিকল্পনা যথেষ্ট নয়। দরকার মাঠে গিয়ে দেখা, কোন সহায়তা মানুষের জীবনে সত্যিই পরিবর্তন আনে। তাঁর নোবেলজয়ী গবেষণার ভেতর দিয়ে বাঙালির মেধা, দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্যের বাস্তবতা এবং বাংলাদেশের মাঠপর্যায়ের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা বিশ্ব আলোচনায় নতুন গুরুত্ব পেয়েছে।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী এস্থার দুফ্লো নিজেও অর্থনীতিতে নোবেল পাওয়া বিশ্বের দ্বিতীয় নারী এবং সবচেয়ে কম বয়সী নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ হিসেবে ইতিহাস গড়েন। নোবেলজয়ী দম্পতিদের ধারায় অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার দুফ্লোর নামও বিশেষ মর্যাদায় যুক্ত হয়। ২০১৯ সালের নোবেল ঘোষণার সময় এই দম্পতির যৌথ জীবন ও গবেষণা এক ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পায়। তাঁদের জীবন দেখায়, গবেষণা কখনো কখনো শুধু পেশা থাকে না, তা হয়ে ওঠে যৌথ স্বপ্ন, যৌথ পরিশ্রম এবং মানবকল্যাণের সম্মিলিত অঙ্গীকার।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মীদের সবচেয়ে আলোচিত পদ্ধতি হলো Randomized Controlled Trials বা RCT। বিষয়টি সহজ করে বললে, কোনো সহায়তা বা নীতি সত্যিই কাজ করছে কি না, তা মাঠে পরীক্ষা করে দেখা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে যেমন নতুন ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়, তাঁরা তেমনি দারিদ্র্য কমানোর উদ্যোগগুলোও বাস্তব জীবনে পরীক্ষা করেছেন। কোন সহায়তা দরিদ্র মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনে, আর কোন উদ্যোগ শুধু কাগজে ভালো দেখায়, তাঁদের কাজ সেই পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করেছে।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৬১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভারতের মুম্বাইয়ে। বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনই অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ফলে অর্থনীতি তাঁর কাছে শুধু পাঠ্যবিষয় ছিল না, ছিল চিন্তা ও আলোচনার পারিবারিক আবহ। তাঁর শৈশব ও শিক্ষাজীবনের বড় অংশ কেটেছে কলকাতায়। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়াশোনার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯৮১ সালে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি নেন। এরপর ১৯৮৩ সালে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ এবং ১৯৮৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করেন।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি এমআইটির ফোর্ড ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল প্রফেসর অব ইকোনমিক্স হিসেবে কাজ করেছেন এবং J-PAL এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসেবে যুক্ত আছেন। ২০২৬ সালের জুলাই থেকে তিনি ও এস্থার দুফ্লো ইউনিভার্সিটি অব জুরিখে নতুন একাডেমিক অধ্যায় শুরু করার কথা রয়েছে। তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক অবদান হলো Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, সংক্ষেপে J-PAL। ২০০৩ সালে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার দুফ্লো এবং সেন্দিল মুল্লাইনাথন এমআইটিতে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শুরুতে এর নাম ছিল Poverty Action Lab। পরে সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ জামিলের অনুদানের পর তাঁর প্রয়াত বাবার স্মরণে এর নাম হয় Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab।

J-PAL কোনো সাধারণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নয়। এই প্রতিষ্ঠানটি দেখতে চায়, দারিদ্র্য কমাতে কোন পদ্ধতি বাস্তবে কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তন, নারী উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো বিষয়ে মাঠপর্যায়ে গবেষণা করেছে। এর গবেষণা নেটওয়ার্কে এক হাজারের বেশি গবেষক যুক্ত আছেন এবং বিভিন্ন দেশে দুই হাজারের বেশি পরীক্ষামূলক মূল্যায়ন করা হয়েছে। এসব গবেষণার লক্ষ্য একটাই, দরিদ্র মানুষের জীবনে কোন সহায়তা সত্যিই ফল দেয়, তা নিশ্চিতভাবে জানা।

বাংলাদেশের সঙ্গে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণার সম্পর্ক বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নোবেলজয়ী কাজ এবং J-PAL এর বৈশ্বিক দারিদ্র্য বিমোচন মডেল তৈরিতে বাংলাদেশের মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা বড় ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে ব্র্যাকের Targeting the Ultra Poor কর্মসূচি বা গ্রাজুয়েশন মডেল বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। এই মডেলে অতি দরিদ্র পরিবারকে শুধু ঋণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় না। তাদের দেওয়া হয় উৎপাদনক্ষম সম্পদ, যেমন গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি বা অন্য জীবিকা সহায়ক উপকরণ। এর সঙ্গে থাকে প্রশিক্ষণ, নিয়মিত সহায়তা, সঞ্চয়ের অভ্যাস এবং আত্মনির্ভরতার পথনির্দেশ। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার দুফ্লো এবং তাঁদের গবেষণা নেটওয়ার্ক এই গ্রাজুয়েশন মডেলের কার্যকারিতা নিয়ে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে গবেষণা করেন। গবেষণায় দেখা যায়, এককালীন বড় সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদি সহচর্য দরিদ্র পরিবারকে দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসার বাস্তব সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। পরবর্তী সময়ে এই মডেল বিশ্বের বহু দেশে প্রয়োগ করা হয় এবং বহু পরিবারকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। বাংলাদেশের মাটিতে গড়ে ওঠা এই দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতি এভাবেই বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে J-PAL শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো ক্ষেত্রে নানা গবেষণা ও আলোচনার সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশের গ্রাম, অতি দরিদ্র মানুষের সংগ্রাম, ব্র্যাকের মতো প্রতিষ্ঠানের কাজ এবং মানুষের জীবন বদলানোর নানা উদ্যোগ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাকে বাস্তবতার মাটিতে দাঁড় করিয়েছে। একজন বাঙালি অর্থনীতিবিদ হিসেবে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে শুধু গবেষণার তথ্য নয়, দরিদ্র মানুষের জীবন বোঝার এক বাস্তব পাঠশালা।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের ভেতরে একটি গভীর মানবিক ভাবনা আছে। তিনি ও এস্থার দুফ্লো তাঁদের আলোচিত বই Poor Economics এ দেখিয়েছেন, দরিদ্র মানুষকে অলস বা অবিবেচক ভাবা বড় ভুল। দরিদ্র মানুষ প্রতিদিন খুব অল্প সম্পদ নিয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। কখন খাবার কিনবে, কখন ওষুধ কিনবে, সন্তানকে স্কুলে পাঠাবে কি না, ঋণ নেবে কি না, এসব প্রশ্ন তাদের জীবনের অংশ। তাঁদের আরেক বই Good Economics for Hard Times এ অভিবাসন, বাণিজ্য, বৈষম্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো কঠিন বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

এস্থার দুফ্লো নিজেও আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতির অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর ফ্রান্সের প্যারিসে তাঁর জন্ম। ইতিহাস ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনার পর ১৯৯৩ সালে রাশিয়ার মস্কোতে গবেষণার অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন-পরবর্তী বাস্তবতায় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সংকট দেখে তিনি বুঝতে পারেন, অর্থনীতি শুধু তত্ত্বের বিষয় নয়, মানুষের জীবনের বাস্তব প্রশ্নের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

১৯৯৬ সালে এস্থার দুফ্লো এমআইটিতে পিএইচডি শুরু করেন। তখন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এমআইটির তরুণ অধ্যাপক। তিনি দুফ্লোর পিএইচডি উপদেষ্টাদের একজন ছিলেন। এই একাডেমিক পরিচয় ধীরে ধীরে গবেষণার গভীর সহযাত্রায় রূপ নেয়। ১৯৯৯ সালে দুফ্লো পিএইচডি শেষ করেন এবং এমআইটির ফ্যাকাল্টি হিসেবে যোগ দেন। এরপর দুজনের মধ্যে তৈরি হয় গভীর গবেষণাগত বোঝাপড়া, যার ভিত্তি ছিল মাঠপর্যায়ের অর্থনীতি, দারিদ্র্য বোঝার নতুন পদ্ধতি এবং মানুষের জীবনে কার্যকর পরিবর্তন আনার অভিন্ন লক্ষ্য।

দীর্ঘ গবেষণা, চিন্তা ও কাজের পথ ধরে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার দুফ্লোর ব্যক্তিগত সম্পর্কও গভীর হয়। ২০১৫ সালে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন ও পেশাগত গবেষণার এই সহযাত্রা তাঁদের সম্পর্ককে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল একজন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ নন। তিনি বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের এক আধুনিক উত্তরসূরি। রবীন্দ্রনাথ মানুষের আত্মা ও মানবতার কথা বলেছেন, অমর্ত্য সেন মানুষের সক্ষমতা ও স্বাধীনতার প্রশ্ন তুলেছেন, ড. মুহাম্মদ ইউনূস দরিদ্র মানুষের ঋণপ্রাপ্তির নতুন পথ খুলেছেন, আর অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, দরিদ্র মানুষের প্রতিদিনের ছোট ছোট সিদ্ধান্তের ভেতরেও অর্থনীতির বড় শিক্ষা লুকিয়ে থাকে।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অভিবাসী বঙ্গসন্তানেরা জ্ঞান, গবেষণা, প্রযুক্তি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ব্যবসা ও মানবসেবার নানা ক্ষেত্রে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করে চলেছেন। তাঁদের সাফল্য প্রমাণ করে, বাঙালির মেধা কোনো ভূগোলের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক, সৃজনশীলতা, পরিশ্রম ও মানবিক দায়বদ্ধতা নিয়ে বাঙালি আগামী দিনেও বিশ্বসভায় নিজের অবস্থান আরও দৃঢ় করবে।

নজরুল ইসলাম মিন্টু টরন্টো থেকে প্রকাশিত "দেশেবিদেশে" পত্রিকার সম্পাদক ।

তথ্যসূত্র:
Nobel Prize in Economic Sciences 2019
MIT Economics, Abhijit Banerjee Profile
J-PAL, Abhijit Banerjee Profile
BRAC Institute of Governance and Development

কৃতজ্ঞতা: হাসানুজ্জামান সাকী

বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Bangladesh Society, Inc.

86-24 Whitney Avenue, Elmhurst, New York 11373 • Tel: 718-440-8547 • email: info@bangladeshsocietyinc.com • www.bangladeshsocietyinc.com

সদস্য নিবন্ধনের আহ্বান

শেষ তারিখ : ৩০ জুন, মঙ্গলবার ২০২৬ ◆ সময় : দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত

স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন, 86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- সকলের সুবিধার্থে নিবন্ধন কার্যক্রমের শেষ সপ্তাহ জুন ২৪ বুধবার থেকে জুন ২৯ রবিবার পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৫ থেকে বিকাল ৮ পর্যন্ত সোসাইটির কার্যালয় নিবন্ধন কার্যক্রমের জন্য খোলা থাকবে। এছাড়াও কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করেও নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আম্ব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সদস্য নিবন্ধনের শেষ তারিখ আগামী ৩০ জুন ২০২৬ নির্ধারণ করা হয়েছে। আপনারা যারা সোসাইটির নির্বাচনে অংশ নিতে ইচ্ছুক বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান তাদেরকে আজীবন সদস্য বা সাধারণ সদস্য হিসেবে নাম নিবন্ধন করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

নিয়মাবলী

১. সোসাইটির নির্ধারিত ফরম পরিষ্কারভাবে সব তথ্য পূরণ করতে হবে। ফরম জমা দানের পূর্বে ফর্মে দেওয়া সব তথ্য ঠিক আছে কিনা যাচাই করে নেবেন। ফর্মে দেওয়া কোন তথ্য অসম্পূর্ণ বা ভুল থাকলে, মানি রিসিট থাকলেও ফর্মটি বাতিল বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য সদস্য নিবন্ধন ফরম সোসাইটির ওয়েবসাইট (www.bangladeshsocietyinc.com) অথবা অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

২. যদি কেউ একের অধিক সদস্য নিবন্ধন এর জন্য ফরম জমা দিতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই আলাদা করে নির্ধারিত আরেকটি টালিসিট সংগ্রহ করে সেখানে সব সদস্যের নাম এবং জন্ম সাল সহ অন্যান্য তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করে তাও সাথে জমা দিতে হবে। একই সাথে টালি শিটে থাকা রিসিট নাম্বারটি প্রত্যেকটি ফর্মে লিখে দিতে হবে।

৩. **সদস্য নিবন্ধনের ফি :-** আজীবন সদস্যদের জন্য ৫০০ ডলার এবং সাধারণ সদস্যদের জন্য ২০ ডলার হারে নগদ পরিশোধ করতে হবে। বিশেষ দ্রষ্টব্য কোন ধরনের ভাংতি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে না, তাই সবাইকে এক্সাক্ট অ্যামাউন্ট নিয়ে আসার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

অনলাইন মেম্বারশিপ

বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়ন কার্যক্রম এখন থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাবে। ঘরে বসেই সোসাইটির ওয়েবসাইটে লগইন (member-service.bangladeshsocietyinc.com) করে নির্ধারিত ফরম পূরণ এবং অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে সহজেই সদস্যপদের আবেদন বা নবায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব।

সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগে আগ্রহীদের আগামী ১৫ জুনের মধ্যে অনলাইন মেম্বারশিপ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এছাড়াও যারা সরাসরি এসে সদস্যপদ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে চান, তারা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সোসাইটির অফিসে এসে সদস্যপদ গ্রহণ বা নবায়ন করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সোসাইটি পরীক্ষামূলকভাবে এই অনলাইন মেম্বারশিপ কার্যক্রম চালু করেছে। কার্যক্রম পরিচালনার সময় কোনো ধরনের সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দিলে অনুগ্রহ করে সোসাইটির দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুরোধক্রমে

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

আবুল কালাম ভূইয়া
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯

Scan to Login

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান *(সিনিয়র সহ-সভাপতি)* ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪, **মো: কামরুজ্জামান কামরুল** *(সহ-সভাপতি)* ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯, **আবুল কালাম ভূইয়া** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)* ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, **মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)** *(কোষাধ্যক্ষ)*, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২, **ডিউক খান** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)* ৯১৭-৭৮৩-৫৪৯৯, **অনিক রাজ** *(সাংস্কৃতিক সম্পাদক)* ৯৩৪-৪৪৪-১৮৬৩, **রিজু মোহাম্মদ** *(প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক)* ৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, **জামিল আনসারী** *(সমাজকল্যাণ সম্পাদক)* ৩৪৭-৮৩৩-১০২৮, **মো: আখতার বাবুল** *(সাহিত্য সম্পাদক)* ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩, **আশ্রাব আলী খাঁন লিটন** *(ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক)* ৯১৭-৪৯৭-২৮৩৯, **মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)** *(স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক)* ৯১৭-৯৭১-৭৭৯৩, ***কার্যকরী সদস্য:*** **হারুন উর রশিদ** ৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮, **জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী** ৭১৮-৭৩৭-২৭৪৮, **মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী** ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, **আবুল কাশেম চৌধুরী** ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, **মুনসুর আহমেদ** ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও **হাছান খান** ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

প্রচারে: **রিজু মোহাম্মদ,** *প্রচার সম্পাদক*

ডায়াবেটিস হলে যে ৫ খাবারে নিয়ন্ত্রণে থাকবে রক্তের শর্করা

পরিচয় ডেস্ক: ডায়াবেটিস হলে শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার খেলেই শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। সঠিক সময়ে খাবার খেতে হবে। কারণ পেট খালি থাকলেও শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ডায়াবেটিস রোগীদের ডায়েটে কয়েকটি খাবার রাখা জরুরি। জেনে নিন, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে কী কী খাবার অবশ্যই নিয়মিত খাবেন:

ঢেড়স: এই সবজির মধ্যে রয়েছে ফাইবার, যা বিপাক ক্রিয়া চাঙ্গা রাখতেও সাহায্য করে। বিপাক হার ভালো হলে শারীরবৃত্তীয় সব কাজ ভালো হয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রক্তে ইনসুলিনের কার্যকারিতা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় ঢেড়স ভেজানো জল খেলে। ঢেড়সে থাকা যৌগ অগ্ন্যাশয়ে শর্করার শোষণের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

করলা: ডায়েটে উচ্ছে বা করলা রাখা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বেশ উপকারী। কারণ এই সবজিতে ক্যারেনটিন ও পলিপেপটাইড-পি নামক যৌগ থাকে; যা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ইনসুলিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে এই দুই যৌগ।

মেথি: ডায়াবেটিস রোগীর জন্য মেথি মহৌষধি। মেথি শাক, মেথি ভেজানো জল, মেথি চা খেতে পারেন। হেঁশেলের এই মশলা রান্নায় স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি ডায়াবেটিস রোগেরও উপকারী। মেথিতে রয়েছে থায়ামিন, ফোলিক অ্যাসিড, রাইবোফল্যাভিন, নিয়াসিনের মতো উপকারী উপাদান। এছাড়া পটাশিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম-সমৃদ্ধ মেথি রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। মেথি ইনসুলিনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে।

দারুচিনি: টাইপ-২ ডায়াবিটিসের ক্ষেত্রে শরীরে ইনসুলিনের উৎপাদন কমে যায়। মশলাটি গ্লুকোজ গ্রহণের জন্য কোষগুলোকে উদ্দীপিত করে। দারুচিনি খেলে অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে। এই হরমোন রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া দারুচিনিতে অ্যান্টি-ডায়াবেটিক যৌগের উপস্থিতি মিলেছে; যা সরাসরি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

শরীরে ইমিউনিটি বাড়ানোসহ পটোলের যত উপকার

পরিচয় ডেস্ক: নিয়মিত পটোল খেলেই ইমিউনিটি বাড়বে। সেই সঙ্গে এড়িয়ে চলা যাবে একাধিক রোগব্যাধি । তাই ঝটপট এ বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নিন। তবে সবার আগে ফাস্টফুড এড়িয়ে চলতে হবে। তার বদলে ডায়েটে জায়গা করে দিতে পারেন ইমিউনিটি বৃদ্ধিকারী খাবার পটোলকে। আর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী একাধিক খাবারের তালিকায় প্রথম দিকেই আছে পটোলের নাম।

আর ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য পটোলের কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশদ জেনে নিন। সে জন্য প্রতিদিন ডায়েটে এ সবজিকে জায়গা দিন। ব্যস! তাহলেই আপনি সুস্থ থাকবেন।

পটোল হলো ভিটামিন সির ভাণ্ডার। আর এই ভিটামিনের গুণে বাড়ে ইমিউনিটি। দূরে থাকে জ্বর, সর্দি, কাশির মতো সমস্যা। এমনকি কাছে ঘেঁষতে পারে না ভাইরাসজনিত ডায়ারিয়া। তবে নিয়মিত পটোল ভাজা খেলে এই উপকার পাবেন না। বরং এই সবজি সিদ্ধ করে খান। কিংবা অল্প তেল ও মসলা দিয়ে বানিয়েও খেতে পারেন। তাতেও উপকার মিলবে।

শুধু ইমিউনিটি বাড়ানোই নয়, এতে একাধিক উপকার করে পটোল। যেমন ধরুন আপনার ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের খাবার নির্বাচনের সময় সতর্ক থাকতে হয়। নইলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়তে সময় লাগে না। তবে এই রোগে ভুক্তভোগীরা চাইলে নিয়মিত পটোল খেতেই পারেন। তাতেই সুগার কন্ট্রোল করতে পারবেন।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া, যেসব লক্ষণে বুঝবেন কী করবেন?

পরিচয় ডেস্ক:ডায়াবেটিস আক্রান্তদের কাছে হাইপো (হাইপোগ্লাসেমিয়া) একটি প্রচলিত শব্দ। বিশেষ করে টাইপ-১ বা ইনসুলিন-নির্ভরশীল রোগীদের ক্ষেত্রে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে যাওয়াকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে। স্বাভাবিক মাত্রা হলো খালি পেটে ৬.১ মিলিমোল প্রতি লিটারে এবং খাবারের ২ ঘণ্টা পর ৭.৮ মিলিমোল প্রতি লিটারে থাকা উচিত। রক্তের শর্করা ঘন ঘন কমে গেলে বা বেশি হলে দেহ ও মনের ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি হয়। খুব বেশি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।

কারণ: ইনসুলিন গ্রহণের মাত্রা বা ওষুধের মাত্রা বেশি এবং খাবার কম হলে, অর্থাৎ খাবার ও ওষুধের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে।

সময় না মেনে দেরিতে খাবার খেলে।

দীর্ঘক্ষণ কঠোর ব্যায়াম করলে।

অসুস্থতার পর খাবার খেতে না পারলে বা খাবার কম খেলে।

অত্যধিক মদ্যপান করলে।

লক্ষণ: অতিরিক্ত ক্ষুধা লাগা, ঘাম হওয়া, মেজাজ রুক্ষ হওয়া, শরীর কাঁপতে থাকা, দুর্বল বোধ করা, মাথা ব্যথা হওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, ঘুম ঘুম ভাব হওয়া, খুব বেশি হলে অনেক সময় রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা: হাইপোগ্লাইসেমিয়ার প্রতিক্রিয়া সামান্য হলে তৎক্ষণাৎ তাকে চিনিযুক্ত তরল খাবার দিতে হবে। যেমন-ফলের রস, দুধ, শরবত ইত্যাদি। আর যদি মনে হয় হাইপো হতে পারে তাহলে বরাদ্দকৃত খাবারটি তখন খেয়ে ফেলতে হবে। যদি রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে শিরায় গ্লুকোজ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে অথবা যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে যেতে হবে।

প্রতিরোধ: সারা দিনে পাঁচ থেকে ছয়বার তিন ঘণ্টা বিরতি দিয়ে খাবার খেতে হবে। খাবার গ্রহণের সঙ্গে ওষুধ অথবা ইনসুলিনের সমন্বয় থাকতে হবে।

খাবারের অনেক আগে ইনসুলিন দেওয়া যাবে না। অথবা ইনসুলিন নিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না। খাবারের মধ্যে থাকতে হবে জটিল শর্করা যেমন-লাল মোটা চাল, ভুসিযুক্ত আটার রুটি, তন্দুর রুটি, ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি। যে ধরনের ব্যায়াম করলে খাবারের চাহিদা বেড়ে যায়, সে ধরনের ব্যায়াম না করাই ভালো।

আনারস খেলে যে মরণব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে পারেন

পরিচয় ডেস্ক: বড় রোগের ঝুঁকি কমায় আনারস। এ মিষ্টি ফলে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। এ ছাড়া আছে ফাইবার, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ও ভিটামিন সি- যা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। আরও আছে ব্রোমেলিন। আনারস খেলে আপনার হজম ক্ষমতা হু হু করে বাড়তে থাকে। যদি আপনি প্রতিদিন একটি করে আনারস খেতে পারেন, তাহলে বাতের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

আনারস খেলে আপনার বড় কোনো রোগ হওয়ার থেকে মুক্তি পাবেন। এতে ঝুঁকি কমবে। কারণ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ম্যাঙ্গানিজ, যা খেলে আপনার আয়রন বাড়তে থাকবে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকার কারণে আপনি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবেন। বড় কোনো রোগের ঝুঁকি থাকবে না।

আনারসে আপনার হজমের সমস্যা দূর করবে। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ব্রোমেলিন নামক একপ্রকার যৌগ থাকে, যা খেলে আপনার হজমের সমস্যা দূর করবে। শুধু তাই নয়, আপনার যদি পেশিতে ব্যথা থাকে, সেই পেশি ব্যথা দ্রুত করতে সাহায্য করবে এক টুকরো আনারস।

এ ছাড়া অস্টিওআর্থারাইটিস কমবে। যারা বাতের সমস্যায় ভুগছেন বা হাতে প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা হয়, জয়েন্ট ফুলে যায়, জয়েন্ট লাল হয়ে যায় এবং হাঁটতে-চলতে অসুবিধা হয়, তারা ব্রোমেলিনসমৃদ্ধ আনারস খেতেই পারেন।

গবেষকরা বলছেন, যে ব্যক্তি অস্টিওআর্থারাইটিসে ভোগেন, তাদের আনারস খাওয়া শরীরের জন্য খুবই ভালো। ভাইরাল সংক্রমণও ভয় পায় আনারস খেলে। যদি আপনি রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে চান, তাহলে আনারস খেতেই পারেন। কারণ বহু বছর আগে থেকে আনারস কিন্তু ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে আপনার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, ক্যানসার রোগের ঝুঁকি কমবে। গবেষণায় দেখা গেছে, যে শিশুরা আনারস খায়, তারা বড় কোনো রোগে সহজে আক্রান্ত হয় না ।

লিভার সুস্থ রাখতে কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করুন

পরিচয় ডেস্ক: আমাদের শরীরের লিভার হলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে একটি। তাই চেষ্টা করুন সবসময় লিভারকে সুস্থ রাখতে। অন্যথায় শরীর ও স্বাস্থ্যের হাল বিগড়ে যেতে পারে। পিছু নিতে পারে ফ্যাটি লিভার থেকে শুরু করে লিভার সিরোসিসের মতো একাধিক জটিল রোগ। তাই চেষ্টা করুন লিভার ডিজিজ থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়। তবে এ বিষয়টা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করে বিপি বাড়াবেন না।

কারণ কয়েকটি সহজ নিয়ম মেনে চললেই অনায়াসে লিভারের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আর লিভার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে পারবেন। তাই আর সময় নষ্ট না করে সেসব নিয়ম সম্পর্কে বিশদে জেনে নিন। লিভারের হাল বেহাল হলেই মুশকিল! কারণ লিভার সুস্থ না থাকলে আপনার জীবন বিপন্ন। তাই চেষ্টা করুন যেভাবেই হোক লিভার ডিজিজ প্রতিরোধ করুন।

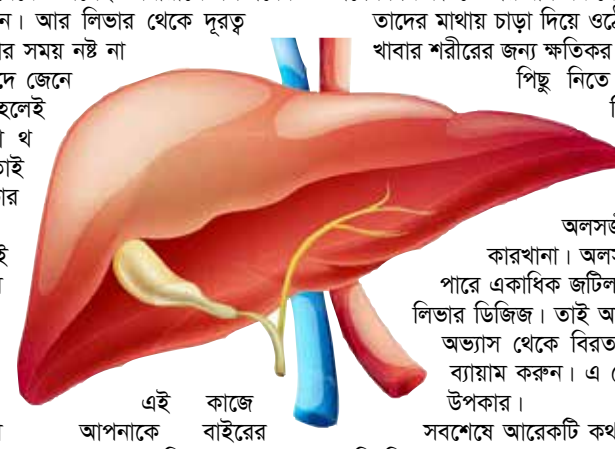

যে কয়েক টিপস মেনে চললেই সুস্থ থাকবে লিভার। মনে রাখবেন, ওজন স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকলেই বিপদ! সে ক্ষেত্রে একাধিক জটিল অসুখ নিতে পারে শরীরের পিছু। আর এই কাজে সাফল্য পেতে চাইলে সবার আগে আপনাকে বাইরের ফাস্টফুড খাওয়া ছাড়তে হবে। তার বদলে খাদ্যতালিকায় জায়গা দিতে পারেন বাড়ির তৈরি হালকা খাবার। এর পাশাপাশি প্রতিদিন এক্সারসাইজ হলো মাস্ট। আশা করছি, এভাবে নিজের রুটিন বদলে নিলেই আপনার ওজন কমে আসবে।

এ ছাড়া মদপান একদমই নিষিদ্ধ। মদপান করা চলবে না। মদ হলো জীবন সর্বনাশা একটি নেশা। এই পানীয়ে চুমুক দিলে শরীর ও স্বাস্থ্যের হাল বিগড়ে যায়। বিশেষত লিভারের ক্ষতি করে। এত আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে অ্যালকোহোলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ। তাই চেষ্টা করুন মদপান যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার। তার বদলে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করুন। তাতে লিভারে জমে থাকা টক্সিন শরীরের বাইরে চলে আসবে। আর আপনাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে। তাই আজ থেকেই এ নিয়ম মেনে চলুন।

অনেকেই ফাস্টফুডের প্রেমে পড়ে যান। একদিন ফাস্টফুড না খেলে তাদের দিন কাটতে চায় না। সব থেকেও কিছু একটা না থাকার বেদনা তাদের মাথায় চাড়া দিয়ে ওঠে। তবে মনে রাখবেন, এ ধরনের খাবার শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের খাবার নিয়মিত খেলে পিছু নিতে পারে একাধিক জটিল রোগ। বিশেষত, লিভার পড়তে পারে বিপদে। তাই চেষ্টা করুন যেভাবেই হোক ফাস্টফুড এড়িয়ে চলার।

অলসজীবন হলো শরীরে রোগের কারখানা। অলসতাই আপনার শরীরে হানা দিতে পারে একাধিক জটিল রো। এমনকি সিঁধ কাটতে পারে লিভার ডিজিজ। তাই আজ থেকেই অলসজীবন কাটানোর অভ্যাস থেকে বিরত থাকুন। তার পরিবর্তে নিয়মিত ব্যায়াম করুন। এ ক্ষেত্রে জিমে গেলেই মিলবে বেশি উপকার।

সবশেষে আরেকটি কথা মাথায় রাখুন। আপনার শরীরর নিয়মিত চেকআপ করুন। কারণ আপনার যকৃতের স্বাস্থ্য ঠিক রয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য শুধু একটা লিভার ফাংশন টেস্ট বা এলএফটি করে নিন। তাতে যদি লিভার এনজাইমগুলোর মাত্রা স্বাভাবিক থাকে, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। তবে লিভার এনজাইমের মাত্রা বিগড়ে গেলেই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তিনি যদি আরও কিছু টেস্ট করতে বলেন, সেগুলোও করে নেওয়া জরুরি।

ভিটামিন ‘ডি’ কমে গেলে বোঝার উপায়

পরিচয় ডেস্ক: মানুষের শরীর মূলত পেশির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর এ পেশির সুরক্ষা নিশ্চিত করে ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার।

ভিটামিন ডি চর্বিতে দ্রবণীয় একটি ভিটামিন- যার মধ্যে আছে ভিটামিন ডি১, ডি২ ও ডি৩। এটি হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধি ও বিকাশে সাহায্য করে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতাও তৈরি করতে পারে।

শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিনের জোগান থাকা জরুরি। শরীরে ভিটামিন ডি-র পরিমাণ কমছে কিনা, তা বুঝবেন কী করে?

একেবারেই রোদের সংস্পর্শে না আসলে কিংবা খুব কম আসলে ভিটামিন ডি কমে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অনেকেই জানেন না, কোন কোন খাবারে ভিটামিন ডি রয়েছে।

যাদের দুধজাতীয় খাবারে এলার্জি বা যারা আমিষ জাতীয় খাবার খেতে ভালোবাসেন না, তারাও এ ভিটামিনের ঘাটতিতে ভোগার ঝুঁকিতে আছেন।

ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি রিকেটস রোগের কারণ হতে পারে। এটি এমন একটি রোগ, যেখানে হাড়ের টিস্যু সঠিকভাবে খনিজকরণ করে না, যা নরম হাড় এবং হাড়ের বিকৃতির জন্য দায়ী। এছাড়া আরও কিছু লক্ষণ দেখা দেয় পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি-এর অভাবে। জেনে নিন সেগুলো কী কী।

ক্লান্তবোধ করা ভিটামিন ডি কমে যাওয়ার লক্ষণ। শরীরের এনার্জি লেভেল কমতে শুরু করে এই ভিটামিনের অভাবে, ফলে অল্প কাজ করেও লাগতে পারে ক্লান্ত।

১. ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে ভিটামিন ডি। প্রায়ই সর্দি-কাশি বা ফ্লুতে ভোগার জন্য দায়ী হতে পারে ভিটামিন ডি-এর কম মাত্রা।

ভাপানো ইলিশ

বাঙালি খাবারে প্রধান আকর্ষণ ইলিশ। আজ রয়েছে ইলিশ দিয়ে মজাদার চার পদের খাবারের রেসিপি

উপকরণ : ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, সরিষা বাটা ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১/২ কাপ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চামচ, কাঁচামরিচ ৬/৭টি, তেল ১/২ কাপ, লবণ পরিমাণমতো।

প্রণালি : একটি সসপ্যানে মাছ নিয়ে সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে আধা ঘণ্টা ম্যারিনেট করুন। একটি বড় কড়াইয়ে পানি ফুটিয়ে নিন। ফুটন্ত গরম পানিতে সসপ্যানটি ঢেকে বাসিয়ে ভারী কিছু দিয়ে চাপা দিন। ১০ মিনিট পর আস্তে করে মাছগুলো উল্টে দিন। আবার ১০ মিনিট পর নামিয়ে নিন। সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

ইলিশের দোপেঁয়াজি

উপকরণ : ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, হলুদগুঁড়ো ১ চা চামচ, মরিচগুঁড়ো ১ চা চামচ, তেল ১/২ কাপ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচামরিচ ৪টি।

প্রস্তুত প্রণালি : মাছ ধুয়ে হলুদ, মরিচ ও লবণ মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে। প্যানে তেল দিয়ে মাছগুলো ছেড়ে দিন। কাঁচামরিচ দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

পাতলা ঝোলে ইলিশ

উপকরণ : ইলিশ মাছ ৮ টুকরা, পেঁয়াজ বাটা ১/২ কাপ, হলুদগুঁড়ো ১ চা চামচ, মরিচগুঁড়ো, ১ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো, কাঁচামরিচ ৪/৫টি, তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রস্তুত প্রণালি : মাছ ধুয়ে সব উপকরণ মাখিয়ে পরিমাণমতো পানি দিয়ে (ঝোল পাতলা হবে, সে অনুযায়ী পানি দিতে হবে) চুলায় বসিয়ে দিন। নামানোর আগে কাঁচামরিচ ফালি দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

দই ইলিশ

উপকরণ : ইলিশ ১টা, সয়াবিন তেল হাফ কাপ, পেঁয়াজ বাটা হাফ কাপ, পেঁয়াজ বাটা হাফ কাপ, পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ, হলুদ বাটা ২ চা চামচ, মরিচ বাটা ২ চা চামচ, ধনে বাটা ২ চা চামচ, ভাজা মসলা হাফ চা চামচ, আদার পাউডার হাফ চা চামচ, লবণ পরিমাণমতো।

প্রস্তুত প্রণালি : ইলিশ মাছের বড় টুকরা করে নিতে হবে। কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ দিতে হবে। পেঁয়াজ একটু ভেজে সব মসলা ও পেঁয়াজ বাটা দিয়ে কষিয়ে নিন। অল্প পানি দিয়ে মাছের টুকরাগুলো বিছিয়ে দিন। কিছুক্ষণ কষিয়ে ১ কাপ পানি ও লবণ দিয়ে ঢেকে মৃদু আঁচে ৫ মিনিট রান্না করুন। তারপর দই দিয়ে ৩০ মিনিট রান্না করতে হবে। মাঝখানে ঢাকনা খুলে মাছ উল্টিয়ে কাঁচামরিচ দিয়ে ঢেকে নিন। টক দই হলে সামান্য চিনি দিন। মৃদু আঁচে রেখে ভুনা করে চুলা থেকে নামান।

কড়াই ইলিশ

উপকরণ : মাঝারি বা বড় ইলিশ মাছ ১টি, টমেটো ২টি, ক্যাপসিকাম ১টি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো আধা চা-চামচ, মরিচগুঁড়ো ২ চা-চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়ো ১ চা-চামচ করে, এলাচ ও লবঙ্গ তিনটি করে, তেজপাতা ১টি, গোলমরিচের গুঁড়ো আধা চা-চামচ, সয়াবিন তেল ৫ টেবিল চামচ, কালিজিরা আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, চিনি এক চিমটি, কাঁচামরিচ কুচি ২-৩টি, পানি ২ কাপ।

প্রস্তুত প্রণালি : মাছ টুকরা করে কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। টমেটো ও ক্যাপসিকাম কুচি করে নিন। শুকনা কড়াইয়ে ক্যাপসিকাম কুচি টেলে নিন। কড়াইয়ে ৪ টেবিল চামচ তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি ভেজে নিন। এতে এলাচ-লবঙ্গ-তেজপাতা দিন। কালিজিরা বাদে একে একে বাকি মসলাগুলোও দিয়ে কষিয়ে নিন। টমেটো ও ক্যাপসিকাম কুচি দিয়ে একটু নাড়ুন। এবার এই মিশ্রণ ব্লেন্ডারে মিহি পেস্ট করে নিন। অন্য কড়াইয়ে বাকি তেল গরম করে কালিজিরা ফোড়ন দিন। এতে মসলার পেস্ট দিয়ে দিন। একটু কষিয়ে ২ কাপ পানি দিন। ঝোল ফুটলে মাছ বিছিয়ে দিয়ে লবণ ছিটিয়ে দিন। এক ঘণ্টা তাওয়ার ওপর দমে রেখে দিন। ঝোল মাখা মাখ হলে নামিয়ে একটু চিনি ছিটিয়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
HALAL
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL

Bengali New Year Sale Extended!

Save Up To $200 OFF
Our Signature Programs

Every program. One offer. Limited time.

Grades 3-6

Summer Enrichment Camp

ELA & Math
May to November 2026

50% OFF
5 Months + 1 Month FREE

Grade 7

SHSAT Prep

Stuyvesant | Bronx Science
Brooklyn Tech

$300 OFF
Khan's Signature SHSAT Prep

Grades 8-10

Regents Prep

Earth Science | Chemistry | Physics
Algebra I | Geometry | Algebra II

20% OFF
+ FREE Regents Classes

All HS Students

SAT Prep

Saturday 10 AM to 2 PM
Now to June 27

$200 OFF
Khan's Signature SAT Prep

Visit Any Khan's Location Near You

Jackson Heights
37th Ave & 74th St

Jamaica
Wexford Terr & 177th St

Brooklyn
Church Ave & Dahill Rd

Bronx
Castle Hill & Starling Ave

Astoria
Crescent St & 30th Ave

Ozone Park
101 Ave & 86th St

Bellerose-LI
Hillside Ave & 258th St

Hillside-Parsons
161 St & Hillside Ave

Digital - Online
Available Everywhere

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

CHURCH-MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক
CHURCH MCDONALD 2005 MANCHESTER BUSINESS ASSOCIATION CMBBA
(Little Bangladesh)
16th Brooklyn Street Fair
পথ মেলা -২০২৬
Saturday
June 6th, 2026
CMBBA
র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ আকর্ষনীয় পুরস্কার
নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলিন মেলা
McDonald Ave
(Between Church Ave & Ave C)
Brooklyn, NY 11218
Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914
Abul H Mohiuddin
Chief Co-ordinator
(917) 627-1051
Rafiqul Islam Patwary
President
917-217-5040
স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন
আনোয়ারুল আজিম
646-261-4386
Mehedi Hasan Symon
929-331-3565
Megazine
Chief Editor:
M Ali
Editor
Mir Kasham
Anowarul Azim
Member Secretary
(646) 261-4386
Mehedi Hasan Symon
Co-ordinator
(929) 331-3565
Moinul Alam Bappy
General Secretary
(347) 459-4538
সহযোগিতায়
BANGLADESHI AMERICAN FRIENDSHIP SOCIETY OF NEW YORK INC
বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক ইনক

ট্রাম্পের ভয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্খা

১২ পৃষ্ঠার পর

নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। কবি ও অ্যাক্টিভিস্ট লিনগে বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে বলেন, তিনি এখন বিশ্বাস করেন, গ্রিনল্যান্ডের চিরকাল ডেনমার্কের অংশ থাকা উচিত। কারণ ডেনমার্ককে তিনি এখন আমেরিকার আগ্রাসন থেকে রক্ষাকারী রূপে দেখছেন।

গ্রিনল্যান্ডের রাজধানী নুউকে নিজ বাড়িতে বসে সাক্ষাৎকারে ৭৮ বছর বয়সী এই নেতা বলেন, 'আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি।'

গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কান্ডারি আক্কালুক লিনগে। ছবি: রয়টার্স

তিনি আরও বলেন, 'আমরা অত্যন্ত কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্যে আছি, যেখানে আজ আমাদের বাঁচাতে পারে কেবল ডেনমার্ক এবং ইউরোপ।'

লিনগে একা নন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্তব্য গ্রিনল্যান্ডের রাজনীতিতে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, যা দ্বীপটির রাজনৈতিক গতিপথকে বদলে দিয়েছে। এটি অনেকটা কানাডার পরিস্থিতির মতো। কানাডাকে আমেরিকার '৫১তম রাজ্য' বানানোর বিষয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যের পর কানাডায় দেশপ্রেমের জোয়ার ওঠে। আর এতেই গত বছর মার্ক কার্নি লিবারেলদের আবারও ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনেন।

কয়েক দশক ধরে, প্রায় ৫৬ হাজার মানুষের স্বায়ত্তশাসিত ডেনিশ অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডের রাজনীতিতে স্বাধীনতাপন্থী দলগুলোরই আধিপত্য ছিল।

তবে ট্রাম্পের হুমকির ছায়ায় ২০২৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর, এখন সরকার পরিচালনা করছে এমন একটি দল, যারা অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতার যেকোনো আলোচনাকে নাকচ করে দিয়েছে। আর ধাপে ধাপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

রয়টার্স জানায়, সরকারের যেসব সদস্য আগে স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করতেন, তারাও সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এর বিপক্ষে চলে গেছেন।

গ্রিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুতে এগেদে রয়টার্সকে বলেন, 'আমাদের স্বপ্ন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করা জরুরি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাদের দখল করে নেয়, তবে আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন আর থাকবে না।'

এটি গ্রিনল্যান্ডের জন্য একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন। এখানকার রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে ডেনমার্কের অতীত অন্যায়ের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল।

ডেনমার্ক বহু শতাব্দী আগে এই দ্বীপটি উপনিবেশ বানিয়েছিল। এখনও অঞ্চলটির পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ন্ত্রণ করে তারাই।

উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকে ডেনমার্ক স্থানীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সীমিত করার জন্য হাজার হাজার ইনুইট নারী ও কিশোরীর শরীরে তাদের সম্মতি ছাড়াই জন্মনিয়ন্ত্রণ ডিভাইস স্থাপন শুরু করেছিল।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ডেনমার্কও এখন তাদের আগ্রাসী মনোভাব থেকে পিছু হটছে। ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন রয়টার্সকে বলেন, 'গ্রিনল্যান্ড তাদের মানুষের' এবং কেবল তারাই তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

তিনি আরও বলেন, তার সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ মামলাসহ ঔপনিবেশিক আমলের অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

ফ্রেডেরিকসেন এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমাদের যৌথ অতীতের ভুলগুলোর মুখোমুখি হওয়ার সাহস থাকতে হবে। আমাদের দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখার এটাই একমাত্র উপায়। গ্রিনল্যান্ড এবং ডেনমার্ক এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ নিরসনে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের সঙ্গে আলোচনা করছে। এই আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলেছে, 'আমরা আত্মবিশ্বাসী, এমন একটি সমাধান খুঁজে পাব যা মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তাকে রক্ষা করবে। আবার ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের উদ্বেগকে স্বীকৃতি দেবে।'

তবে গ্রিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেনস-ফ্রেডেরিক নিলসেন এই বিষয়ে রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি।

এই আর্কটিক অঞ্চলে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলো বুঝতে রয়টার্স গ্রিনল্যান্ডের বহু রাজনীতিবিদ, কর্মকর্তা ও বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছে।

অনেকেই লিনগে এবং তার পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রিনল্যান্ডের বর্তমান রাজনীতির একটি প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীনতার পক্ষে লিনগের এই আপোসহীন যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫০-এর দশকে। তখন তার পরিবার তাকে পড়াশোনার জন্য ডেনমার্কে পাঠায়।

তিনি স্মৃতিচারণ করেন, ১৯৬৮ সালে একটি বড় মোড় আসে যখন পারমাণবিক অস্ত্রবাহী একটি মার্কিন বোমারু বিমান উত্তর গ্রিনল্যান্ডে বিধ্বস্ত হয়। কোপেনহেগেন তখন দ্বীপের ওপর দিয়ে এই ধরনের উড্ডয়নের অনুমতি দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছিল। কারণ তা ডেনমার্কের পারমাণবিক মুক্ত নীতির পরিপন্থী ছিল।

লিনগে তখন সরকারের কথা বিশ্বাস করেননি এবং ডেনিশ সরকারের এই 'ভণ্ডামির' তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ডেনিশ সরকারেরই একটি তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, কোপেনহেগেন আসলে ওয়াশিংটনকে এই উড্ডয়নের সবুজ সংকেত দিয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পারমাণবিক প্রতিরোধ বজায় রাখা।

১৯৭৬ সালে পড়াশোনা শেষে গ্রিনল্যান্ডে ফিরে লিনগে 'ইনুইট আতাকাতিগিট' নামে দল গঠন করেন। এটি অন্য একটি স্বাধীনতাপন্থী দল 'সিউমুতে'র সঙ্গে কয়েক দশক ধরে দ্বীপের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে।

উভয় দলই ডেনমার্কের কাছ থেকে স্বাধীনতার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছিল। তবে গ্রিনল্যান্ডকে অর্থনৈতিকভাবে গড়ে তোলার জন্য কিছুটা সময় দেওয়ার পক্ষে ছিল। ১৯৭৯ সালে স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার পর থেকে নুউকের সরকার ধীরে ধীরে দ্বীপের জনসেবামূলক কাজের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিতে শুরু করে।

২০২১ সালের জাতীয় নির্বাচনে ইনুইট আতাকাতিগিট, সিউমুত ও 'নালেরাক' নামক একটি উগ্র স্বাধীনতাপন্থী দল মিলে মোট ভোটের প্রায় ৮০ শতাংশ পেয়েছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি ও ডেনমার্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পক্ষে থাকা পুঁজিবাদী দল 'ডেমোক্রাতিট' মাত্র ৯ শতাংশ ভোট পেয়ে তলানিতে ছিল।

ট্রাম্পের আগমন

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট গ্রিনল্যান্ড দখলের জন্য তার প্রচেষ্টা জোরদার করেন।

ডেনমার্ক দ্বীপটি বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানানোয় অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দেন ট্রাম্প। এটি দখলে সামরিক শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনাও তিনি উড়িয়ে দেননি।

গত বছরের মার্চে, গ্রিনল্যান্ডের নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে এক বক্তৃতায় ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমি মনে করি আমরা এটি (গ্রিনল্যান্ড) পেতে যাচ্ছি, যেকোনো উপায়ে হোক, আমরা এটি পাব।'

এই মার্কিন হুংকার মার্চের নির্বাচনকে ওলটপালট করে দেয়। আমেরিকান আগ্রাসনের ক্রমবর্ধমান ভয় এবং সেইসঙ্গে মাছ ধরার সংস্কারের মতো অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর প্রতি অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ডেনমার্কপন্থী দল ডেমোক্রাতিট তাদের ভোটের হার তিন গুণ বাড়িয়ে ৩০ শতাংশে নিয়ে যায়। পরিণত হয় দ্বীপের বৃহত্তম দলে।

এই অপ্রত্যাশিত জয় ডেমোক্রাতিটের প্রতিষ্ঠাতা পার বার্থেলসেনকেও অবাক করেছিল। নির্বাচনের ফলাফল আসার সময়কার কথা মনে করে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি এটি একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন হতে যাচ্ছে।'

ডেমোক্রাতিটের নেতা নিলসেন পরবর্তীতে সিউমুত এবং ইনুইট আতাকাতিগিট (যারা যৌথভাবে মাত্র ৩৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল) এবং আরেকটি ছোট ডেনমার্কপন্থী দলের সঙ্গে জোট সরকার গঠন করেন।

পরের মাসে, ডেনিশ নেতা ফ্রেডেরিকসেনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে নিলসেন কোপেনহেগেনে যান। এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিনি তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমরা পররাষ্ট্র বিষয়ক এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে আছি, যার মানে হলো আমাদের আরও কাছাকাছি আসতে হবে।'

গ্রিনল্যান্ডবাসীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি

লিনগের এই বদলে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গি অনেক গ্রিনল্যান্ডবাসীর চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন। তাদের মধ্যে রয়েছেন বেন্ট ওলসভিগ জেনসেনের মতো ব্যবসায়ীরা। তিনি ট্রাম্পের হুমকির আগে দ্বীপে মার্কিন বিনিয়োগ বৃদ্ধির তীব্র সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এখন দ্বিধার মধ্যে পড়েছেন।

একটি খনি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের প্রধান জেনসেন ডেনমার্কে জন্মগ্রহণ করলেও কয়েক দশক ধরে গ্রিনল্যান্ডে বসবাস করছেন।

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

স্বপ্নের গন্তব্যে
পরিবারকে নিয়ে
উড়ে চলুন
JFK ⇋ DHAKA
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
BOOK NOW 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

যেভাবে ৫ বছরে জাপানের

১২ পৃষ্ঠার পর

জনসংখ্যাগত সংকটের গভীরতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। প্রাথমিক আদমশুমারির ফলাফল অনুযায়ী, ২০২৫ সালে জাপানের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৩০ লাখ, যা ২০২০ সালে ছিল ১২ কোটি ৬১ লাখ। ১৯২০ সালে সরকার আদমশুমারির তথ্য সংগ্রহ শুরু করার পর থেকে এটিই সবচেয়ে বড় জনসংখ্যা হ্রাস।

২০০৮ সালে জাপানের জনসংখ্যা সর্বোচ্চ ১২ কোটি ৮০ লাখে পৌঁছেছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৭০ সালের মধ্যে তা কমে ৮ কোটি ৭০ লাখে নেমে আসবে। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১৯৮৯ সালের সমপর্যায়ে ফিরে এসেছে। দশকের পর দশক ধরে জাপানি কর্তৃপক্ষ দ্রুত বয়স্ক হয়ে ওঠা জনসংখ্যার ঘাটতি পূরণে তরুণদের বেশি সন্তান নিতে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা প্রত্যাশিত ফল দেয়নি। ফলে দেশটি বিশ্বের সর্বনিম্ন জন্মহারের দেশগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি একটি নবজাতকের জন্মের বিপরীতে দুইজন মানুষের মৃত্যু হচ্ছে।

জাপান এমন একটি দেশের উদাহরণ, যা দেখাচ্ছে শীঘ্রই অন্যান্য উন্নত দেশও কী ধরনের জনসংখ্যাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। জনসংখ্যা সংকোচন ইতোমধ্যে জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সীমিত করছে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়াচ্ছে এবং শ্রমিক সংকট সৃষ্টি করছে।

আদমশুমারির তথ্য বলছে, জনসংখ্যাগত সংকট এখন জাপানের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। দেশের ৪৭টি প্রশাসনিক অঞ্চলের মধ্যে মাত্র দুটি ছাড়া বাকি সবগুলোতেই ২০২৫ সালে জনসংখ্যা কমেছে এবং এই পতনের হার আরও দ্রুত হচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে উত্তরের আকিতা ও আওমোরি প্রশাসনিক অঞ্চল। সেখানে ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা প্রায় ৮ শতাংশ কমেছে। এসব এলাকায় জাপানের সবচেয়ে বয়স্ক বাসিন্দাদের অনেকেই বসবাস করেন। পাশাপাশি স্থবির মজুরি ও কঠোর শীতকালীন আবহাওয়ার কারণে বিপুলসংখ্যক তরুণ সেখান থেকে চলে গেছে।

জনসংখ্যার বার্ধক্য এবং তরুণদের কর্মসংস্থানের খোঁজে টোকিও, ওসাকা, নাগোয়া ও অন্যান্য শহরে চলে যাওয়ার কারণে জাপানের গ্রামীণ অঞ্চলগুলো ধীরে ধীরে জনশূন্য হয়ে পড়ছে।

কিছু গ্রামীণ এলাকায় স্কুলগুলোকে বৃদ্ধাশ্রম ও কমিউনিটি কেন্দ্রে রূপান্তর করা হচ্ছে। লাখ লাখ বাড়ি খালি পড়ে আছে। সরকারি অফিস ও হাসপাতালগুলো তাদের কার্যক্রম কমিয়ে আনছে এবং অনেক রেলপথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বিদেশিদের জন্য জাপানের দরজা আরও বেশি খুলে দিলে জনসংখ্যা হ্রাসের কিছুটা প্রভাব কমানো যেতে পারে। কিন্তু সরকার দীর্ঘদিন ধরে অভিবাসন বিষয়ে সতর্ক নীতি অনুসরণ করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে জাপান সবার আগে নীতির সমর্থক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক ও ভাষ্যকারদের প্রভাবও বেড়েছে।

জাপান নিয়ে গবেষণা করা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অধ্যাপক জেমস রেমো বলেন, জাপান এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে স্বল্পমেয়াদে বা মধ্যমেয়াদে এই ধরনের জনসংখ্যা হ্রাস পরিস্থিতি আর উল্টে দেওয়া সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, ব্যাপক মাত্রার অভিবাসন না হলে এটি ঘটবে না।

তবে আদমশুমারিতে কিছু ইতিবাচক দিকও দেখা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের উপক্রান্তীয় দ্বীপপুঞ্জ ওকিনাওয়া, যেখানে জনসংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ওকিনাওয়ায় জাপানের সর্বোচ্চ প্রজনন হার রয়েছে। সেখানে নারীরা গড়ে জীবদ্দশায় ১ দশমিক ৫টি সন্তানের জন্ম দেন, যেখানে জাতীয় গড় ১ দশমিক ১।

জাপানের বৃহৎ শহরগুলো আপাতত জনসংখ্যা হ্রাস ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। টোকিও মহানগর অঞ্চলের জনসংখ্যা, যার মধ্যে টোকিও এবং আশপাশের কানাগাওয়া, সাইতামা ও চিবা প্রশাসনিক অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত, ২০২৫ সালে সামান্য বেড়ে ৩ কোটি ৭০ লাখে পৌঁছেছে। বর্তমানে এই অঞ্চল জাপানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশের আবাসস্থল।

ব্যবসা, রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র টোকিও এখন জাপানের বাকি অংশের তুলনায় প্রায় ২০ গুণ বেশি ঘনবসতিপূর্ণ। এটি বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোরও একটি।

২০২৫ সালে টোকিওর জনসংখ্যা ১ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৪২ লাখে পৌঁছেছে। চাকরি ও শিক্ষার সুযোগের সন্ধানে শিক্ষার্থী এবং তরুণ কর্মীদের আগমনের কারণেই মূলত এই বৃদ্ধি ঘটেছে।

আগামী কয়েক দশকে জাপানের পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্কুল, হাসপাতাল, পুলিশ বিভাগ এবং রেলস্টেশন পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত কর্মী খুঁজে পাওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় কর প্রদানে সক্ষম পর্যাপ্ত তরুণ জনগোষ্ঠীরও অভাব দেখা দিতে পারে।

অধ্যাপক রেমো বলেন, জন্মহার বাড়াতে জাপান সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলো আসলে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।

তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত জাপান অন্যান্য দেশের সরকারের জন্য একটি শিক্ষণীয় উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।

তিনি বলেন, এশিয়াসহ বিশ্বের আরও অনেক দেশ একই মাত্রার জনসংখ্যা হ্রাসের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে। জাপান শুধু এই প্রক্রিয়ার অগ্রভাগে রয়েছে এবং অন্যদের তুলনায় অনেক আগে থেকেই এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

চীনে এখন ১৫ বছরের কম

১২ পৃষ্ঠার পর

মানদণ্ড অনুযায়ী, কোনো সমাজের মোট জনসংখ্যার ৭ শতাংশের বেশি মানুষের বয়স ৬৫ বা তার বেশি হলে তাকে এজিং (বয়োবৃদ্ধ হওয়ার পথে থাকা) সমাজ বলা হয়। আর এই হার ১৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলে তাকে এজড (বয়োবৃদ্ধ) সমাজ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সরকারি তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে চীনে জন্মহার রেকর্ড নিচে নেমে এসেছে এবং জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭.৯২ মিলিয়ন। গত বছর দেশটির মোট জনসংখ্যা ৩.৩৯ মিলিয়ন হ্রাস পেয়েছে, যা টানা চতুর্থ বছরের মতো বার্ষিক পতনের রেকর্ড।

চীনের জন্মহার কয়েক দশক ধরেই কমছে। এর মূল কারণ ছিল ১৯৮০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকা এক সন্তান নীতি এবং দ্রুত নগরায়ন। দেশটি ২০১৬ সালে এই নীতি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ করলেও, পুত্রসন্তানের প্রতি প্রথাগত ঝোঁকের কারণে জনসংখ্যার ভারসাম্য ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জনতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শিশু লালন-পালনের উচ্চ ব্যয়, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা এবং ধীরগতির অর্থনীতি অনেক তরুণ চীনার বিয়ে ও পরিবার গড়ার ক্ষেত্রে অনীহা তৈরি করেছে। এছাড়া লিঙ্গ বৈষম্য এবং ঘরের কাজে নারীদের প্রতি প্রথাগত প্রত্যাশাও জন্মহার হ্রাসে ভূমিকা রাখছে।

গত মাসে চীন ১৫টি সরকারি বিভাগের সমন্বয়ে একটি ব্যাপক রূপরেখা উন্মোচন করেছে, যেখানে কর্মসংস্থান, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং জনসেবার মাধ্যমে যুব-উন্নয়নমুখী শহর গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর আগে মার্চ মাসে ২০২৬ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সন্তান জন্মদান-বান্ধব সমাজ গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছিল বেইজিং।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, "২০৩০ সালের মধ্যে যুব-উন্নয়নমুখী শহরের ধারণাটি ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে চীনের লক্ষ্য হলো যুব উন্নয়নের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।চ

প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যাচমেকিং ও সামাজিক সেবার মান উন্নয়ন, শিশু যত্নে ভর্তুকি বাড়ানো এবং জনসমাগমস্থলে মা ও শিশুদের জন্য বিশেষ কক্ষের ব্যবস্থা করা। আরও রয়েছে মাতৃ তৃকালীন ও শিশুরোগ চিকিৎসার উন্নয়ন, স্কুল-পরবর্তী এবং ছুটির দিনগুলোতে শিশুদের যত্ন নিশ্চিত করা এবং অভিবাসী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

তবে এই জনতাত্ত্বিক সংকটে চীন একাই নয়; জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানও একই ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে জনসংখ্যা হ্রাসের সম্মুখীন হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

১২ পৃষ্ঠার পর

আইনজীবী। তিনি জানান, থানায় কয়েক দফা যোগাযোগের পর অবশেষে পুলিশ এফআইআর দায়ের করতে বাধ্য হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৩৫১ (অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন), ৩৫২ (শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান), ৩৫৩ (ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি ছড়ানো) এবং ২৯৯ (কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা ভাবাবেগকে ইচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষমূলকভাবে আঘাত করা) ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর নিয়ম মেনেই শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে।

তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, এফআইআরে যেসব বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, তার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্তপ্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে।

অভিযোগপত্রে ওই আইনজীবী দাবি করেছেন, সাবেক মুখ্যমন্ত্রীর দুটি মন্তব্যে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। এর মধ্যে একটি মন্তব্য তিনি করেছিলেন ২০২৫ সালের ঈদের সময়। আর অপর মন্তব্যটি করেছিলেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে ধর্মতলার একটি ধর্নামঞ্চ থেকে।

মামলা দায়েরের পর বার্তা সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আইনজীবী রিংকি চট্টোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) হিজাব পরে রেড রোডে ঈদের নামাজে যোগ দিয়েছিলেন এবং পরে হিন্দুধর্মকে "নোংরা ধর্মচ বলে অভিহিত করেছিলেন।

উল্লেখ্য, ওই বক্তব্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, দেখুন রামকৃষ্ণ কী বলেছেন, বিবেকানন্দ কী বলেছেন? আমি রামকৃষ্ণের ধর্ম মানি, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম মানি। কিন্তু আমি জেনে শুনে একটা নোংরা ধর্ম, যেটা এই জুমলা পার্টিরা বানিয়েছে, সেটা মানি না। ওটা হিন্দু ধর্ম বিরোধী।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

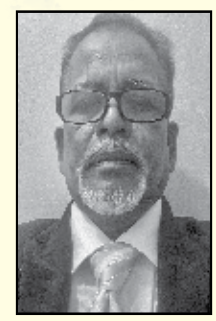

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ

এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

SMG FUNDING

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

‘অমরত্বের’ সন্ধানে পুতিন: চলছে ২৬

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, কোষের বার্ধক্য ঠেকাতে জিন-থেরাপির মতো ওষুধ তৈরিতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গবেষণায় অন্তত ২৬ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছেন ৭৩ বছর বয়সি রুশ প্রেসিডেন্ট। এ প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে‘নিউ হেলথ প্রিজারভেশন টেকনোলজিস’।

গত মাসে রুশ সরকার ঘোষণা করেছে, এ প্রকল্পের আওতায় বিজ্ঞানীরা যে জিন থেরাপি তৈরি করছেন, সেটি কোষের বার্ধক্যের গতি ধীর করে দিতে পারে।

রাশিয়ার উপ-বিজ্ঞানমন্ত্রী দেনিস সেকিরিনস্কি এপ্রিলে দাবি করেছিলেন, ‘এই ওষুধ বার্ধক্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনাগুলোর একটি’।

তবে পুতিনের এই দীর্ঘায়ু লাভের ইচ্ছা নতুন নয়। ১৬ বছর বয়স থেকেই নাকি এই বিষয়ে আচ্ছন্ন তিনি। আর সেই‘নেশা’ থেকেই গত কয়েক দশক ধরে এমন একাধিক প্রকল্পে উৎসাহ দিচ্ছেন রুশ প্রেসিডেন্ট।

পুতিনের নির্দেশে চলা অন্য গবেষণাগুলোর মধ্যে রয়েছে জেনোট্রান্সপ্ল্যান্টেশন বা শূকরের শরীরে মানুষের অঙ্গ তৈরি করে তা প্রতিস্থাপন করা এবং বায়োপ্রিন্টিং বা থ্রি-ডি প্রিন্টারের সাহায্যে সজীব কলার অবয়ব তৈরি।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুশ সরকারের অনুদানে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে ইঁদুরের থাইরয়েড গ্রন্থি ও মানুষের কার্টিলেজ টিস্যু তৈরিতে সফল হয়েছেন। চলতি দশকের শেষেই মানুষের সম্পূর্ণ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের উপযোগী করে তৈরি করা যাবে বলে দাবি তাদের। ২০২৪ সালের এপ্রিলে পুতিন নিজেই প্রকাশ্যে এই উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২০৩০ সালের মধ্যে এই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে পৌনে ২ লাখ মানুষের প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হবে বলেও দাবি করেন তিনি।

ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলাআ হয়েছে,‘রুশ ফেডারেশনে এ-সংক্রান্ত একগুচ্ছ বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি চলছে। সরকারের পূর্ণ সমর্থনে একাধিক প্রথম সারির গবেষণা প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নিয়েছে’।

এ উদ্যোগের নেতৃত্বে রয়েছেন পুতিনের নিজের কন্যা, ৪১ বছর বয়সি এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট (হরমোন বিশেষজ্ঞ) মারিয়া ভোরোন্তসোভা। সরকারি জিনতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোর তদারকি করছেন তিনিই।

এছাড়া এ প্রকল্পের নেতৃত্বে রয়েছেন প্রখ্যাত রুশ পদার্থবিদ মিখাইল কোভালচুক। তার ভাই ইউরি আবার পুতিনের ঘনিষ্ঠ অর্থলগ্নিকারী হিসেবে পরিচিত।

রুশ সংবাদমাধ্যমে কোভালচুক বলেন‘অমরত্ব নিয়ে আলোচনা করা কঠিন, তবে মানুষের শরীরকে মেরামত করার ক্ষমতা যে আগামী দিনে বহুগুণ বাড়বে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই’। অদূর ভবিষ্যতেই মানুষ নিজের প্রয়োজনমতো অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও তা সারিয়ে তুলতে পারবে বলে মনে করেন তিনি।

তবে সমালোচকরা বলছেন, এ-সংক্রান্ত গবেষণাপত্র বিশেষজ্ঞ মহলে পর্যালোচিত হয়ে প্রকাশের নজির প্রায় নেই। গত ২০ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা রাশিয়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতাকে খুশি রাখতেই গবেষকদের এই অংশ সম্ভবত তার সবকিছুতে‘হ্যাঁ’ বলছেন।

২০২২ সালে ইউক্রেন যুদ্ধের পর দেশ ছাড়েন রাশিয়ায় বায়োপ্রিন্টিংয়ের পথিকৃৎ আলেকজান্ডার অস্ত্রভস্কি। তিনি বলেন‘গবেষণাপত্র প্রকাশিত না হওয়ার অর্থ, তার বাস্তব কোনো ফলও মেলেনি। তাদের এই দাবিগুলিকে বড়জোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্ন হিসেবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে’।

তিনি আরও বলেন, “বিচ্ছিন্ন থেকে বিজ্ঞান সাধনা করা অসম্ভব। নিজেদের গবেষণার অনুদান নিশ্চিত করতে পুতিন যা শুনতে চাইছেন, তারা সম্ভবত তাকে সেটাই বলছেন’।

২০২৪ সালে মারা যান রাশিয়ার অন্যতম শীর্ষ চিকিৎসক ভ্লাদিমির খাভিনসন। মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন, তার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল পুতিনের আয়ু বাড়ানো। মানুষের আয়ু বাড়িয়ে ১২০ বছর করারও স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

স্বাস্থ্য নিয়ে পুতিনের বাড়াবাড়ি রকমের সচেতনতা দীর্ঘ দিন ধরেই জনসমক্ষে স্পষ্ট।

পেশিবহুল খালি গায়ে ঘোড়া বা মোটরবাইকে আরোহী প্রেসিডেন্ট-কিংবা ভালুক শিকার বা মাছ ধরার সময় তার বিভিন্ন ছবি সমাজমাধ্যমে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে গত কয়েক বছরে তা নিয়ে প্রচুর মিমও তৈরি হয়েছে।

অন্যান্য বিশ্বনেতাদের সঙ্গেও নিজের দীর্ঘায়ু পরিকল্পনা নিয়ে অনেকবার কথা বলেছেন পুতিন। ২০২৫ সালে চালু থাকা একটি মাইকে শোনা যায়, চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে তিনি বলছেন, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে মানুষ অনন্তকাল বাঁচতে পারে। আবার ২০১৮ সালে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর সেবাস্টিয়ান কুর্জের কাছে বরফশীতল ক্রায়োথেরাপি চেম্বারে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার উপকারিতা সম্পর্কেও তিনি কথা বলেছিলেন।

ধারণা করা হয়, দীর্ঘায়ু নিয়ে পুতিনের এই মোহ শুরু হয়েছিল ১৯৬৮ সালে। ওই বছর মুক্তি পায় সোভিয়েত চলচ্চিত্র‘ডেড সিজন’। চিকিৎসাবিজ্ঞানে নানা পরীক্ষার মাধ্যমে মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সিআইএর গুপ্তচরদের সঙ্গে নাৎসি চিকিৎসকদের হাত মেলানোর গল্প দেখানো হয়েছিল সেই ছবিতে। এই ছবিটি পুতিনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিনি নিজেই বলেলেন, ১৯৭৫ সালে তার কেজিবিতে যোগ দেওয়ার পেছনে এই ছবির বড় অনুপ্রেরণা ছিল।

দীর্ঘায়ু নিয়ে পুতিনের এই মোহ এবং তা ঘিরে তৈরি হওয়া তার ভাবমূর্তির কারণে গত কয়েক বছর ধরে তার স্বাস্থ্য নিয়ে নানা জল্পনা ও ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব পিছু ছাড়েনি।

গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি ভিডিওতে রুশ প্রেসিডেন্টের হাত-পা কাঁপতে দেখা গেছে। তার চেহারায় দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করে অনেকেই দাবি করেছেন, পুতিন কার্যত মৃত্যুশয্যায়। এমনকি তিনি ইতিমধ্যেই মারা গেছেন এবং রুশ জনতাকে ধোঁকা দিতে তার জায়গায় ‘বডি ডাবল’ ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও জল্পনা ছড়িয়েছে।

আরও ৬০ দিনের যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র-ইরান!

৭ পৃষ্ঠার পর

এ তথ্য জানিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন দেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অবশ্য তেহরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, খসড়া চুক্তিতে দুই পক্ষের অবস্থান কাছাকাছি এলেও চূড়ান্ত সমঝোতা এখনও আসন্ন নয়।

এর আগে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি কাছে আসছে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও দুই দেশের কর্মকর্তারা পরস্পরবিরোধী কথা বলছেন। কূটনৈতিক অচলাবস্থা এখনো কাটেনি। গত বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, আলোচনার ফলে ইরান কোনো নিষেধাজ্ঞা ছাড় পাবে না। তিনি বলেন, ‘আমরা কোনো নিষেধাজ্ঞা শিথিল বা অর্থ দেওয়ার কথা বলছি না।

’একই দিনে পিবিএস নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও ট্রাম্প বলেন, ইরান তার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ছেড়ে দেবে। তিনি বলেন, ‘তারা তাদের উচ্চমাত্রায় সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ছেড়ে দেবে, নিষেধাজ্ঞা ছাড়ের বিনিময়ে নয়। না, না, মোটেই না।’এর আগে সোমবার ট্রাম্প বলেছিলেন, সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ‘হয় সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করে দেশে এনে ধ্বংস করতে হবে, নয়তো ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের সঙ্গে মিলে সেখানেই ধ্বংস করতে হবে।’

কিন্তু তেহরান বলছে, তাদের কাছে থাকা আনুমানিক ৪৪০ কেজি পারমাণবিক উপাদান তারা ছাড়বে না।এক মাসেরও বেশি আগে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরেনিয়াম নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু তেহরান তখনই সেই কথা অস্বীকার করে।পারমাণবিক কর্মসূচি ছাড়াও দুই দেশের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা, ইরানের বন্দরে মার্কিন নৌ অবরোধ এবং হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধ চলছে।মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্প ইরানের সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে বলেও দাবি করেন। তিনি বলেন, ‘তারা খুব চুক্তি করতে চায়।’

তবে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করেন, ‘আমরা এতে সন্তুষ্ট নই, তবে হব। হয় সেটা হবে, নয়তো আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।’ এতে আরও সামরিক পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেন তিনি।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সরাসরি কোনো উসকানি ছাড়াই ইরানে হামলা শুরু করে। এতে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনি ও বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা নিহত হন। শত শত বেসামরিক মানুষও মারা যান। ইরান এর জবাবে ইসরায়েল ও পুরো অঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়। পাশাপাশি হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়, যেখান দিয়ে বিশ্বের মোট তেল বাণিজ্যের ২০ শতাংশের বেশি যায়।এই অবরোধে সারা বিশ্বে জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন জোর করে প্রণালীটি খুলতে পারেনি।

যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে চীনকে ইউরনয়েমি

১২ পৃষ্ঠার পর

আছে, তবে এটি দ্রুত পারমাণবিক অস্ত্রে রূপান্তর করার সক্ষমতা রাখে। বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং চীন তা অস্বীকার করেনি। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিক্রিয়া থেকে এই সম্ভাবনা রাখা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। গত মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, "যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই চীন ইরানসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখেছে এবং লড়াই বন্ধ ও শান্তি বজায় রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।চ

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, "আমরা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের চার দফা প্রস্তাবের বিষয়টি সমুন্নত রাখব এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলে যত দ্রুত সম্ভব শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করব।চ পরবর্তীতে তারা উল্লেখ করেছে, "ইরানি পারমাণবিক ইস্যু নিয়ে আমরা সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে আমাদের অবস্থান সবসময় বজায় রেখেছি। আমরা আশা করি সকল পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে এমন একটি সমাধানে পৌঁছানোর সুযোগ হবে, যেখানে সবার উদ্বেগের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।চ

ইরান পারমাণবিক ইস্যুতে ভূমিকা রাখতে চায় চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মন্ত্রণালয় বলেছে, "আমরা ইরানি পারমাণবিক ইস্যুর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমাধানে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক। একই সাথে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা রক্ষা এবং মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেও আমরা কাজ করতে চাই।চ সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম স্থানান্তরের গন্তব্য হিসেবে চীনের নাম প্রস্তাব করা ইরানের প্রকৃত ইচ্ছা, নাকি এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি বা তাদের মনোভাব পরখ করার কোনো কৌশল, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ২০১৫ সালের ওবামা আমলের পারমাণবিক চুক্তির অধীনে ইরানের ২০%, ৫% এবং ৩.৬৭% মাত্রার প্রায় সবটুকু মাঝারি ও নিম্নমান সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম রাশিয়ায় স্থানান্তর করা হয়েছিল, যা দিয়ে সম্ভবত প্রায় ১০টি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা সম্ভব ছিল। তবে এরপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে আস্থার জায়গা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া পারমাণবিক চুক্তির অবসান

২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে একগুচ্ছ দ্বিপাক্ষিক পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি কার্যকর ছিল। ওই চুক্তির আওতায় উভয় দেশের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে বিদেশী বিশেষজ্ঞ দল উপস্থিত থেকে যৌথ প্রতিশ্রুতিগুলো পালিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করত। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে (২০১৭-২০২১) এর কিছু চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর অবশিষ্ট চুক্তিগুলোও বাতিল হয়ে যাওয়ায় আমেরিকান-রুশ সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে।

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

এআই যুগের দিগন্ত: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার

১৬ পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তনশীল ক্যারিয়ার মডেলের জন্য প্রস্তুত হও: জীবনভর একটি মাত্র নির্দিষ্ট পেশায় টিকে থাকার ধারণাটি দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তোমাদের এমন সব চাকরি করতে হতে পারে যার নামও হয়তো আজ আমরা জানি না। তাই টিকে থাকতে হলে আজীবন শেখার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেওয়া মানেই পড়াশোনার শেষ নয়; এটি কেবল এই প্রমাণপত্র যে তুমি নতুন কিছু শিখে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছ।

আসুন ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের আসল চিত্রটি একটু দেখে নিই। একজন সাবেক প্রোভোস্ট হিসেবে, যিনি বিভিন্ন কর্পোরেট অ্যাডভাইজরি বোর্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন, আমি আপনাদের জানাতে চাই চাকুরির বাজার ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চেনা ছকের ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলো থেকে বাজার এখন বহুমুখী ও দ্রুত পরিবর্তনশীল পেশার দিকে ঝুঁকছে।

তোমরা যদি তোমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করো, তবে এমন সব খাতের দিকে তাকাও যেখানে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের মিলন ঘটেছে:

সেতুবন্ধনকারী (প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা): আমাদের শুধু এআই মডেল তৈরি করার লোক দরকার নেই; আমাদের এমন প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং প্রোডাক্ট ডিজাইনারের তীব্র প্রয়োজন যারা এআই-এর কাজকে নিরাপদ, লাভজনক এবং মানুষের উপযোগী ব্যবসায়িক সমাধানে রূপান্তর করতে পারবেন।

গ্রিন ইকোনমি বা পরিবেশবান্ধব অর্থনীতি: জলবায়ু পরিবর্তন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা আজ মানুষের বিশাল মেধার দাবি রাখে। নবায়নযোগ্য শক্তি, টেকসই নগর পরিকল্পনা এবং পরিবেশগত ডাটা অ্যানালিসিস-এমন সব ক্ষেত্র যেখানে বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার ক্ষমতা প্রয়োজন, যা এআই একা করতে পারে না।

হিউম্যান কেয়ার ইকোনমি বা মানবিক সেবা খাত: মানুষের সাথে গভীর সংযোগযুক্ত পেশাগুলো-যেমন উন্নত চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য, অকুপেশনাল থেরাপি এবং বিশেষায়িত শিক্ষা-খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা মানুষের স্পর্শ ও সহানুভূতি চাই; একটি যন্ত্র কখনো কোনো রোগীকে সান্ত্বনা দিতে পারে না বা কোনো হতাশ শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করতে পারে না।

এবার, এই সভাকক্ষে উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। আমি আপনাদের মনের ভেতরের গভীর উদ্বেগটি বুঝতে পারি। আপনারা যখন অটোমেশন বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে চাকরি হারানোর খবর দেখেন, আপনাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো সন্তানদের সেই দিকে ঠেলে দেওয়া যা একসময় নিরাপদ বলে মনে হতো। কিন্তু ভয়ের কারণে সন্তানকে কোনো নির্দিষ্ট, সনাতনী ছকে বেঁধে ফেলা হবে এই সময়ের সবচেয়ে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত। আপনারা যদি কেবল স্থায়িত্বের আশায় তাদের কোনো নির্দিষ্ট ক্যারিয়ারে বাধ্য করেন, তবে হয়তো আপনারা তাদের এমন একটি কাজের জন্য তৈরি করছেন যা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে একটি সফটওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সন্তানের নির্দিষ্ট ক্যারিয়ারের নকশাকার বা স্থপতি হওয়ার চেষ্টা না করে, তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তির নোঙর হোন। একটি আঁকাবাঁকা ও নতুন পথে চলার ব্যাপারে তাদের যোগ্যতার ওপর আস্থা রাখুন।

এই কথাটি আমি কেবল একজন সাবেক প্রোভোস্ট হিসেবে বলছি না, বলছি আমাদের নিজেদের পারিবারিক অভিজ্ঞতার ডাইনিং টেবিল থেকে। আমার স্ত্রী, ড সাইয়েদা সারওয়ার, এমডি, এবং আমাকে আমাদের তিন সন্তানের ক্ষেত্রে ঠিক এই দর্শনটিই প্রয়োগ করতে হয়েছিল, যারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় পথ বেছে নিয়েছিল।

আমাদের বড় ছেলে হার্ভার্ডে গিয়েছিল ক্রিয়েটিভ রাইটিং বা সৃজনশীল লেখালেখি নিয়ে পড়তে-যে বিষয়টি মূলত মানুষের গল্প ও অনুভূতি নিয়ে কাজ করে।

সে কোনো চেনা কর্পোরেট পথ অনুসরণ করেনি, কিন্তু ভাষা ও যুক্তির ওপর তার এই গভীর দখল তাকে পরবর্তীতে আইন পেশার দিকে নিয়ে যায়। সে একজন অত্যন্ত সফল ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি (ওচ) আইনজীবী হয়ে ওঠে এবং সম্প্রতি গুগলের (এড়ড়মষব) পক্ষে একটি মামলায় লিড লিটিগেশন অ্যাটর্নি বা প্রধান আইনজীবী হিসেবে লড়ে মামলাটিতে জয়লাভ করে।

আমাদের মেজো ছেলেও হার্ভার্ডে গিয়েছিল, কিন্তু তার মস্তিষ্ক কাজ করত সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে; সে পিওর ম্যাথমেটিক্স বা বিশুদ্ধ গণিতে মেজর করেছিল। আজ সে সেই বিমূর্ত গাণিতিক ও বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞানকে সফলভাবে কাজে লাগাচ্ছে একটি হেজ ফান্ডের (ঐবফমব ঋঁহফ) উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ও দ্রুতগতির পরিমণ্ডলে।

আর আমাদের মেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পথ বেছে নিয়েছিল। সে তুলেন (এঁষধহব) বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল সাইকোলজি বা মনস্তত্ত্ব পড়তে, মানুষের আচরণকে বুঝতে। পরবর্তীতে সে সেই জ্ঞানকে ভিত্তি করে চিকিৎসা শাস্ত্রে পদার্পণ করে এবং ফার্মডি (চযধৎসউ) ডিগ্রি অর্জন করে আজ একজন সফল পেশাদার।

তিনটি সন্তান। তিনটি সম্পূর্ণ আলাদা ক্ষেত্র-মানবিক শাখা, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান। অথচ তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আজ বিপুলভাবে সফল, কারণ তাদের ওপর কোনো একক বা সনাতনী ছক চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।

তাদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল নিজেদের অনন্য শক্তিকে চিনে নেওয়ার এবং সেই অনুযায়ী পৃথিবীর সাথে মানিয়ে নেওয়ার।

তাই আপনার সন্তানের শিক্ষার মূল্য কেবল তার মেজরের নাম কতটা ঐতিহ্যবাহী বা পরিচিত, তা দিয়ে বিচার করা বন্ধ করুন। তাদের বহুমুখী বিষয়ের (ওহঃবৎফরংপরঢ়ষরহধৎ) কোর্স নিতে উৎসাহিত করুন। আপনার সন্তান যদি ডেটা সায়েন্সের পাশাপাশি দর্শন বা সাহিত্য পড়তে চায়, তাকে বাধা দেবেন না। এই সমন্বয়টি এমন একজন মানুষ তৈরি করে যে একই সাথে বোঝে-মেশিনটি কীভাবে কাজ করে এবং মানুষের কেন এটি প্রয়োজন। আজকের বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক এই ধরনের মানুষকেই হন্যে হয়ে খুঁজছে।

আজ যখন আমি এখানে দাঁড়িয়েছি, আমার জীবনের একটি বড় অংশ আমাদের পৃথিবীর ইতিহাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে দেখার পর-আমি অত্যন্ত আশাবাদী।

এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এক অভূতপূর্ব ক্ষমতার হাতিয়ার। এটি আমাদের প্রতিদিনের চেনা, পুনরাবৃত্তিমূলক এবং একঘেয়ে কাজগুলোকে হয়তো নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে। কিন্তু যা পেছনে পড়ে থাকবে, তা হলো খাঁটি মানবিকতা।

আমাদের যান্ত্রিক চিন্তাভাবনার কাজগুলো নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এআই আসলে আমাদের চ্যালেঞ্জ করছে আরও বেশি সৃজনশীল, আরও বেশি নৈতিক এবং আরও বেশি সহানুভূতিশীল মানুষ হওয়ার জন্য।

তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে বলছি: ভবিষ্যৎকে ভয় পেয়ো না। এআই-কে একটি ক্যানভাস হিসেবে দেখ, আর নিজেদের ভাবো শিল্পী। এই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করো তোমাদের সময়ের বড় বড় সংকটগুলোর সমাধান করতে-তা মহামারি নিরাময়ই হোক কিংবা আমাদের গ্রহের জলবায়ুকে স্থিতিশীল করাই হোক। ভবিষ্যৎ যন্ত্রের নয়; ভবিষ্যৎ সেই মানুষের যে যন্ত্রকে নির্দেশ দিতে জানে।

আর অভিভাবকদের ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সীমাহীন ত্যাগের জন্য। আজ আপনার সন্তানকে দেওয়ার মতো সবচেয়ে বড় উপহার কোনো সুবিন্যস্ত, আগে থেকে তৈরি করে রাখা মসৃণ জীবন নয়; বরং তার নিজের শেখার, মানিয়ে নেওয়ার এবং যেকোনো ঝড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার আত্মবিশ্বাস।

আসুন আমরা সবাই মিলে এক নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাই-মুক্ত মন, তীব্র কৌতুহল এবং মানুষের অসীম সম্ভাবনার ওপর অবিচল আস্থা নিয়ে।

[৩৫তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলায় এমারিটাস অধ্যাপক ও সাবেক উপাচার্য ড. মোস্তফা সারওয়ারের অতিথি বক্তা হিসেবে প্রদত্ত ভাষণ, জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টার, মে ২৫, ২০২৬]

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.

Attorney At Law

Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

khairul@basharlaw.com

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

২০২৬-২০৩০ সাল পর্যন্ত রেকর্ড

১২ পৃষ্ঠার পর

এই সীমা অতিক্রমের প্রবণতা বাড়ছে। তবে দীর্ঘমেয়াদি গড় উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে এখনও লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি।

এ ছাড়া, আগামী পাঁচ বছরে আর্কটিক অঞ্চলে শীত মৌসুমে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি তাপমাত্রা হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

একই সময়ে আফ্রিকার সাহেল, উত্তর ইউরোপ, আলাস্কা ও সাইবেরিয়ায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং অ্যামাজন অঞ্চলে খরার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
Weekly Parichoy
পরিচয়
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
☑ কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
☑ নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
☑ উচ্চ আয়ের সুযোগ
☑ কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

মার্কিন-বাংলাদেশ বাণিজ্য

১৪ পৃষ্ঠার পর

বৈশিষ্ট্য, শুধু বাংলাদেশের জন্য আলাদা নয়। তবে সংখ্যার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শর্তগুলোর মান। কোনগুলো গ্রহণযোগ্য, কোনগুলো বাড়াবাড়ি, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার ভালোভাবে।

বাড়াবাড়ি শর্তগুলো কী কী?

ক. ভূরাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সবচেয়ে বিপজ্জনক

আর্টিকেল ৪.১-এর অধীনে যুক্তরাষ্ট্র যখন নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক কারণে কোনো দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দেবে, বাংলাদেশকেও পরিপূরক নিষেধাজ্ঞা নিতে হবে। অর্থাৎ আমেরিকা চীন বা রাশিয়াকে শাস্তি দিলে বাংলাদেশকেও সেই পথে হাঁটতে হবে, এমনকি যদি তা বাংলাদেশের নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেও যায়। চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আমদানির উৎস; এই শর্ত মানলে রোহিঙ্গা সংকট থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ অবকাঠামো পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে চীনের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হতে পারে। ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের এমন চুক্তি আছে। কিন্তু একটি স্বল্প-আয়ের উন্নয়নশীল দেশের জন্য চরম অবিবেচক শর্ত। এই চুক্তি কার্যত বাংলাদেশকে চীন বা রাশিয়ার সাথে এফটিএ করতে বাধা দেয়; চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আমদানির উৎস, অবকাঠামো বিনিয়োগকারী এবং প্রযুক্তি সরবরাহকারী।

খ. জিএমও শর্ত কৃষি সার্বভৌমত্বের হুমকি

আর্টিকেল ১.৬-এ বলা হয়েছে ২৪ মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রে অনুমোদিত যেকোনো কৃষি বায়োটেকনোলজি পণ্য অর্থাৎ জিএমও নিজস্ব পূর্ব-বাজার পর্যালোচনা, লেবেলিং বা অনুমোদন ছাড়াই আমদানি ও বাজারজাতকরণের অনুমতি দিতে হবে। বাংলাদেশের ৮৩% গ্রামীণ পরিবার পশুপালনের সাথে যুক্ত, মার্কিন পশুখাদ্য শিল্পকে গত কয়েক দশকে ইউএসডিএ সরাসরি ৭২ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দিয়েছে, ফলে এই অসম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আবার এটাও কথা, অনুমোদন দেওয়া মানেই আমদানি নয়। এসব পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা, স্বাদ ও ক্রয়ক্ষমতা ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ। তথাপি, বাজার খুলে দিলে স্থানীয় চাষী ও খামারিরা বিপদে পড়তে পারে।

গ. বোয়িং ক্রয় বাধ্যবাধকতা

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে (বলা হচ্ছে পরামর্শ না করেই) ২৫টি বোয়িং বিমান কেনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার চূড়ান্ত চুক্তি সই করেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, যা ২০৩১-৩৫ সালের মধ্যে সরবরাহ করা হবে। এতে এয়ারবাস থেকে কেনার চাপও বাড়বে, কেননা ইইউ-ও বাংলাদেশের রপ্তানি গন্তব্য। এটাও ঠিক বিমানের উড়োজাহাজ দরকার, জাহাজ না কিনলে এটি লোকসানেই থাকবে। আবার কারিগরি দক্ষতা, জনবল ও খরচের দিক থেকে দুটা ফ্লিট, বোয়িং ও এয়ারবাস প্যারালালি চালানো বিমানের জন্য লাক্সারি।

ঘ. আরসিইপি-সংযুক্তির পথ বন্ধ

চুক্তিটি বাংলাদেশকে চীন বা রাশিয়ার সাথে নতুন ডিজিটাল বা বাণিজ্য চুক্তি করতে বাধা দেয় এবং আরসিইপি-এ যোগদানও জটিল করে তুলতে পারে, কারণ চীন আরসিইপি-এর সদস্য।

ঙ. ডব্লিউটিও-তে ভোটের অধিকার বিক্রি

বাংলাদেশকে ডিজিটাল পণ্যের ওপর কাস্টমস ডিউটিতে স্থায়ী মোরেটোরিয়াম সমর্থন করতে হবে ডব্লিউটিও-তে। এটি একটি বিতর্কিত বিষয় যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলো ভবিষ্যতের ডিজিটাল অর্থনীতিতে রাজস্বের উৎস হারানোর ভয়ে বিরোধিতা করে। একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে বহুপাক্ষিক ভোটের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সার্বভৌমত্বের সীমা অতিক্রম করে বলে যৌক্তিক প্রশ্ন উঠেছে।

কোন শর্তগুলো গ্রহণযোগ্য?

সব শর্তই ক্ষতিকর নয়, কিছু বাংলাদেশের নিজের সংস্কার এজেন্ডার সাথে মিলে যায়।

১। শ্রম আইন সংস্কার (ইউনিয়ন নিবন্ধন সহজ করা, ইপিজেড-এ শ্রম আইন প্রযোজ্য করা) বাংলাদেশের নিজেরই দরকার ছিল। রপ্তানি বাজার সুরক্ষায় শিল্পে শিশুশ্রম, চুক্তিবদ্ধ বাধ্যতামূলক বা জোরপূর্বক শ্রম ইত্যাদিতে কমপ্লায়েন্স আনা জরুরি ছিল।

২। ডিজিটাল ট্রেড সংক্রান্ত কিছু শর্ত যেমন সম্প্রচারে এনক্রিপশন কি হস্তান্তর বাধ্যবাধকতা বাতিল ঠিক আছে বলা যায়। এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার দিক থেকেও ইতিবাচক।

৩। পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ বিধিমালাও আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪। চুক্তিটির নিজের এক্সিট ক্লজ এবং রি-নেগোসিয়েশন ক্লজ দুটাই আছে। এ ধরনের চুক্তিকে গড়পড়তাভাবে দেখা যায় না। কারণ রিনেগোসিয়েশন উইন্ডোগুলো খোলা আছে। এটা তাই চিরস্থায়ী আত্মসমর্পণও নয়।

পুনরায় আলোচনায় কী দাবি করা যায়? তুলনামূলক দৃষ্টান্ত কী বলে!

মালয়েশিয়া যা করেছে: ১৫ মার্চ ২০২৬-এ মালয়েশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী সরাসরি ঘোষণা করেন যে মার্কিন-মালয়েশিয়া এআরটি চুক্তি এখনও নাল অ্যান্ড ভয়েড। যদিও পরে এই অবস্থান কিছুটা নরম হয়েছে, কিন্তু তারা প্রমাণ করেছে রিনেগোসিয়েশনের জন্য চাপ দেওয়া সম্ভব।

ইন্দোনেশিয়া যা দেয়নি: ইন্দোনেশিয়া ৯৯% মার্কিন পণ্যে শুল্ক তুলে দিয়েছে এবং ৩৩ বিলিয়ন ডলারের ক্রয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর বিপরীতে ইন্দোনেশিয়া ফ্রিপোর্ট-ম্যাকমোরানের মাধ্যমে গ্রাসবার্গ খনির লাইসেন্স রক্ষা করেছে যেখান থেকে বার্ষিক ১০ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আসবে। অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া বড় ছাড় দিয়েও কৌশলগত খনিজ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে।

বাংলাদেশও এই কৌশল নিতে পারে। ইন্দোনেশিয়া হালাল সার্টিফিকেশনে আংশিক নমনীয়তা দেখিয়েছে। বাংলাদেশও জিএমও লেবেলিং ও প্রি-মার্কেট রিভিউতে নিজস্ব মান বজায় রেখে একটি পৃথক প্রোটোকল আলোচনা করতে পারে। সমস্যা হচ্ছে বাংলাদেশের নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ডগুলো ঠিকঠাক নাই। চীন ও রাশিয়া থেকে জ্বালানি, শিল্পের কাঁচামাল ও সার আমদানিকে সকল মার্কিন শর্তের বাইরে রাখতে পুনরায় আলোচনা শুরু করতে পারে।

ভিয়েনা কনভেনশনের আইনি ভিত্তি

ভিয়েনা কনভেনশনের আর্টিকেল ৬২-এ বলা আছে যখন কোনো চুক্তির মূল ভিত্তিগত পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে এবং সেটি প্রত্যাশিত ছিল না, তখন একটি দেশ চুক্তি থেকে বের হওয়ার বা পুনরায় আলোচনার দাবি রাখে। আইইইপিএ ট্যারিফ বাতিলের পর এই আইনি ভিত্তি বাংলাদেশের হাতে রয়েছে।

কৃষি ও মৎস্য

জিএমও শর্তে একটি পাল্টা প্রস্তাব হতে পারে সাইন্স বেজড ফ্রেমওয়ার্ক মেনে নিয়েও নিজস্ব ইন্ডিপেনডেন্ট সেফটি রিভিউ-এর অধিকার এবং জিএমও লেবেলিং-এর অধিকার ধরে রাখা।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বছরের পর বছর ধরে এই অবস্থান ধরে রেখেছে। ডব্লিউটিও মৎস্য ভর্তুকি চুক্তি থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আর্টিকেল ১২ বিশেষ ছাড় ছিল, বাংলাদেশ এই ছাড় ছাড়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এটি পুনরায় দাবি করার যুক্তিযুক্ত ভিত্তি আছে।

ডিজিটাল ট্রেড

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Zakir H. Chowdhury
President
■ Now Hiring Sales Persons
■ Free Training (Free course fees for selected people)
■ Earn up to 300K Yearly
Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

গরু নিয়ে গল্প: রাজনীতি ও মানুষের

১৬ পৃষ্ঠার পর

পেরিয়েও একইভাবে সত্য থেকে গেছে।

বাংলা সাহিত্যে গরুকে ঘিরে আরেকটি ভিন্ন মাত্রার গল্প হলো হুমায়ূন আহমেদের 'খাদক'। গল্পটির মূল চরিত্র মতি মিয়া-একজন কিংবদন্তিতুল্য খাদক। তিনি বাজি ধরে এক বসায় একটি আস্ত রান্না করা গরুর মাংস খাওয়ার চ্যালেঞ্জ নেন।

এটি সরাসরি গরুর জীবন নিয়ে লেখা গল্প নয়, কিন্তু মানুষের ভোগবাদী মানসিকতা ও সীমাহীন লোভের এক নির্মম প্রতীকী উপস্থাপন। হুমায়ূন আহমেদ তার স্বভাবসুলভ সহজ অথচ গভীর ভাষায় দেখিয়েছেন, মানুষ কখনো কখনো নিজের সীমা ভুলে গিয়ে ভোগের উন্মাদনায় ডুবে যায়। গল্পটি হাস্যরসের আবরণে লেখা হলেও এর ভেতরে গভীর ট্র্যাজেডি রয়েছে।

'খাদক'-এ গরু খাদ্য ও প্রতিযোগিতার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এখানে প্রাণীটির প্রতি কোনো আবেগ নেই; বরং মানুষের অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছাই প্রধান হয়ে উঠেছে। ফলে গল্পটি আধুনিক ভোগবাদী সমাজের এক তীব্র সমালোচনাও বটে। আজকের ভোগপ্রধান সমাজে দাঁড়িয়ে গল্পটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়।

এই চারটি রচনার দিকে একসঙ্গে তাকালে দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যে গরু কখনোই একমাত্রিক প্রতীক নয়। শরৎচন্দ্রের কাছে এটি দরিদ্র মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্গী, বনফুলের কাছে সামাজিক ব্যঙ্গের উপাদান, আবুল মনসুর আহমদের কাছে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বাস্তবতার প্রতীক, আর হুমায়ূন আহমেদের কাছে মানুষের সীমাহীন ভোগের অনুষঙ্গ।

এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবন' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৯ সালে রচিত এই প্রবন্ধটি উপমহাদেশে গরুকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছিল। মীর মশাররফ হোসেন চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি বজায় থাকুক এবং গরু কোরবানি নিয়ে বিরোধ কমে আসুক।

তার এই রচনার কারণে সে সময় ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি গরুকে ঘিরে সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্মানের কথাই বলেছিলেন। আজকের সময়েও তার বক্তব্য আশ্চর্য রকম প্রাসঙ্গিক। কারণ, সমাজে বিভাজনের রাজনীতি যত বাড়ছে, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তত কমছে।

বাংলা সাহিত্যের এই রচনাগুলো আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সামনে দাঁড় করায়-গরুকে ঘিরে আলোচনা কেবল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক বিষয় নয়; এটি মানুষের সভ্যতা, সহানুভূতি, রাজনীতি ও নৈতিকতারও প্রতিফলন। সাহিত্যের লেখকেরা গরুর ভেতর দিয়ে আসলে মানুষের মুখই দেখেছেন-কখনো করুণ, কখনো নির্মম, কখনো বিভ্রান্ত, কখনো সহানুভূতিশীল।

তাই শরৎচন্দ্র, বনফুল, আবুল মনসুর আহমদ, হুমায়ূন আহমেদ ও মীর মশাররফ হোসেনকে নতুনভাবে পড়া জরুরি। তাদের লেখায় গরুর গল্প আসলে মানুষের সমাজ, রাজনীতি ও মানবিকতার গল্প। গরুকে ঘিরে অহেতুক উত্তেজনা বা বিভাজনের বদলে মানুষের জীবন, কৃষকের বাস্তবতা এবং সমাজের সহমর্মিতার দিকগুলো নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। কারণ, শেষ পর্যন্ত গরুকে কেন্দ্র করে যে রাজনীতি তৈরি হয়, তার ভারও বহন করতে হয় মানুষকেই।

চাকরি, চিকিৎসা ও আবাসন বন্ধ

৭ পৃষ্ঠার পর

(শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র) ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের আমলাতান্ত্রিক কলকাঠি নাড়ছেন।

এর মূল উদ্দেশ্য হলো অভিবাসীদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সব সুযোগ-সুবিধা পুরোপুরি শেষ করে দেওয়া।

এই উদ্যোগ প্রমাণ করে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কংগ্রেসকে এড়িয়ে নির্বাহী আদেশ এবং ফেডারেল বিধিমালার ক্ষমতা ব্যবহার করে কীভাবে অভিবাসননীতি ঢেলে সাজাচ্ছেন। এ ছাড়া বড় শহরগুলোতে সামরিক কায়দায় অভিবাসীদের ধরপাকড় (ডিপোর্টেশন রেইড) নিয়ে গত বছর রাজনৈতিক সমালোচনার পর ট্রাম্প প্রশাসন এখন কৌশলে ও নীরবে তাদের ছক বাস্তবায়ন করছে।

এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে যেমন অভিবাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত বদল রয়েছে, তেমনি ছোট ছোট নিয়মের পরিবর্তন করে রাকেলের মতো কয়েক হাজার মানুষের চাকরি বা সেবা কেড়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও রয়েছে।

কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশনের মুখপাত্র জাস্টিন লং জানান, প্রশাসন এখন আর টিপিএস-কে অনুমোদিত বসবাস (অথোরাইজড রেসিডেন্সি) হিসেবে বিবেচনা করে না। এর মানে হলো, রাকেলকে আর সরকারি পরিচয়পত্র দেওয়া যাবে না এবং তাকে নিরাপত্তাকর্মী ছাড়া বিমানবন্দরের সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের অনুমতিও দেওয়া হবে না।

প্রশাসনের এই কৌশল এবং সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার ও কারাবাসের ভয় অনেক অভিবাসীকে আড়ালে চলে যেতে বাধ্য করেছে। তারা এখন ট্যাক্স জমা দিতে, চিকিৎসকের কাছে যেতে বা এমনকি ভ্রমণ করতেও ভয় পাচ্ছেন।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের অভ্যন্তরীণ তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত স্থায়ী আইনি বৈধতাহীন ১ লাখ ১৬ হাজারের বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছেড়েছেন। এর মধ্যে অনেকেই সরকারের সেলফ-ডিপোর্টেশন (স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ) কর্মসূচির আওতায় গেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, আরও অনেকেই সরকারকে না জানিয়েই দেশ ছেড়েছেন।

সাবেক ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান-উভয় প্রশাসনেই কাজ করা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ড্যানিয়েল ডেলগাদো বলেন, এটি অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে। সরকারের সব স্তরেই এর ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এমন অনেক নিয়মকানুন তৈরি করা হয়েছে, যা সরাসরি অভিবাসী সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করছে।

এই পুরো প্রচেষ্টার তদারকি করছেন স্টিফেন মিলার। তিনি ট্রাম্পের সবচেয়ে প্রভাবশালী সহযোগীদের একজন এবং তার অভিবাসন এজেন্ডার মূল রূপকার। মিলার মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রে আসা নতুন অভিবাসীরা আমেরিকান পরিচয়, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য হুমকিস্বরূপ।

গত বছর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি বলেছিলেন, ব্যাপক হারে আসা এসব অভিবাসী ও তাদের বংশধরেরা নিজেদের বিধ্বস্ত দেশের মতো পরিস্থিতি ও সন্ত্রাস এখানেও তৈরি করে।

দুজন সাবেক প্রশাসনিক কর্মকর্তার মতে, মিলার হোয়াইট হাউসের কর্মকর্তাদের অন্যান্য ফেডারেল সংস্থার সঙ্গে মিলে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমেরিকান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে সরকারি নিয়মকানুন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়, তা নিশ্চিত করতে বলেছেন তিনি।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগেল জ্যাকসন এক বিবৃতিতে বলেন, ট্রাম্পের অভিবাসননীতি সব সময় আমেরিকান জনগণের জন্য যা সবচেয়ে ভালো, সেটাই করবে।

এই কৌশলের কারণে অনেক বৈধ অভিবাসীও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, যার মধ্যে স্থায়ী বাসিন্দা, উদ্বাস্তু, রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা রয়েছেন।

ফেডারেল কর্মকর্তারা এমন একটি নিয়মের পরিকল্পনা করছেন, যার ফলে কোনো শিশুর মা-বাবার অন্তত একজন যদি মার্কিন নাগরিক না হন, তবে আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ওই শিশুও ডে-কেয়ারের জন্য আর কোনো সরকারি ভর্তুকি পাবে না।

এ ছাড়া গ্রিন কার্ডধারীসহ সব অনাগরিকের জন্য সরকার-সমর্থিত ক্ষুদ্র ব্যবসার ঋণ পাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি অনেক অভিবাসীকে ট্রাকচালক হিসেবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া থেকেও নিষিদ্ধ করে একটি নিয়ম জারি করা হয়েছে।

প্রশাসন এ-ও জানিয়েছে যে কিছু গ্রিন কার্ড আবেদনকারীকে দেশে ফিরে গিয়ে আবেদন করতে হতে পারে, যা মানুষের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি ও ভয়ের জন্ম দিয়েছে।

অন্যান্য পরিবর্তনের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন সেসব লাখ লাখ অনিবন্ধিত অভিবাসী, যারা নিজেদের দেশ থেকে পালিয়ে এসে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী, ইমিগ্রেশন আদালতে তাদের মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত (যাতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে) আশ্রয়প্রার্থীরা কাজ করার অনুমতি পান।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুর্টিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো **Inspection** নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ছয় ঘণ্টায় ৫০-এর বেশি পোস্ট,

৭ পৃষ্ঠার পর

যার মধ্যে ছিল দেশপ্রেমমূলক কাল্পনিক শিল্পকর্ম, আত্মতুষ্টিমূলক গ্রাফিক্স, অপরাধ সংক্রান্ত মিম, সামরিক চিত্রকল্প, সেলিব্রিটিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর আক্রমণ।

অদ্ভুত কিছু পোস্টের মধ্যে ছিল ট্রাম্পের ঘোড়ায় চড়ে জর্জ ওয়াশিংটনের পাশে ধুলোমাখা পথ দিয়ে যাওয়ার ছবি, যার পাশে আবার ছিল একটি ন্যাসকার রেস। অন্য একটি ছবিতে গ্রিনল্যান্ডের ওপর ট্রাম্পকে বিশাল অবয়বে দেখা যায়, যেখানে নিচে লেখা ছিল‘হ্যালো, গ্রিনল্যান্ড’।

ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন যে গ্রিনল্যান্ড মার্কিন ভূখণ্ড হওয়া জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যাবশ্যক, যদিও গ্রিনল্যান্ড এবং ডেনমার্কের নেতারা দৃঢ়ভাবে এই ভূখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের অধিগ্রহণের যেকোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বিশেষ একটি অদ্ভুত ছবিতে ট্রাম্পকে একজন সামরিক কমান্ডারের পোশাকে দেখা যায় এবং তার পেছনে আকাশে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হচ্ছে, যার ক্যাপশন ছিল‘ইউ আর গেটিং ডিসকমববলেটড’। এই পোস্টটি সম্ভবত ট্রাম্পের সেই দাবির প্রতি ইঙ্গিত করে যেখানে তিনি বলেছিলেন যে‘ডিসকমববলেটড’ নামের একটি গোপন মার্কিন অস্ত্র ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোকে আটক করতে সাহায্য করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও ছিলেন নিয়মিত লক্ষ্যবস্তু। ট্রাম্প ওবামাকে আক্রমণ করে একাধিক মিম শেয়ার করেন, যার মধ্যে একটিতে ওবামা প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরিকে একটি বিশাল ডাস্টবিন হিসেবে দেখানো হয়েছে। অন্য একটিতে লিঙ্কন মেমোরিয়াল রিফ্লেক্টিং পুলের সমস্যার জন্য ওবামা এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দায়ী করা হয়েছে।

একটি পোস্টে ট্রাম্প চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের একাধিক ছবি শেয়ার করেন। এর মধ্যে একটি ছবিতে তাদের দুজনকে হ্যান্ডশেক করতে দেখা যায়, যার ক্যাপশনে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত বলরুম নির্মাণে ডেমোক্র্যাটদের বিরোধিতার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছে। ট্রাম্প বেইজিংয়ের বিশাল‘গ্রেট হল অফ দ্য পিপল’-কে একটি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন এবং বিশ্বাস করেন হোয়াইট হাউসেও এমন একটি বিশাল ভেন্যু থাকা উচিত।

হোয়াইট হাউসের ইস্ট উইং-এ ৪০০ মিলিয়ন ডলারের প্রকল্পের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ চলছে, যাকে ট্রাম্প‘যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি উপহার’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প এখন এও দাবি করছেন যে এই বলরুমের নিচে একটি বিশাল গোপন বাঙ্কার কমপ্লেক্স থাকবে, যেখানে সামরিক হাসপাতাল, মিটিং রুম এবং অতি গোপনীয় গবেষণা সুবিধা থাকবে।

শনিবার শেয়ার করা আরেকটি ছবিতে তার সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে হোয়াইট হাউসের ছাদের ওপর একটি ভবিষ্যৎমুখী‘ড্রোনপোর্ট’ এবং ওপর দিয়ে প্লেন উড়তে দেখা যাচ্ছে।

সব মিলিয়ে এই পোস্টগুলো ট্রাম্পের মনোযোগ শনিবারে কোন বিষয়গুলোতে ছিল তার একটি চিত্র তুলে ধরে: গ্রিনল্যান্ড, রোজি‘ডোনেল, সামরিক শক্তি, ড্রোন এবং তিনি নিজে।

ইরান যুদ্ধের অবসান ঘটানো কেন

৬ পৃষ্ঠার পর

এগুলো পুনরায় বড় ধরণের যুদ্ধ শুরু করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেনি। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথও তখন সাংবাদিকদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, যুদ্ধবিরতি শেষ হয়ে যায়নি। তিনি বরং ইরানকে‘বিচক্ষণ’ হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, তেহরান যেন এমন কিছু না করে যা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের সীমা অতিক্রম করে।

কয়েক দিন পর যখন যুক্তরাষ্ট্র কিছু ইরানি সামরিক স্থাপনায় হামলা চালায়, তখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিষয়টিকে খাটো করে দেখেন। তিনি এবিসি নিউজকে বলেছিলেন‘যুদ্ধবিরতি চলছে। এটি কার্যকর আছে’ তিনি মার্কিন হামলাকে তখন‘সামান্য টোকা’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

বর্তমানেও ট্রাম্প প্রশাসন যখন জনগণকে আশ্বস্ত করছে যে যুদ্ধবিরতি অটুট আছে, তখন ইরান দাবি করছে যে এটি বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং তারা‘পাল্টা’ হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সবথেকে বড় বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে হরমুজ প্রণালি।

গত ৭ এপ্রিল যখন ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট শর্ত দিয়েছিলেন যে এটি কেবল তখনই কার্যকর থাকবে যদি ইরান এই জলপথ পুনরায় খুলে দেয়। কিন্তু ইরান এখনো হরমুজ প্রণালি বন্ধ রেখেছে, যা যুদ্ধবিরতির সবথেকে বড় লঙ্ঘন বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ৭ এপ্রিল ডোনাল্ড ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেন‘ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান যদি হরমুজ প্রণালি সম্পূর্ণ, অবিলম্বে এবং নিরাপদে খুলে দিতে সম্মত হয়, তবেই আমি দুই সপ্তাহের জন্য ইরানে বোমাবর্ষণ এবং হামলা স্থগিত রাখতে রাজি আছি’।

তবে ট্রাম্পের সেই‘সম্পূর্ণ ও অবিলম্বে’ প্রণালি খুলে দেওয়ার শর্তটি বাস্তবে কখনোই পূরণ হয়নি। পরবর্তী দিনগুলোতে মার্কিন প্রশাসন বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে এবং দাবি করেছে যে প্রণালিটি পুনরায় সচল করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যুদ্ধবিরতির আজ সাত সপ্তাহ পার হতে চলল, অথচ হরমুজ প্রণালি এখনো আগের মতোই অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

বিশ্লেষকদের মতে, যুদ্ধবিরতি কোনোমতে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা এবং ইরানের ক্রমাগত উসকানিগুলোকে খাটো করে দেখার মাধ্যমে ট্রাম্প প্রশাসন আসলে একটি বিষয়ই পরিষ্কার করছে-তারা আবারও পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে জড়াতে প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছেন এবং যেভাবেই হোক একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

এই পরিস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় ট্রাম্পের সাম্প্রতিক আচরণে। তিনি তেহরানকে চুক্তি করার জন্য নিজের দেওয়া ডেডলাইন বারবার উপেক্ষা করেছেন। ঘনঘন বড় ধরণের হামলার হুমকি দিলেও বাস্তবে তিনি নতুন করে কোনো বড় সংঘাত শুরু করতে রাজি হননি।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই অবস্থান দরকষাকষির টেবিলে তার শক্তি কমিয়ে দিচ্ছে। ইরান এখন সম্ভবত এই ঝুঁকি নিচ্ছে, তেহরানের তুলনায় ট্রাম্পই আসলে এই যুদ্ধের ইতি টানার জন্য বেশি তাড়াহুড়ো করছেন। সাম্প্রতিক হামলাগুলোর বিষয়ে দুই দেশের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া মূলত এই ধারণাটিকেই আরও জোরালো করে তুলছে।

‘তারা এতে রাজি হয়েছে’: ইরান

৭ পৃষ্ঠার পর

জুড়ে দিয়ে-তেহরানের কাছে একটি সংশোধিত প্রস্তাব পাঠিয়েছেন-এমন খবর প্রকাশের পরই তার এই মন্তব্য সামনে এলো।

প্রস্তাবে আনা এসব পরিবর্তন পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাতের আনুষ্ঠানিক অবসান এবং কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি পুনরায় উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলতে পারে।

সংশোধিত প্রস্তাবের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা না হলেও, ইরান যাতে কোনোভাবেই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে এবং হরমুজ প্রণালী দিয়ে নৌযানের স্বাভাবিক চলাচল যেন দ্রুত পুনরুদ্ধার করা যায়-সেই সব বিষয়কে নিজের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বারবার উল্লেখ করেছেন ট্রাম্প।

ট্রাম্পের আশাবাদ, ইরানের সতর্কতা

গতকাল শনিবার রাতে ফক্স নিউজ-এ নিজের পুত্রবধূ লরা ট্রাম্পের একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ট্রাম্প জানান, ইরান যে পারমাণবিক অস্ত্রের পেছনে ছুটবে না, সেই আশ্বাস তিনি পেয়েছেন।

তিনি বলেন, “আমার একমাত্র যে নিশ্চয়তা প্রয়োজন তা হলো-সেখানে কোনো পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে না। তারা এতে সম্মত হয়েছে এবং বিষয়টি খুবই চমৎকার ছিল।”

তবে বার্তাসংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলমান আলোচনা নিয়ে ট্রাম্পের বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইরানের কর্মকর্তারা। এর মাধ্যমে এটিই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বড় ধরনের দ্বিমতগুলো এখনো সমাধান করা বাকি।

তেহরানের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যেকোনো বিস্তৃত চুক্তিতে পৌঁছানোর আগে আলোচনা ফলপ্রসূ করতে হলে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আটকে থাকা ইরানের প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি (১২ বিলিয়ন) ডলারের অবরুদ্ধ সম্পদ ছাড় করতে হবে।

ভবিষ্যতের কোনো চুক্তির আওতায় দেশটির সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ সম্পূর্ণ ধ্বংস বা বাতিল করার যে প্রস্তাব এসেছে, তা-ও প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান।

আলোচনার আরেকটি বড় বিরোধপূর্ণ জায়গা হলো আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট। লেবাননে ইসরায়েল এবং ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর মধ্যে লড়াই চলতে থাকায়, তেহরান জোর দিয়ে বলছে যে যেকোনো চূড়ান্ত মীমাংসায় লেবাননকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নিরাপত্তা উদ্বেগ

কূটনৈতিক তৎপরতা চললেও এই অঞ্চলে উত্তেজনা এখনও চরমে। আলোচনার গতি নিয়ে ট্রাম্প কিছুটা সংযত সুর বজায় রাখলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, কূটনীতি ব্যর্থ হলে বিকল্প পথ সবসময়ই খোলা আছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের মন্তব্যের সুরই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে ট্রাম্পের কথায়। সিঙ্গাপুরে এক প্রতিরক্ষা ফোরামে অংশ নিয়ে হেগসেথ বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে সামরিক অভিযান পুনরায় শুরু করার সামর্থ্য ওয়াশিংটনের আছে।

গত এপ্রিলে হওয়া একটি অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির ফলে সংঘাত অনেকটাই কমে আসলেও বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। সম্প্রতি ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দেশটির রেভল্যুশনারি গার্ড বাহিনী ইরানি জলসীমার কাছে একটি মার্কিন সামরিক ড্রোন ভূপাতিত করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এখনও এই দাবির সত্যতা নিশ্চিত করেনি।

আলোচনার কেন্দ্রে হরমুজ প্রণালী

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান এই আলোচনার অন্যতম মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো- বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহন রুট হরমুজ প্রণালী দিয়ে স্বাভাবিক নৌ চলাচল পুনরুদ্ধার করা। এই নৌপথে অচলাবস্থা বা বিঘ্ন সৃষ্টির ফলে বিশ্বব্যাপী তেলের সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে। এতে করে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে গভীর উদ্বেগও তৈরি হয়েছে।

তবে চূড়ান্ত চুক্তিতে আসলে কী কী শর্ত থাকবে, তা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে গভীর মতভেদ রয়ে গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের আইনপ্রণেতারা এই কৌশলগত জলপথের ওপর দেশটির কর্তৃত্ব এবং নজরদারি আরও জোরদার করার উদ্দেশ্যে একটি নতুন আইন প্রণয়নের কথা বিবেচনা করছেন।

দুই পক্ষই আলোচনা চালিয়ে গেলেও আগামী সপ্তাহগুলোর মধ্যে কোনো চূড়ান্ত বা স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে বিদ্যমান গভীর অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি।

ফুটবল বিশ্বকাপ ঘিরে মার্কিন

৬ পৃষ্ঠার পর

কারণ হলো-বিশ্বের অনেক দেশের মানুষের মধ্যেই আমেরিকানদের মতো রেস্তোরাঁয় টিপস বা বকশিশ দেওয়ার কোনো অভ্যাস নেই।

ভালো হোক বা খারাপ, মার্কিন রেস্তোরাঁর কর্মীদের আয়ের এক বিশাল অংশ নির্ভর করে এই টিপসের ওপর। আমেরিকায় বেশির ভাগ সার্ভার বা খাবার পরিবেশনকারী এবং বারটেন্ডারদের মূলত ন্যূনতম মজুরির চেয়ে অনেক কম বেতন দেওয়া হয়, এবং তারা এই ঘাটতি মেটাতে ক্রেতাদের দেওয়া টিপসের ওপরই প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন।

বিশ্বকাপের সময় লাখ লাখ আন্তর্জাতিক দর্শকের সমাগম হবে যুক্তরাষ্ট্রে। এ বিষয়টি মাথায় রেখে বেশ কয়েকটি আয়োজক শহরের রেস্তোরাঁগুলো কর্মীদের পাওনা নিশ্চিত করার জন্য মূল বিলের সঙ্গেই টিপস বা বকশিশ যোগ করার পরিকল্পনা করছে।

বিশ্বকাপ দেখার জন্য ভক্তদের আগে থেকেই আকাশছোঁয়া দামের টিকিট, ফ্লাইট, হোটেল ভাড়া ও যাতায়াত খরচের চাপে দিশেহারা হওয়ার দশা হয়েছে; এর মধ্যে নতুন এই সিদ্ধান্ত তাদের ওপর বাড়তি চাপ হয়ে আসবে। উদাহরণস্বরূপ, আটলান্টার একটি রেস্তোরাঁ‘হিজ ব্রাঞ্চ বার্ড’ তাদের খাবারের বিলের সাথে আগে থেকে কেটে রাখা ১৮ শতাংশ টিপস বাড়িয়ে এবার ২০ শতাংশ করার কথা ভাবছে।

কানসাস সিটির অনেক রেস্তোরাঁর মালিকও কর্মীদের আয়ের সুরক্ষার জন্য এই বাধ্যতামূলক টিপসের নিয়ম চালুর দাবি করছেন।ছবি: এএফপি

রেস্তোরাঁর মালিক তেনেশিয়া মারে বাটলার স্থানীয় একটি টিভি চ্যানেল‘ফক্স ফাইভ আটলান্টা’কে বলেন, “এখানে কোনো নির্দিষ্ট দেশের সংস্কৃতির বিষয় নয় বা এটাকে খারাপ কিছু বলারও নেই। অন্যান্য দেশে এই চলটি নেই বলে তারা টিপস দিতে অভ্যস্ত নয়। সে কারণে অনেকেই হয়তো এই ব্যাপারটি পছন্দ করবেন না।”চ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য আয়োজক শহরের রেস্তোরাঁগুলোও একই ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে। বোস্টনে বেশ কিছু ব্যবসায়ী প্রস্তাব দিয়েছেন যে ক্রেতাদের চূড়ান্ত বিলের সঙ্গে যেন ২০ শতাংশ বাধ্যতামূলক বকশিশ যোগ করা হয়। ম্যাসাচুসেটস রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশনের বোর্ড মেম্বার এবং‘ড্যাভিওস’ নামক এক ইতালীয় রেস্তোরাঁর মালিক স্টিভ ডিফিলিপ্পো‘এনবিসি টেন বোস্টন’-কে জানান যে, রেস্তোরাঁগুলো তাদের মেনু কার্ডে এই নীতির বিষয়ে বিস্তারিত লিখে দর্শকদের আগেভাগেই জানিয়ে দেবে।

ইমিগ্রান্ট ভিসা প্রক্রিয়া তরান্বিত করার ঘোষণা ঢাকায়

৬২ পৃষ্ঠার পর

ভিসা ক্যাটাগরির আবেদন মাত্র দুই কর্মদিবসের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ বা সম্পন্ন করার নতুন এই নিয়ম চালুর কথা জানিয়েছে তারা। রোববার (৩১ মে) দূতাবাস জানায়, আগামী ১ জুন থেকে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস সব ধরনের অভিবাসী ভিসা ক্যাটাগরির আবেদন দুই কর্মদিবসের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ করবে।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো অভিবাসী ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর, সুশৃঙ্খল এবং আবেদনকারী-বান্ধব করা, যাতে নির্ধারিত ধাপগুলো দ্রুত সম্পন্ন করা যায় এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতা উন্নত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস আবেদনকারীদেরকে তাদের নির্ধারিত সাক্ষাৎকার, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং ভিসা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দূতাবাসের অফিসিয়াল অভিবাসী ভিসা বিভাগ পরিদর্শনের পরামর্শ দিয়েছে। এই পরিবর্তন পরিবারভিত্তিক, কর্মসংস্থানভিত্তিক এবং অন্যান্য অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পরিচয় ডেস্ক: ১ জুন থেকে ইমিগ্রান্ট ভিসা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। সব ধরনের ইমিগ্রান্ট ভিসা ক্যাটাগরির আবেদন মাত্র দুই কর্মদিবসের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ বা সম্পন্ন করার নতুন এই নিয়ম চালুর কথা জানিয়েছে তারা।

রোববার (৩১ মে) দূতাবাস জানায়, আগামী ১ জুন থেকে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস সব ধরনের অভিবাসী ভিসা ক্যাটাগরির আবেদন দুই কর্মদিবসের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ করবে।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো অভিবাসী ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর, সুশৃঙ্খল এবং আবেদনকারী-বান্ধব করা, যাতে নির্ধারিত ধাপগুলো দ্রুত সম্পন্ন করা যায় এবং সামগ্রিক অভিজ্ঞতা উন্নত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস আবেদনকারীদেরকে তাদের নির্ধারিত সাক্ষাৎকার, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং ভিসা সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দূতাবাসের অফিসিয়াল অভিবাসী ভিসা বিভাগ পরিদর্শনের পরামর্শ দিয়েছে। এই পরিবর্তন পরিবারভিত্তিক, কর্মসংস্থানভিত্তিক এবং অন্যান্য অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের জন্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সেনাবাহিনী সবসময় রাষ্ট্রের আস্থার

৯ পৃষ্ঠার পর

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর মুশফিকুর রহমান, ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ আশিকুর রহমান এবং ২৫ ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত সেনা সদস্যদের উদ্দেশে এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে জানান, বহু বছর পর নিজের পুরনো ও স্মৃতিবিজড়িত সেনানিবাস এলাকায় এসে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও আবেগতাড়িত। তিনি উল্লেখ করেন, সেনানিবাসের এই পরিবেশ, শৃঙ্খলা, সহযোদ্ধাসুলভ বন্ধন এবং সেনাসদস্যদের আন্তরিকতা তার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উন্নত পেশাদার মান, দায়িত্ববোধ এবং দুর্যোগ মোকাবেলাসহ দেশের যেকোনো প্রয়োজনে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর ঐতিহ্য তাকে গভীরভাবে গর্বিত করে বলেও জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সবসময় রাষ্ট্রের আস্থার প্রতীক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। জাতীয় সংকট এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সেনাবাহিনীর অবদান জাতির কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য ভবিষ্যতেও একই নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও দেশপ্রেম নিয়ে জাতির সেবায় নিয়োজিত থাকবে। প্রীতিভোজ শেষে প্রধানমন্ত্রী ইউনিটের সৈনিক লাইন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে ইউনিট প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন এবং পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। পরে তিনি অফিসার, জেসিও ও অন্যান্য পদবির সৈনিকদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন। কর্মসূচির শেষাংশে প্রধানমন্ত্রী সেনাসদস্যদের সঙ্গে জোহরের নামাজ আদায় করেন।

উৎসব, আবেগ আর

৬১ পৃষ্ঠার পর

াসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর রচনারঅংশবিশেষ এবং শহিদুল আলম সাচ্চু ইতিহাসবিদ তপনরায়চৌধুরীর ওবাঙালনামা থেকে পাঠ করেন। এছাড়াশামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মরণে সংগীত পরিবেশন করেনপাপি মনা ও তাঁর দল। নৃত্যানুষ্ঠান: চন্দ্রা ব্যানার্জিরপরিকল্পনা ও নির্দেশনায় 'নৃত্যাঞ্জলি'র শিল্পীরা "আলোকেরএই ঝরনা ধারায়", "হৃদয় আমার নাচেরে" এবং "বাগিচায়বুলবুলি তুই" গানের সঙ্গে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশনকরেন। বইমেলায় আহ্বান: অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে মহিতোষতালুকদার তাপস "নতুন বইয়ের ঘ্রাণ নিতে বইমেলায় যাবগো" স্লোগানে দর্শকদের সঙ্গে নিয়ে পুরো বইমেলা প্রাঙ্গণপ্রদক্ষিণ করেন, যা মেলায় এক প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখরপরিবেশ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি তিনি সমবেত কণ্ঠে"আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে" গানটির পরিবেশনায় নেতৃত্বদেন, যা পুরো আয়োজনকে আরও আবেগঘন ওউদ্দীপনাময় করে তোলে।

মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও মঙ্গল প্রদীপ

প্রাক-উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ওসাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন ফিতা কেটে ৩৫তম নিউ ইয়র্কআন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণাকরেন। ৩৫ বছরের মাইলফলক: মেলার ৩৫ বছর পূর্তিকেস্মরণীয় করে রাখতে বইমেলা প্রাঙ্গণের মূল প্রবেশপথে বাংলাও ইংরেজি- দুই ভাষায় তুলে ধরা হয় নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিকবাংলা বইমেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সেখানে ১৯৯২ সালথেকে ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বছরের উদ্বোধকদের নাম, ছবি ওপরিচিতি নান্দনিক বিন্যাসে প্রদর্শন করা হয়। বর্ণিল এইপ্রদর্শনী শুধু দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণই করেনি, বরং তিনদশকেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ওসংস্কৃতির ধারাবাহিক অভিযাত্রার এক ঐতিহাসিক দলিলহিসেবেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন: প্রাক-উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং উদ্বোধকের ঘোষণার পর মিলনায়তনে দেশ-বিদেশেরখ্যাতনামা লেখক, বুদ্ধিজীবী, গবেষক, প্রকাশক ও গুণীজনসহমোট ৩৫ জন সম্মাননীয় অতিথি একসঙ্গে মেলার 'মঙ্গলপ্রদীপ' প্রজ্বলন করেন। এরপর আমন্ত্রিত অতিথি ওদর্শকবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়সংগীত পরিবেশন করেন। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনে উপস্থিতছিলেন কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, অর্থনীতিবিদঅধ্যাপক রেহমান সোবহান, সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক রওনকজাহান, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ফরিদুর রেজা সাগর, ড. দীপেনভট্টাচার্য, সিনিয়র সাংবাদিক তৌফিক ইমরোজ খালিদী, কবিসুবোধ সরকার, ফারুক মঈনউদ্দীন, জনপ্রিয় লেখক সাদাতহোসাইন, প্রকাশক মনিরুল হক, অধ্যাপক মোস্তফা সারওয়ার, জাফর আহমদ রাশেদ, গৌতম দত্ত, শামস আল মমীন, ফারুক আহমেদ, রোকেয়া হায়দার, ফেরদৌস সাজেদীন, খোরশেদুল ইসলাম, আশরাফ কায়সার, গোলাম ফারুকভূঁইয়া, রাজু আলাউদ্দিন, সৈয়দ জাকি হোসেন, বিরূপাক্ষপাল, নজরুল মিন্টু, আশরাফ আহমেদ, মহিতোষ তালুকদারতাপস, মেজবাহ উদ্দিন আহমদ, হুমায়ুন কবীর ঢালী, জহিরুল আবেদীন জুয়েল, জসিম উদ্দিন, সজল আহমেদ, রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল, দীপংকর তালুকদার, রতন চন্দ্রপাল এবং নাহিদা আশরাফী প্রমুখ।

উদ্বোধনী আলোচনা ও আজীবন সম্মাননা

প্রধান অতিথির বক্তব্য: প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও চিন্তাবিদঅধ্যাপক রেহমান সোবহান প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন,"গত ৩৫ বছরে বাংলাদেশিরা আমেরিকায় একটি দৃশ্যমানজাতিগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে; আগামী ৩৫ বছরেবাংলাদেশিরা এদেশের সমাজ-সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশহয়ে উঠবে।" তিনি ১৯৭১ সালের স্মৃতিচারণ করে আজকেরপ্রজন্মের কাছে সঠিক ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে জাতীয়ইতিহাসের বহু বিতর্কিত বিষয়ে ঐকমত্যের প্রয়াস চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

মুক্তধারা সুকৃতজ্ঞ সম্মাননা: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিন্তা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যেঅসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক রেহমানসোবহানকে 'মুক্তধারা সুকৃতজ্ঞ সম্মাননা' ও আজীবনসম্মাননা প্রদান করা হয়। বিশেষ সংলাপ: বিশিষ্টসমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক রওনক জাহান বর্তমান বাংলাদেশেনতুন প্রজন্মের একটি অংশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলেরপ্রতি সমর্থন জানানোর প্রবণতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশকরেন। রেহমান সোবহান ও রওনক জাহানের এই বিশেষসংলাপ পর্বটি সঞ্চালনা করেন বইমেলার আহ্বানকারী ড.নজরুল ইসলাম।

বিশ্বজিত সাহাকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও বিশেষসম্মাননা

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও বিশ্বজিত সাহা-এরঐতিহাসিক অবদানকে সম্মান জানিয়ে প্রথম দিনেই একটিদীর্ঘ ও আবেগঘন প্রামাণ্যচিত্র (উড়পঁসবহঃধৎু) প্রদর্শনকরা হয়। এতে দেখানো হয়, কীভাবে ১৯৯২ সালে সম্পূর্ণব্যক্তিগত উদ্যোগে, অত্যন্ত সীমিত পরিসরে তিনি নিউ ইয়র্কেএই বইমেলার বীজ বপন করেছিলেন। তাঁর এই দীর্ঘ ওনিরলস পথচলাকে সম্মান জানিয়ে অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশেষসম্মাননা প্রদান করা হয় এবং উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়েকরতালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানান।

স্বরচিত কবিতা পাঠ ও সংগীত

কবিতা পাঠ: মো. নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় আমন্ত্রিতকবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরে কবিতা পাঠ করেন ববহোলম্যান, মোস্তফা সারওয়ার, সুবোধ সরকার, গৌতম দত্ত, শামস আল মমীন, কৌশিক সেন, জাফর আহমদ রাশেদ, দর্পণ কবীর, রুদ্র শংকর ও ফারুক আহমেদ। একলা গানেরদেশে: প্রথম দিনের শেষলগ্নে শাহ মাহবুবের পরিবেশনায়একক সংগীতানুষ্ঠান 'একলা গানের দেশে' অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় দিন (২৩ মে, শনিবার): সাহিত্য আড্ডা, সেমিনার, বিতর্ক ও রবীন্দ্র-সন্ধ্যা

সারাদিনের ঝড়-বৃষ্টি ও বৈরী আবহাওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় দিনেমেলা প্রাঙ্গণ ছিল সাহিত্যপ্রেমীদের পদচারণায় মুখরিত।

গদ্যের অন্দরমহল ও লেখক-পাঠক আড্ডা

দুপুরে উন্মুক্ত লালন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় লেখক, পাঠক ওপ্রকাশকদের প্রাণবন্ত আড্ডা 'গদ্যের অন্দরমহল'। ফারুকফয়সলের পরিচালনায় এতে অংশ নেন ইমদাদুল হক মিলন, ড. দীপেন ভট্টাচার্য, সাদাত হোসাইন, ফেরদৌস সাজেদীন, মোস্তফা সারওয়ার, বিরূপাক্ষ পাল, আশরাফ কায়সার ও রাজুআলাউদ্দিন। এ সময় জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সাদাতহোসাইনের অটোগ্রাফ ও ছবি তোলার জন্য বৃষ্টির মধ্যেওপাঠকদের দীর্ঘ লাইন ছিল চোখে পড়ার মতো।

কাব্যের কোলাহল (স্বরচিত কবিতা পাঠ)

মূল মঞ্চে (মহাশ্বেতা দেবী মঞ্চ) দিমা নেফারতিতিরসঞ্চালনায় এবং এবিএম সালেহ উদ্দীনের ব্যবস্থাপনায় একবিশাল কবিতা পাঠের আসর বসে। এতে স্বরচিত কবিতাপাঠ করেন মোস্তফা সারওয়ার, রানু ফেরদৌস, ফিরোজহুমায়ুন, জুলি রহমান, জান্নাতুল ফেরদৌস, হুমায়ূন কবীরঢালী, মনিজা রহমান, সুরীত বড়ুয়া, ছন্দা বিনতে সুলতান, স্বপন বিশ্বাস, তাহমিনা খান, মোহাম্মদ মহিবুর রহমান, বিমল সরকার, শামছুন ফৌজিয়া, হুমায়ুন কবির, মাকসুদাআহমেদ, কুলসুম আক্তার সুমী, মো. শারফুল আলম, আরিআহমেদ অর্ণব, সোমা রোজারিও, এসরাত জাহান বর্ণা এবংএবিএম সালেহ উদ্দীন।

গুণীজন শ্রদ্ধাঞ্জলি, সেমিনার ও নতুন বইয়ের আলোচনা

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি: শামসুদ্দীন আবুল কালাম, মহাশ্বেতাদেবী ও তপন রায়চৌধুরীকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেনআবদুন নূর, সুবোধ সরকার ও নসরত শাহ আজাদ।সঞ্চালনা করেন অভীক সানোয়ার।

একাত্তরের গণহত্যা ওমুক্তিযুদ্ধ সেমিনার: 'একাত্তরের গণহত্যা, ইতিহাসেরদালিলিক সংরক্ষণ এবং মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান' শীর্ষকসেমিনারে আলোচনা করেন জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ইমদাদুলহক মিলন ও রাজিয়া নাজমী। সঞ্চালনা করেন ওবায়েদুল্লাহমামুন। নতুন বই নিয়ে আলোচনা: লেখক ও কবিরা তাঁদেরসদ্য প্রকাশিত বই নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন।এতে অংশ নেন বদরুজ্জামান রুহেল, বনানী সিনহা, মৈত্রেয়ীদেবী, গোপন দাশ, মো. শারফুল আলম, এ মোহিত, মোহাম্মদমহিবুর রহমান, আহবাব চৌধুরী খোকন, মনিজা রহমান, মোহাম্মদ আজাদ ও আশরাফ আহমেদ।

'কলম ও কৌতূহল' সাহিত্য আলোচনা

পারমিতা হিমের প্রাণবন্ত ও রসাল সঞ্চালনায় সমকালীনলেখালেখি ও সাহিত্য ভাবনা নিয়ে বিশেষ মতবিনিময় সভাঅনুষ্ঠিত হয়। এতে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন সাদাতহোসাইন, দীপেন ভট্টাচার্য, কৌশিক সেন, আশরাফ কায়সারএবং রাজু আলাউদ্দিন।

জমজমাট বিতর্ক ও রবীন্দ্র-সন্ধ্যা

আকর্ষণীয় বিতর্ক: মূল মঞ্চে "প্রবাস জীবন--বাঙালিকেদিয়েছে বাণিজ্যিকতা, কেড়ে নিয়েছে আন্তরিকতা" শীর্ষক একচমৎকার বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পক্ষে অংশ নেনকাবেরী মৈত্রেয়, শামীম রেজা ও মোহাম্মাদ নাকিবউদ্দীন(দলপতি) এবং বিপক্ষে অংশ নেন বাবু কামরুজ্জামান, নাজনীন আহমেদ ও বিরূপাক্ষ পাল (দলপতি) । সভাপতিছিলেন রোকেয়া হায়দার।

বিপক্ষ দলের দলপতি বিরূপাক্ষপালের ক্ষুরধার ও বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি দর্শকদের ভরপুর আনন্দদেয়। অদিতি মহসিনের একক সংগীত: দ্বিতীয় দিনের রাতেরঅন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীঅদিতি মহসিন-এর একক সংগীতানুষ্ঠান 'সীমার মাঝেঅসীম'। তাঁর শুদ্ধ ও নান্দনিক পরিবেশনায় দর্শক-শ্রোতারারাত ১১টা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে থাকেন।

তৃতীয় দিন (২৪ মে, রবিবার): নতুন প্রজন্মের উৎসব ওগৌরবময় পুরস্কার রজনী

তৃতীয় দিনটি সাজানো হয়েছিল শিশু-কিশোরদেরসৃজনশীলতা এবং গুণীজনদের প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার প্রদানেরমধ্য দিয়ে।

চিত্রাঙ্কন ও বাংলা লিখন প্রতিযোগিতা

সকাল থেকেই লালন প্রাঙ্গণে শিশু-কিশোর-যুবদের উপচেপড়া ভিড় ছিল। বাংলা ভাষা, একুশে ফেব্রুয়ারি, শহীদ মিনারএবং জাতীয় স্মৃতিসৌধকে কেন্দ্র করে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন ওবাংলা লিখন প্রতিযোগিতায় বিপুল সংখ্যক নতুন প্রজন্মেরশিশু অংশ নেয়। নিরুপমা সাহার পরিচালনায় এবং শাহানাবেগম, সুপ্রিয়া দে চৌধুরীসহ অন্যান্যদের সহযোগিতায় এইসফল আয়োজন সম্পন্ন হয়।

কবিতার আঙিনায় (স্বরচিত কবিতা পাঠ)

কাজী নজরুল মঞ্চে এবিএম সালেহ উদ্দীনের সঞ্চালনা ওব্যবস্থাপনায় স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরে অংশ নেন: শামসআল মমীন, হোসাইন কবির, বেনজির শিকদার, জেবুন্নেছাজোৎস্না, মুহাম্মদ আলী বাবুল, শারমিন রেজা ইভা, লায়লাফারজানা, সৈয়দ মামুনুর রশীদ, দিমা নেফারতিতি, কামরুজ্জামান বাচ্চু, নাহিদ ফেরদৌস, রেজাউল করিম টিটুল, সীমু আফরোজা, আলম সিদ্দিকী, সুমন শামসুদ্দিন, শাহআলম দুলাল, এইচ বি রিতা, বনানী সিনহা, মাসুম আহমদ, মিয়া এম আছকির, শ্যাম দাস বৈদ্য, রওনক আফরোজ, লতাচৌধুরী এবং কাজী এজাবুল খালিদ মিঠু।

নতুন বই নিয়ে আলোচনা ও সাহিত্য মতবিনিময়

সোহানা নাজনীনের সঞ্চালনায় নতুন বই নিয়ে পাঠকদেরসাথে মতবিনিময় করেন লায়লা ফারজানা, রেজাউল করিমটিটুল, রানু ফেরদৌস, মাহমুদ রেজা চৌধুরী, ইব্রাহীম চৌধুরীখোকন, এসরাত জাহান বর্ণা, সাঈদ তারেক, রাজিয়া নাজমীও বিমল সরকার সারথি। এছাড়া বন্যা মির্জার সঞ্চালনায়'বাংলা সাহিত্যে সমকালীনতা' শীর্ষক বিশেষ আলোচনায়অংশ নেন ফরিদুর রেজা সাগর, ইমদাদুল হক মিলন, ফারুকমঈনউদ্দীন ও মেজবাহ উদ্দিন আহমদ।

মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৬ ও প্রকাশনাপুরস্কার

মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার: মেলার অন্যতমমর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার অর্জন করেন প্রখ্যাত ভাষাসৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা ও ঔপন্যাসিক ড. আবদুন নূর। পুরস্কারের প্রবর্তকও ফাউন্ডেশনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক গোলাম ফারুক ভূঁইয়াবিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন। পুরস্কার হিসেবে তাঁর হাতে নগদ৩ হাজার মার্কিন ডলার, সম্মাননা ক্রেস্ট ও বিশেষ স্মারকতুলে দেওয়া হয়। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, "অনেক সময়নিজের মানুষের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া কঠিন হয়।আজকের এই সম্মান আমাকে গভীরভাবে আপ্লুত করেছে।"

চিত্ত রঞ্জন সাহা শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা পুরস্কার: বাংলা প্রকাশনাশিল্পে অনন্য অবদানের জন্য এবছর শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা সংস্থাহিসেবে এই সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান'বাতিঘর'। মুক্তধারা স্মারক বক্তৃতা: 'মুক্তধারা স্মারক বক্তা২০২৬' হিসেবে একক বক্তৃতা প্রদান করেন কথাসাহিত্যিকইমদাদুল হক মিলন। এছাড়া জীবনানন্দ দাশের জীবন ওসাহিত্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ফারুকমঈনউদ্দীন।

চতুর্থ ও সমাপনী দিন (২৫ মে, সোমবার): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিশেষ জোড় সংলাপ ও সমাপ্তি

সমাপনী দিনে নিউ ইয়র্কের আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত মনোরম। টানা দুদিনের বৃষ্টির পর উজ্জ্বল রোদে মেলা প্রাঙ্গণে তিলধারণের ঠাঁই ছিল না এবং প্রকাশকদের স্টলগুলোতেব্যাপক বই বিক্রি হয়।

সৃজনশীলতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও) এবং তরুণদের ভাবনা

সমাপনী দিনের সবচেয়ে আধুনিক ও আলোচিত পর্ব ছিল"সৃজনশীলতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)" শীর্ষকঅনুষ্ঠান। রাব্বানী ভূঁইয়ার সঞ্চালনায় শতাধিক টিনএজার ওতরুণ এই সেশনে অংশ নিয়ে সাহিত্য, প্রযুক্তি, ভবিষ্যতেরশিক্ষা এবং মানব সৃজনশীলতার ওপর এআই-এর প্রভাবনিয়ে চমৎকার মতবিনিময় করে। বক্তারা উল্লেখ করেন যে, প্রযুক্তি যত বৈপ্লবিকই হোক না কেন, যঁসধহরঃধৎরধহ বোধ ওনিজস্ব সাংস্কৃতিক শিকড় ধরে রাখাই হবে আগামী প্রজন্মেরসবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেশনে অংশ নেয় দানিয়াল দর্পণসামি, মীম দে শ্রাবণী, প্রজ্ঞাতম সাহা প্রজ্ঞা, ফারজিন কবীরকাব্য, অদ্রিতা দে ও ধীরাজ সাহা।

সাদাত হোসাইনের সাথে বিশেষ মুখোমুখি কথোপকথন 'তপন রায়চৌধুরী মঞ্চে' (মূল মঞ্চ) বিকেলের অন্যতম প্রধানআকর্ষণ ছিল জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সাদাত হোসাইনেরমুখোমুখি অনুষ্ঠান। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সিইও বিশ্বজিতসাহা-এর প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় এই বিশেষ সাহিত্য আড্ডায়দর্শকদের উপচে পড়া ভিড় ছিল। সাহিত্য, নতুন প্রজন্মেরপাঠাভ্যাস, সামাজিক পরিবর্তন, লেখকের ব্যক্তিগতঅভিজ্ঞতা এবং সৃজনশীলতার নানা দিক নিয়ে বিশ্বজিতসাহার ক্ষুরধার প্রশ্নের মুখোমুখি সংলাপে বসেন সাদাতহোসাইন। সরাসরি এই প্রশ্নোত্তর ও মতবিনিময় পর্বটি ছিলঅত্যন্ত প্রাণবন্ত।

সমাপনী দিনের সাহিত্য ও শিশু উৎসব

দিনভর লালন প্রাঙ্গণ ও তপন রায়চৌধুরী মঞ্চে ছোটদের গল্পলেখার বিশেষ কর্মশালা পরিচালনা করেন অতিথি লেখক ওশিশুসাহিত্যিক আশিক মুস্তাফা। এছাড়া রং-তুলিতেশিশু-কিশোর-যুব উৎসব, উত্তরাধিকার দুই প্রজন্ম (পণ্ডিতরামকানাই দাসের গান), উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীরসংগীতানুষ্ঠান এবং অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারওয়ারের'উচ্চশিক্ষার জন্য দিক-নির্দেশনা' বিষয়ক আলোচনাঅনুষ্ঠিত হয়।

শিশু-কিশোর-যুবাদের উৎসব ও অংশগ্রহণকারীদেরতালিকা

বই, বাংলা ভাষা, শিল্পচর্চা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুনপ্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যেই মেলার বিভিন্ন দিনে নানাসৃজনশীল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। এখানেদিনভিত্তিক অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের তালিকাদেওয়া হলো: ২৩ মে (শনিবার): অনুভব চৌধুরি, আরোহীচৌধুরী, স্নেহা চৌধুরী, প্রীতম সিনহা কৃষ, প্রীতিশ সিনহা প্রেম, সত্যম আচার্য, দেবাপর্ণ আচার্য, শ্রেয়শ্রী গুন, সম্পূর্ণা গুনএবং ওম রায়। ২৪ মে (রবিবার): শুভশ্রী সাহা, রিদ্ধিমা সাহা, ওরিয়ন দেবনাথ, ঈশান বিশ্বাস, অবন্তী অথৈ, আদৃশা কুমার, অধরা অথি, তাসনিম ফারিয়া, মাহাথীর মোহাম্মদ, কৌশিকমন্ডল অংকুর, এিলোক, আরোশি বিশ্বাস, অবনি রায়, অভিকরায়, জয় শ্রী নিয়োগী, তাসনিম জামান আনিসা, ফাতিমাজামান ন্যান্সি, এিদিবা মল্লিক, প্রমিত চক্রবর্তী, রূপান্তিকা, প্রীতম দে, ভাষা সাহা, পূর্ণা দে, আযহার চৌধুরী এবং আসমা। ২৫ মে (সোমবার): ভাষা সাহা, পূর্ণা সাহা, রিদ্ধি, শ্রেষ্ঠা, হিয়া, পারোমিতা, ফিনিক্স, চার্ভি, রুপকথা, অহনা, অভয়া, প্রিয়ন্তি, কৃহু, অর্চিসমিতা, দেবলীনা, শ্রুতি, মৃন্ময়, ঐতিহ্য, অমিশা, রুকমীনি, উদিশা, প্রজ্ঞা ওম সাহা প্রজ্ঞা, ধীরাজ সাহা, অদ্রিতা দে, দানিয়াল দর্পন সামি, শ্রাবণী দেমীম, ফাসির কবীর কাব্য, সুধিষ্ণা সাহা, বাসুদেব রায়, অর্জুনদও, লিয়ানা মানহা, এল মানহা, দূর্গা ক্ষত্রিয়, দৃষিকাচৌধুরী, অর্জুন, শৌভিক, আদিত্য, অভিয়াংসু, আরাধ্য, শ্রুতি, পূর্ণা দে, রিক মুখার্জি, সুকন্যা শৈলি, শ্রেষ্ঠা প্রিয়দর্শিনী, দ্বিতীয়া ফেরদৌস, সারা রায় এবং চারুলতা।

প্রকাশকদের সন্তোষ ও সফল সমাপ্তি

মেলায় বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ২৬টি শীর্ষপ্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। ভিসা জটিলতা, দীর্ঘবিমানযাত্রা, বই পরিবহনের উচ্চ ব্যয় এবং আন্তর্জাতিকশিপমেন্টের নানা বাধা অতিক্রম করে প্রকাশকেরা নিউ ইয়র্কেপৌঁছান। কেউ কেউ অতিরিক্ত লাগেজে বই বহন করে নিয়েআসেন, আবার কেউ কেউ কয়েক মাস আগেই বই পাঠানোরব্যবস্থা করেন। রেকর্ড পরিমাণ বিক্রি: শেষ দিনেগবেষণামূলক বই, নতুন উপন্যাস, স্মৃতিকথা এবং শিশুতোষবইয়ের রেকর্ড পরিমাণ বিক্রি হয়েছে এবং অনেক স্টলে বইপ্রায় শেষ হয়ে যায়। প্রকাশকদের অনুভূতি: প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান'অনন্যা'র প্রকাশক মনিরুল হক প্রথম দিনের পর শেষদিনেও আশাতীত উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন,"নিউ ইয়র্ক বইমেলা শুধু একটি বইমেলা নয়, এটি প্রবাসীবাঙালির আত্মিক মিলনমেলা। এত দূরে এসেও পাঠকদের যেভালোবাসা পাই, সেটিই আমাদের নতুন করে কাজ করারঅনুপ্রেরণা দেয়।"

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও সমাপ্তি

অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে সমবেত কণ্ঠে বাংলাদেশ ওআমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে ৩৫তমমেলার সফল সমাপ্তি ঘটে। মেলা কমিটির আহ্বায়ক ড. নজরুল ইসলাম, সহযোগী আহ্বায়ক ওবায়েদুল্লাহ মামুন, রাব্বানী ভূঁইয়া এবং চেয়ারপারসন ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদসংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবকদের ও প্রবাসেরসংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ জানান। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনেরকর্ণধার বিশ্বজিত সাহা আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, "দেখতেদেখতে ৩৫ বছর পার হয়ে গেল। নিউ ইয়র্ক বইমেলা আজশুধু একটি অনুষ্ঠান নয়- এটি প্রবাসী বাঙালির এক যৌবনেরঅহংকার।"

৩৬তম মেলার আগাম ঘোষণা

সমাপনী মঞ্চ থেকে আগামী বছরের মেলার তারিখ ঘোষণাকরা হয়। ২০২৭ সালের ৩৬তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিকবাংলা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে ২১ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত।"যত বই তত প্রাণ"- এই চিরন্তন সত্যকে বুকে ধারণ করেসফলভাবে শেষ হলো প্রবাসের বুকে জেগে ওঠা এক টুকরোঅপরূপ বাংলাদেশের এই উৎসব।

ট্রাম্পের ‘স্বাস্থ্য চমৎকার’, তবে ওজন

৬ পৃষ্ঠার পর

চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী। তার হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, স্নায়বিক এবং সার্বিক শারীরিক কার্যক্ষমতা অত্যন্ত শক্তিশালী।

তিনি আরও বলেন,‘তার বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক দক্ষতা চমৎকার। কমান্ডার-ইন-চিফ এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সব দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

পরীক্ষা চলাকালীন প্রেসিডেন্টকে কিছু বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে বারবাবেলা জানান, ট্রাম্পকে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ, কম মাত্রার অ্যাসপিরিন গ্রহণ, শারীরিক পরিশ্রম বাড়ানো এবং ধারাবাহিকভাবে ওজন কমানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রাম্পের উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং বর্তমান ওজন ২৩৮ পাউন্ড। উল্লেখ্য, গত বছরের এপ্রিল মাসে তার ওজন ছিল ২২৪ পাউন্ড, অর্থাৎ এক বছরে তার ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।

গত মঙ্গলবার ওয়াল্টার রিড ন্যাশনাল মিলিটারি মেডিকেল সেন্টারে ট্রাম্পের এই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। গত বছর সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এটি ছিল ওই হাসপাতালে তার তৃতীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা। হোয়াইট হাউস এই সফরকে‘অ্যানুয়াল রুটিন ডেন্টাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল টেস্ট’ হিসেবে অভিহিত করলেও, এ বছর ইতোমধ্যেই ফ্লোরিডায় দুইবার দন্তচিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন ট্রাম্প।

পরীক্ষা শেষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ ট্রাম্প সংক্ষেপে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন,‘সবকিছু একেবারে নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে।’

২০২৫ সালে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকেই ট্রাম্পের শারীরিক অবস্থা নিয়ে জনমনে নানা জল্পনা তৈরি হয়। গত গ্রীষ্মে তার পা ও গোড়ালি ফুলে যাওয়ার খবর প্রকাশিত হলে হোয়াইট হাউস জানায়, ট্রাম্প‘ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিসিয়েন্সি’ নামক একটি সমস্যায় ভুগছেন। এই অবস্থায় রক্তনালীর ভালভগুলো ঠিকমতো কাজ না করায় রক্ত জমে গিয়ে পা ফুলে যায়।

চিকিৎসক তাকে কম্প্রেশন মোজা পরার পরামর্শ দিলেও ট্রাম্প তা অস্বস্তিকর মনে করে এড়িয়ে চলেন। তবে শুক্রবারের চিঠিতে চিকিৎসক জানিয়েছেন, ট্রাম্পের পায়ে সামান্য ফোলা ভাব থাকলেও তা গত বছরের তুলনায় উন্নত অবস্থায় আছে।

এছাড়া ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে তার হাতে কিছু কালচে দাগ বা কালশিটে লক্ষ করা গেছে। হোয়াইট হাউসের দাবি, ঘন ঘন করমর্দনের কারণে এই দাগ তৈরি হয় এবং অনেক সময় স্থিরচিত্রে তা আড়াল করতে‘কনসিলার’ ব্যবহার করা হয়।

চিকিৎসকের ভাষ্য অনুযায়ী, ট্রাম্পের একটি স্নায়বিক পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে তার মানসিক অবস্থা, স্নায়ু, পেশির শক্তি, হাঁটাচলা এবং শারীরিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পাওয়া গেছে। তার হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের বিষয়ে চিকিৎসক জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত ইসিজি বিশ্লেষণে দেখা গেছে ট্রাম্পের হৃদযন্ত্রের বয়স তার প্রকৃত বয়সের চেয়ে প্রায় ১৪ বছর কম।

বর্তমানে ট্রাম্প নিয়মিত অ্যাসপিরিন গ্রহণ করছেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হলেও এর নির্দিষ্ট মাত্রা জানানো হয়নি। সাধারণত চিকিৎসকরা হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য দৈনিক ৮১ মিলিগ্রাম অ্যাসপিরিনের পরামর্শ দেন। তবে গত জানুয়ারিতে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তিনি ৩২৫ মিলিগ্রামের উচ্চমাত্রার অ্যাসপিরিন সেবন করেন, যা রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

এ প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেছিলেন,‘তারা বলে রক্ত পাতলা রাখার জন্য অ্যাসপিরিন ভালো। আমি চাই না আমার হৃদপিণ্ড দিয়ে ঘন রক্ত প্রবাহিত হোক। চিকিৎসকরা ছোট ডোজের কথা বললেও আমি বড়টি নিই। আমি বছরের পর বছর ধরে এটি করছি এবং এর ফলেই শরীরে কালশিটে দাগ পড়ে।’

স্মৃতিভ্রম বা ডিমেনশিয়া শনাক্তকরণে ব্যবহৃত‘মন্ট্রিয়াল কগনিটিভ অ্যাসেসমেন্ট’ পরীক্ষায়ও অংশ নেন ট্রাম্প। চিকিৎসক জানিয়েছেন, ১০ মিনিটের এই পরীক্ষায় প্রেসিডেন্ট ৩০-এর মধ্যে ৩০ নম্বরই পেয়েছেন।

দেশ ছাড়ছেন রেকর্ডসংখ্যক

৬ পৃষ্ঠার পর

‘নিট নেতিবাচক অভিবাসন’ (আসার চেয়ে বেশি মানুষ দেশ ছাড়া) হয়েছে। এর মধ্যে স্বেচ্ছায় দেশত্যাগকারীদের সংখ্যাটাই সবচেয়ে বেশি ধরা হচ্ছে। গত অন্তত ৫০ বছরের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রে আগমনের চেয়ে বেশি মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। ব্রুকিংসের মতে, কঠোর অভিবাসননীতি এবং দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার (ডিপোর্টেশন) উদ্যোগগুলো এর পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে। কিছু মার্কিন নাগরিক পড়াশোনা, কাজ, পরিবার গঠন, অবসর জীবনযাপনসহ নানা কারণে দেশ ছাড়ছেন।

আমেরিকানদের বিদেশে স্থানান্তরে সহায়তা করা প্রতিষ্ঠান‘এক্সপ্যাটসি’ অনেকের কাছেই এখন ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে।

২০২২ সালে চালু হওয়া এই কোম্পানিটি গত ৯ ও ১০ মে সান ডিয়েগোতে তাদের দ্বিতীয় বার্ষিক‘মুভ অ্যাব্রোড কনভেনশন’ আয়োজন করে। এক্সপ্যাটসির সহপ্রতিষ্ঠাতা জেন বার্নেট সিএনবিসি মেক ইট-কে জানান, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০০ আমেরিকান এতে অংশ নেন, যা ২০২৫ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রথম আয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণ।

কেন দেশ ছাড়তে চান আমেরিকানরা?

বার্নেটের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া ২১৮ জনের ওপর করা এক জরিপে দেখা গেছে, তাদের ৮৯ শতাংশই রাজনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে চান। এ ছাড়া ৭৩ শতাংশ মানুষ অ্যাডভেঞ্চার ও উন্নতির জন্য এবং ৫৭ শতাংশ টাকা বাঁচানোর জন্য বিদেশে যেতে চান।

জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ আগামী দুই বছরের মধ্যে দেশ ছাড়ার আশা করছেন। তাদের মাসিক গড় বাজেট ৩ হাজার ৮৫৬ ডলার। দেশ ছাড়তে ইচ্ছুক এই মানুষদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ একা, ৩৯ শতাংশ দম্পতি এবং ১৭ শতাংশ সন্তানসহ পরিবার।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া অনেকের মতোই জেসি ডের জানান, রাজনৈতিক কারণেই তার পরিবার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার কথা ভাবছে।

তিনি প্রজনন অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার সাম্প্রতিক নীতিগুলোর কথা উল্লেখ করেন-যেমন, গর্ভপাতের ফেডারেল সাংবিধানিক অধিকার বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়। এছাড়া, ভোটিং রাইটস অ্যাক্টকে দুর্বল করে দেওয়ার কথাও জানান তিনি। ডের মনে করেন, এগুলো প্রমাণ করে যে দেশ পেছনের দিকে যাচ্ছে।

অন্যদিকে তিনি জানান, ২০২৪ সালের মেক্সিকো নির্বাচনে দেশটির প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শিনবাউমের জয় এবং কেন্দ্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক লিঙ্গসমতা আইনগুলো তাদের মূল্যবোধের সঙ্গে মিলে যায়, যা তিনি এবং তার স্ত্রী খুঁজছেন।

ডের বলেন, এই আয়োজনে অংশ নেওয়া এবং আগে যারা দেশ ছেড়েছেন তাদের কথা শোনার পর তার কাছে মনে হয়েছে, দেশ ছাড়ার এই‘অসম্ভব’ পরিকল্পনাটি আসলে চাইলেই সম্ভব।

মেক্সিকোতে স্থানান্তর বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলাটা তাদের জন্য বেশ সহায়ক ছিল। বিদেশে কী নেওয়া যাবে আর কী যাবে না, ভিসার জন্য কত আয়ের প্রমাণ লাগবে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে তারা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন।

তবে ডের জানান, তাদের দেশ ছাড়ার সময়কাল নির্ভর করছে ২০২৬ সালের মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলের ওপর। তিনি বলেন,‘ডেমোক্রেটিক পার্টি যদি হাউস ও সিনেটের নিয়ন্ত্রণ পায় এবং এই প্রশাসনের নেওয়া ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তগুলো পাল্টানোর জন্য তাৎক্ষণিক ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়, তবে তা আমাদের দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্তে কিছু প্রভাব ফেলবে।’

বিদেশে যাওয়ার প্রস্তুতিতে বিপুল খরচ

অনুষ্ঠানে অংশ নিতে অতিথিদের টিকিট বাবদ প্রায় ৫০০ থেকে ১,০০০ ডলার খরচ করতে হয়েছে। দুই দিনের এই আয়োজনে ৫০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন। অতিথিরা বিভিন্ন ভিসা, বিদেশি হিসেবে কর, অভিবাসী স্বাস্থ্যবিমা এবং পর্তুগাল, মেক্সিকো, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের মতো জনপ্রিয় দেশগুলোতে যাওয়ার বিস্তারিত নিয়মকানুন সম্পর্কে জানতে অনেকগুলো ছোট ছোট সেশনে অংশ নেন।

ভন ব্র্যাডলি (৪৫) সান ডিয়েগোর একজন সরকারি কর্মী। গত এক বছর ধরে তিনি বিদেশে গিয়ে কাজ করার উপায় খুঁজছেন।

উষ্ণ ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার কারণে ব্র্যাডলির পছন্দের তালিকার শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ স্পেন। বিদেশে থাকার ক্ষেত্রে তার প্রধান অগ্রাধিকার হলো এমন একটি জায়গা খুঁজে পাওয়া, যেখানে জীবনযাত্রার ব্যয় কম, এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা যায়।

বিদেশে যাওয়া এবং সেখানে বসবাস করার খরচ গন্তব্য এবং কাঙ্ক্ষিত জীবনযাত্রার ওপর নির্ভর করে। প্রাথমিক স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ভিসা এবং অন্যান্য কাগজপত্রের জন্য কয়েক শ ডলার খরচ হয়। এর পাশাপাশি যাতায়াত ও মালপত্র পাঠানোর জন্য কয়েক হাজার ডলার লাগতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া শহরে পাড়ি জমানোর উদ্দেশ্যে ২০২৫ সালে ১০ মাস ধরে ২০ হাজার ডলারেরও বেশি সঞ্চয় করেছিলেন শিকাগোর এক দম্পতি।

ব্র্যাডলি জানান, তার‘প্ল্যান এ’ হলো ওয়ার্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে বিদেশে যাওয়া। তবে সেই সুযোগ না পেলে তিনি এক্সপ্যাটসি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংগ্রহ করা তথ্যগুলো কাজে লাগাবেন।

ব্র্যাডলি বলেন,‘এত মানুষ যে এই বিষয়টি নিয়ে ভাবছে, তা দেখে আমার খুব অবাক লেগেছে।’

ভাইরাল জীবনের ফাঁদ : মানুষ না

১৪ পৃষ্ঠার পর

“ইনফ্লুয়েন্সার সংস্কৃতি” সমাজে বড় প্রভাব ফেলছে। অবশ্য সব ইনফ্লুয়েন্সার নেতিবাচক নন। অনেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা বা সচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, অ্যালগরিদম সাধারণত শান্ত, গভীর ও চিন্তাশীল বিষয়কে কম গুরুত্ব দেয়; বরং চমক, সংঘাত, আবেগ এবং বিতর্ককে বেশি সামনে আনে। ফলে মানুষও বাধ্য হয় আরও নাটকীয় হতে।

এখানে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোরও দায় আছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবসায়িক মডেলই তৈরি হয়েছে মানুষের মনোযোগ ধরে রাখার ওপর। যত বেশি মানুষ স্ক্রিনে থাকবে, তত বেশি বিজ্ঞাপন দেখা হবে। তাই অ্যালগরিদম এমন কনটেন্টই বেশি ছড়ায়, যা মানুষকে উত্তেজিত করে, ক্ষুব্ধ করে বা আবেগপ্রবণ করে তোলে। অর্থাৎ ভাইরালের সংস্কৃতি কেবল মানুষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা নয়; এটি একটি পরিকল্পিত ডিজিটাল অর্থনীতির অংশ।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, নতুন প্রজন্ম ধীরে ধীরে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তারা অনেক সময় নিজের অনুভূতির চেয়ে অনলাইনে কেমন দেখাচ্ছে, সেটিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। কোথাও ঘুরতে গেলে প্রকৃতি দেখার আগে ছবি তুলতে হয়, খাবার খাওয়ার আগে পোস্ট দিতে হয়, এমনকি ব্যক্তিগত কষ্টও কখনো কখনো ‘কনটেন্ট’ হয়ে যায়। যেন বাস্তব অনুভূতির চেয়ে তার অনলাইন উপস্থাপনাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই সংস্কৃতি মানুষের সম্পর্কেও প্রভাব ফেলছে। মানুষ এখন অনেক সময় অন্যকে বন্ধু হিসেবে নয়, বরং “অডিয়েন্স” হিসেবে দেখতে শুরু করেছে। ফলে আন্তরিকতা কমছে, বাড়ছে অভিনয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুখী দেখানোর চাপ অনেককে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে। অন্যের সাজানো জীবন দেখে নিজের বাস্তব জীবনকে ব্যর্থ মনে হচ্ছে অনেকের কাছে। বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও আত্মহীনতার অনুভূতি বাড়ছে তরুণদের মধ্যে। তবে প্রযুক্তিকে এককভাবে দোষ দিলেও ভুল হবে। কারণ প্রযুক্তি নিজে ভালো বা খারাপ নয়; আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি, সেটিই মূল বিষয়। একই ফেসবুক ব্যবহার করে কেউ বইয়ের প্রচার করছে, রক্তদাতার খোঁজ দিচ্ছে, দুর্যোগে সহায়তা সংগঠিত করছে; আবার কেউ মিথ্যা, বিদ্বেষ বা অশ্লীলতা ছড়াচ্ছে। অর্থাৎ মাধ্যম নয়, মানসিকতাই এখানে মূল প্রশ্ন।

এই পরিস্থিতি থেকে বের হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ডিজিটাল সচেতনতা। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমকে নতুন প্রজন্মকে শেখাতে হবে- ভাইরাল হওয়া জীবনের লক্ষ্য নয়। জনপ্রিয়তা সবসময় সাফল্যের সমান নয়। মানুষকে বুঝতে হবে, প্রতিটি ট্রেন্ড অনুসরণ করা জরুরি নয়; সব আলোচনায় অংশ নেওয়াও প্রয়োজন নেই।

শিক্ষাব্যবস্থায় ডিজিটাল নৈতিকতা ও মিডিয়া লিটারেসি অন্তর্ভুক্ত করা সময়ের দাবি। কোন তথ্য সত্য, কোনটি বিভ্রান্তিকর, কোন আচরণ অনৈতিক-এসব বিষয়ে তরুণদের সচেতন করতে হবে। একই সঙ্গে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকেও দায়িত্ব নিতে হবে ক্ষতিকর কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণে।

সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের নিজেদের কাছেই ফিরে যেতে হবে। আমরা কি সত্যিই মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই, নাকি কেবল পর্দার ভেতর একটি আলোচিত মুখ হতে চাই? কারণ ভাইরাল হওয়ার নেশা মানুষকে সাময়িক পরিচিতি দিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে কেড়ে নিতে পারে তার স্বাভাবিক বোধ, সংবেদনশীলতা এবং আত্মপরিচয়।

সময়ের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি সম্ভবত এটিই-আমরা পৃথিবীর সঙ্গে আগের চেয়ে বেশি সংযুক্ত, কিন্তু মানুষের সঙ্গে আগের চেয়ে কম যুক্ত। তাই এখন প্রশ্ন শুধু প্রযুক্তির নয়; প্রশ্ন আমাদের মানবিক ভবিষ্যতের।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট। ডেপুটি এডিটর, জাগো নিউজ।

রাজস্ব থেকে আসিফ ১৫ কোটি ও

৮ পৃষ্ঠার পর

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ দাবি করেন। মোস্তাক মিয়া বর্তমানে বিএনপির কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

আলোচনা সভায় মোস্তাক মিয়া বলেন, “আমার জেলা পরিষদ থেকে মুরাদনগরের আসিফ মাহমুদ ১৫ কোটি টাকা নিয়ে গেছেন। তিনি আমাদের নিজস্ব রাজস্বের টাকা ১৫ কোটি টাকা নিয়ে গেছেন। আরেকজন হাসনাত আবদুল্লাহ; তিনি নিয়ে গেছেন ১০ কোটি টাকা। এটা হলো সমন্বয়ের অবস্থা। তারা চেয়েছিলেন যে বাংলাদেশে বৈষম্যবিরোধী একটা সমন্বয়ের রাজনীতি, কিন্তু তাদের মধ্যে সেটা ছিল না।চ

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, “আজ বাংলাদেশ সরকার আপনাদের ভোটে নির্বাচিত। জনগণের ভোটে নির্বাচিত আমাদের প্রিয় নেতা তারেক রহমান আজ প্রধানমন্ত্রী, তিনি এই সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ধ্বংস হওয়া অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য আজ আমাদের প্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কাজ করছেন। তার কাঁধে দায়িত্ব পড়েছে-যেই অর্থনীতি ধ্বংস করেছিল, এটাকে পুনরুদ্ধারের জন্য। সেটা নিয়ে উনি কাজ করছেন।চ

এদিকে, জেলা পরিষদ প্রশাসকের করা এই গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে শনিবার রাতে মোস্তাক মিয়ার মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে এ বিষয়ে তার অধিকতর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

চলে গেলেন তোফায়েল আহমেদ

৯ পৃষ্ঠার পর

পর কয়েক বছর ধরে তিনি হুইলচেয়ারে চলাফেরা করতেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ বাদ মাগরিব ধানমন্ডির তাকওয়া মসজিদে তোফায়েল আহমেদ জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি ভোলায় নেওয়া হবে। জোহরের নামাজের পর ভোলা জেলা স্কুল মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে মাত্র ২৭ বছর বয়সে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া তোফায়েল আহমেদ ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক ও মুজিব বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ নেতা। স্বাধীনতার পর তিনি আটবার সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিন দফা মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।

তিনি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে।

মরণোত্তর জাতিসংঘ পদক পাচ্ছেন

৯ পৃষ্ঠার পর

নেওয়া হয়।এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল ‘শান্তিতে বিনিয়োগ’। যা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে টেকসই রাজনৈতিক ও আর্থিক সহায়তার গুরুত্ব তুলে ধরেছে। বিশেষ করে বৈশ্বিক সংঘাত বাড়তে থাকা এবং সম্পদ সংকোচনের এই সময়ে এ সহায়তা অত্যন্ত জরুরি বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষ্যে দেওয়া বাণীতে অতীত ও বর্তমান সকল শান্তিরক্ষীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। এছাড়া শান্তিরক্ষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে আরও জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ‘শান্তিরক্ষা স্থিতিশীলতা ও আশার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পরীক্ষিত ও সাশ্রয়ী উপায়, তবে এর জন্য ধারাবাহিক রাজনৈতিক সমর্থন ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।’ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যঁ-পিয়েরে লাক্রোয়া বলেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন পরিবেশেও শান্তিরক্ষীরা বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা দিচ্ছেন এবং সহিংসতা প্রতিরোধ করছেন। পাশাপাশি আশার আলোও জিইয়ে রাখছেন। শান্তিরক্ষায় বিনিয়োগ মানে স্থিতিশীলতা, সংঘাত প্রতিরোধ এবং শান্তির সম্ভাবনায় বিনিয়োগ করা।’ অনুষ্ঠানে বিশেষ অবদান রাখা শান্তিরক্ষা কর্মীদের ‘ক্যাপ্টেন এমবায়ে দিয়াগনে মেডেল ফর এক্সেপশনাল কারেজ’, ‘মিলিটারি জেন্ডার অ্যাডভোকেট অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড এবং ‘ইউএন উইমেন পুলিশ অফিসার অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হবে।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

সাইপ্রাসে এস আলমের সম্পত্তি জব্দ

৮ পৃষ্ঠার পর

সরকারের পাঠানো অনুরোধের ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে তাঁর বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সাইফুল আলম।

সাইপ্রাসের আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, দেশটির পারেক্লিশা এলাকায় অবস্থিত সাইফুল আলমের একটি দোতলা আবাসিক ভবন ক্রোক করা হয়েছে।

বাংলাদেশি তদন্তকারীদের সাইপ্রাস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া নথিপত্র অনুসারে, ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে পরিচালিত একটি কোম্পানির নেটওয়ার্ক ও তাদের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে বাংলাদেশ। এই তদন্তের মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ নেওয়া, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিং।

তদন্তের অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে সাইফুল আলমের মালিকানাধীন সাইপ্রাসে নিবন্ধিত কোম্পানি এসিএলএআরই ইন্টারন্যাশনাল এবং সাইপ্রাস, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস ও জার্সিতে থাকা বিভিন্ন ট্রাস্ট ও কোম্পানির নেটওয়ার্ক পরীক্ষা করে দেখছেন গোয়েন্দারা।

সাইপ্রাসের আদালতে সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ জারির ঠিক এক দিন পর বাংলাদেশে একটি আদালত সাইফুল আলম এবং তাঁর ১০ জন আত্মীয় ও সহযোগীকে পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড থেকে এস আলম গ্রুপের একটি সহযোগী সংস্থাকে দেওয়া প্রায় ৬০ লাখ ইউরোর (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮০ কোটি টাকা) একটি ঋণের বিপরীতে ১৩৪টি বাস কেনার কথা ছিল। তবে সেই বাসগুলো কেনা হয়নি-এমন অভিযোগে করা মামলায় এই সাজা দেওয়া হয়। তবে বাংলাদেশের তদন্তের ব্যাপ্তি কেবল এই একটি মামলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সাইপ্রাসের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধে বলা হয়েছে, সাইফুল আলমের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কোম্পানি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের বেশ কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছে, যার একটি বড় অংশ পরে খেলাপি হয়েছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন যে, এই ঋণের অর্থ বিভিন্ন দেশের জটিল প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়েছে কি না।

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর সম্প্রতি জানিয়েছেন, এই প্রক্রিয়ায় দেশ থেকে প্রায় ৮ বিলিয়ন ইউরোর (৮০০ কোটি ইউরো) বেশি অর্থ পাচার করা হয়েছে। বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের ধারণা, এই পাচার করা অর্থের একটি অংশ সাইপ্রাস, সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য দেশের সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সাইফুল আলমের পক্ষে তার আইনি সংস্থা- কুইন ইমানুয়েল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তার সমস্ত আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৈধ বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়িত এবং তার বিরুদ্ধে নেওয়া এই পদক্ষেপগুলো সম্পূর্ণ অন্যায্য ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ইতিমধ্যে সাইফুল আলম আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি সংস্থায় (আইসিএসআইডি) এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তার দাবি, সম্পত্তি ক্রোকের এই সিদ্ধান্তগুলো আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সুরক্ষা চুক্তির লঙ্ঘন। উল্লেখ্য, সাইফুল আলম ২০১৬ সালে সাইপ্রাসের বিতর্কিত সিটিজেন-বাই-ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (যা সাধারণত গোল্ডেন পাসপোর্ট নামে পরিচিত) মাধ্যমে দেশটির নাগরিকত্ব লাভ করেন। পরে নানাবিধ বিতর্কের কারণে সাইপ্রাস সরকার এই কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। তবে এই নাগরিকত্ব প্রদান প্রক্রিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতি তদন্তে গঠিত নিকোলাটোস কমিটির প্রতিবেদনে সাইফুল আলমের নামের কোনো উল্লেখ ছিল না।

মে মাসে গণপিটুনির ঘটনায় নিহত

৮ পৃষ্ঠার পর

উদ্বেগজনক বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও এটি এপ্রিল মাসের ৫৬টি লাশের তুলনায় সামান্য কম, তবুও অমীমাংসিত অপরাধ, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সম্ভাবনা এবং তদন্ত ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এসব লাশ দেশের বিভিন্ন নদী, রাস্তার ধার, রেললাইন এবং কৃষিজমি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মে মাসে রাজনৈতিক সহিংসতার চিত্র ছিল মিশ্র। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে আহতের সংখ্যা এপ্রিলের ৩০৩ জন থেকে কমে মে মাসে ১৯৩ জনে দাঁড়িয়েছে। তবে গত মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এমএসএফ জানিয়েছে, বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘাতের পাশাপাশি দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এই অস্থিতিশীলতা জিইয়ে রেখেছে।

প্রতিবেদনে সীমান্ত পরিস্থিতিরও অবনতি লক্ষ্য করা গেছে। মে মাসে ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে ১০ জন নিহত হয়েছেন, যা এপ্রিল মাসে ছিল ৮ জন। সীমান্তে নির্যাতন ও নিপীড়নের হারও তীব্রভাবে বেড়েছে; এপ্রিল মাসে মাত্র ২ জন আহত হলেও মে মাসে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ জনে। এছাড়া এই সময়ে ভারত থেকে ১০টি পুশ-ইন-এর ঘটনাও নথিবদ্ধ করেছে এমএসএফ।

কারাগারের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সংস্থাটি জানায়, মে মাসে কারাবন্দি অবস্থায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, যা এপ্রিলে ছিল ৬ জন। অন্যদিকে, মে মাসে ৩৪ জন সাংবাদিক বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছেন। এপ্রিলের ৪৬ জনের তুলনায় এই সংখ্যা কম হলেও সংস্থাটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সাংবাদিকদের ওপর শারীরিক হামলার পরিবর্তে এখন আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক হয়রানির দিকে মোড় নিয়েছে।

বেশ কিছু সূচকে উন্নতি দেখা গেলেও এমএসএফ উপসংহারে জানিয়েছে যে, বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি এখনও কাঠামোগতভাবে ভঙ্গুর। দুর্বল আইনের শাসন, জবাবদিহিতার অভাব এবং ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক চাপকে মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছে সংস্থাটি।

ভেদাভেদ ভুলে দেশ-জনগণের

৮ পৃষ্ঠার পর

আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ও বিশ্বের মুসলমানরা আজ কোরবানির মাধ্যমে ঈদুল আজহা উদযাপন করছেন। কোরবানির মূল শিক্ষা কেবল পশু জবাই নয়, বরং এটি আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রতীক।' মির্জা ফখরুল বলেন, 'আজকের দিনে আমাদের আহ্বান থাকবে-সব বিভেদ ভুলে দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।' তিনি বিশ্ব মুসলিমের শান্তি ও কল্যাণ কামনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন, চলমান সংঘাত ও যুদ্ধ যেন মানুষের জীবনকে আরও কষ্টকর না করে। পরে তিনি স্থানীয় মুসল্লিদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন।

লেবাননে ইসরায়েলের হামলায় একই

৮ পৃষ্ঠার পর

আবাসিক ভবনে ইসরায়েলি ড্রোন থেকে এই হামলা চালানো হয়। বৈরুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের লেবার কাউন্সেলর আনোয়ার হোসেন টিবিএসকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দূতাবাস সূত্রে জানা গেছে, আহত চারজনের মধ্যে একজন পুরুষ, একজন নারী এবং দুই শিশু রয়েছে। আহতদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মো. মোমিন মিয়া এবং নরসিংদীর জয়েনা আক্তারের পরিচয় পাওয়া গেছে। হামলায় আহত জয়েনা আক্তার এক পা হারিয়েছেন।

আহতদের সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে দূতাবাস। তাদের বর্তমানে নাবাতিয়েহর রাগেব হার্ব হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

'বাতিল করো', মার্কিন 'ফ্রিডম ২৫০'

৫ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন, তিনি এখন এই সংগীতানুষ্ঠানের বদলে সেখানে একটি মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন সমাবেশ করার কথা ভাবছেন।

গ্রেট আমেরিকান স্টেট ফেয়ার নামের এই কনসার্ট সিরিজের আয়োজক হলো ফ্রিডম ২৫০। গত বছর ট্রাম্প প্রশাসন এটি চালু করেছিল এবং প্রেসিডেন্ট নিজেই এর সিইও নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে তারা দাবি করে আসছে যে এটি কোনো রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠান নয়।

হোয়াইট হাউস এই আয়োজনে ফ্রিডম ২৫০-এর সঙ্গে কাজ করছে।

শনিবার ফ্রিডম ২৫০ জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজেই এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

মুখপাত্র ড্যানিয়েল আলভারেজ বলেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আগামী ২৪ জুন বুধবার এক জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে এই ঐতিহাসিক উৎসবের সূচনা করবেন। এর মধ্য দিয়ে আমেরিকার ২৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হবে।

দেশের ২৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য এক দশক আগেই কংগ্রেস আমেরিকা২৫০ নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছিল। ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান-উভয় দলের নিয়োগপ্রাপ্তরাই এটি পরিচালনা করছেন এবং তাদের নিজস্ব অনুষ্ঠানমালা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্ক সিটি, ফিলাডেলফিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়ায় ৪ জুলাইয়ের উদযাপন এবং যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্লক পার্টি।

হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে, আমেরিকান স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকীর ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে একটি মহিমান্বিত উৎসবের মাধ্যমে উদযাপন করতে গত বছর ট্রাম্প একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠনের নির্বাহী আদেশে সই করেছিলেন। আর সেই লক্ষ্য পূরণের জন্যই এই টাস্কফোর্স ফ্রিডম ২৫০-এর উদ্যোগ নিয়েছে।

২৫ জুন থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত ১৬ দিনের অনুষ্ঠানের জন্য গত বুধবার শিল্পীদের নাম ঘোষণা করে ফ্রিডম ২৫০।

মার্টিনা ম্যাকব্রাইডের এই আয়োজনের প্রথম রাতে পারফর্ম করার কথা ছিল। পয়জন ব্যান্ডের প্রধান গায়ক মাইকেলসের পারফর্ম করার কথা ছিল ৩ জুলাই। কিন্তু দুজনেই তাদের নাম প্রত্যাহার করে নেন।

ইয়াং এমসি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, শিল্পীদের এই অনুষ্ঠানের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নিয়ে কথা জানানো হয়নি। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ওয়াশিংটন ডিসিতে এমন কোনো অনুষ্ঠানে তিনি গাইতে চান, যা রাজনৈতিকভাবে এত বেশি প্রভাবিত নয়।

ম্যাকব্রাইড এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, আমাকে একটি অরাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখেছি তা বিভ্রান্তিকর।

তবে ভ্যানিলা আইস (যার আসল নাম রবার্ট ম্যাথিউ ভ্যান উইঙ্কল) তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিওর ক্যাপশনে লেখেন, এটি কোনো রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম নয়। এটি আমেরিকার জন্মদিন উদযাপন।

ট্রাম্পের কড়া প্রতিক্রিয়া

ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, তিনি শুনেছেন যে শিল্পীরা ইপস্থ-এ ভুগছেন। (গলফে মাংসপেশির অনিয়ন্ত্রিত খিঁচুনির কারণে ঠিকমতো শট নিতে না পারাকে ইপস বলা হয়)। ট্রাম্প জানান, তিনি ওই একই সময়ে এবং একই স্থানে নিজেই উপস্থিত হওয়ার কথা ভাবছেন।

তিনি লেখেন, আমি আমার প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিচ্ছি, বুধবার ওয়াশিংটন ডিসিতে একই সময়ে এবং একই স্থানে একটি "আমেরিকা ইজ ব্যাকচ র্যালি করা যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতে। সেখানে কেবল মহান দেশপ্রেমিকদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

তিনি নিজেকে বিশ্বের যেকোনো জায়গার এক নম্বর আকর্ষণ বলে দাবি করেন। একই সঙ্গে তিনি লেখেন, জনপ্রিয়তার তুঙ্গে থাকা এলভিস প্রিসলির চেয়েও আমার অনুষ্ঠানে অনেক বেশি দর্শক-শ্রোতা সমাগম হয়।

পরে ট্রাম্প আরও কড়া সুরে বলেন, তিনি এই আয়োজনের বদলে একটি রাজনৈতিক সমাবেশই করতে চান।

তিনি বলেন, এই ২৫০তম বার্ষিকীতে আমাদের উচিত একটি বিশাল "মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন র্যালির আয়োজন করা। এমন সব অতিরিক্ত দামি শিল্পীদের ডাকার কোনো মানে নেই, যাদের কেউ শুনতে চায় না, যাদের গান বিরক্তিকর এবং যারা শুধু অভিযোগ করা ছাড়া আর কিছুই করে না।

উল্লেখ্য, এই দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র সীমিতসংখ্যক স্মারক পাসপোর্টও ইস্যু করবে, যেখানে ট্রাম্পের ছবি থাকবে।

'তুমি বদ্ধ উন্মাদ, সবাই এখন

৫ পৃষ্ঠার পর

জেলের বাইরে আছেন। নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার সময় তাকে সমর্থন দেওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন ট্রাম্প।

নেতানিয়াহুর প্রতি ট্রাম্পের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে ওই মার্কিন কর্মকর্তা জানান, ট্রাম্প বলেছেন, 'তুমি বদ্ধ উন্মাদ (ইউ আর ফাকিং ক্রেজি)। আমি না থাকলে তোমাকে জেলে পচতে হতো। আমিই তোমাকে বাঁচাচ্ছি। এখন সবাই তোমাকে ঘৃণা করে। এসবের জন্য সবাই এখন ইসরায়েলকেও ঘৃণা করে।'

এ আলোচনা সম্পর্কে অবগত দ্বিতীয় এক সূত্র জানায়, ট্রাম্প রীতিমতো 'ত্যক্তবিরক্ত' ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি নেতানিয়াহুর ওপর চিৎকার করে ওঠেন, 'তুমি করছটা কী?'

ওই মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্পের মনে হয়েছে, নেতানিয়াহু মাত্রাতিরিক্ত ও অহেতুক আগ্রাসন দেখাচ্ছেন।

বৈরুতে হামলার হুমকির পাশাপাশি দক্ষিণ লেবাননে স্থল-অভিযানও ক্রমশ সম্প্রসারিত করছে ইজরায়েল।

যুক্তরাষ্ট্রের আরেকজন কর্মকর্তা বলেন, লেবাননে বিপুলসংখ্যক সাধারণ নাগরিকের মৃত্যুতে উদ্বিগ্ন ট্রাম্প। হিজবুল্লাহর একজন কমান্ডারকে হত্যা সম্পূর্ণ এক বহুতল ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়ার ইসরায়েলি কৌশলেরও বিরোধিতা করেছেন তিনি।

ইজরায়েলের একজন কর্মকর্তা অ্যাক্সিওসকে জানিয়েছেন, বৈরুতে হিজবুল্লাহর ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানোর পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত করেছে ইজরায়েল।

অতীতেও ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর মধ্যে বেশ কয়েকবার উত্তপ্ত ফোনালাপ হয়েছে। তবে ইরানসহ একাধিক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তারা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখেই কাজ করেছেন।

একজন মার্কিন কর্মকর্ত বলেন, ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার পর নেতানিয়াহুর সঙ্গে এটি ছিল তার অন্যতম তিক্ত ফোনালাপ। ট্রাম্পের এই তীব্র ক্ষোভের অন্যতম কারণ, লেবাননে আগ্রাসন বাড়ানোর বিষয়ে নেতানিয়াহুর একতরফা সিদ্ধান্ত। এর ফলে ইরানের সঙ্গে আমেরিকার চলমান আলোচনা সম্পূর্ণ ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

ফোনালাপের পরেই ট্রাম্প তার সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশালে এক পোস্টে লেখেন, ইরানের সঙ্গে আলোচনা 'অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।'

এই ফোনালাপের পর নেতানিয়াহু এক বিবৃতি জারি করে দাবি করেছেন, তিনি ট্রাম্পকে বলেছেন, হিজবুল্লাহ যদি ইসরায়েলে হামলা বন্ধ না করে, তবে বৈরুতে তাদের ঘাঁটিতে আক্রমণ করবে ইসরায়েল। সেইসঙ্গে দক্ষিণ লেবাননে তাদের সামরিক অভিযানও অব্যাহত থাকবে।

নেতানিয়াহু লিখেছেন, 'আমাদের অবস্থানে কোনও বদল হয়নি।'

তবে দ্বিতীয় মার্কিন কর্মকর্তার দাবি, বাস্তবে ওই ফোনালাপে ট্রাম্পের প্রবল চাপের মুখে পুরোপুরি নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন নেতানিয়াহু। ওই কর্মকর্তা বলেন, 'বিবি [নেতানিয়াহুর ডাকনাম] শুধু বলেছেন-"ঠিক আছে, ঠিক আছে, শুধু একটু খেয়াল রাখবেন যেন সবদিক ঠিকঠাক সামলে নেওয়া হয়।"'

ঋণের বোঝা বাড়ছে: চলতি অর্থবছরে

১০ পৃষ্ঠার পর

সরকার এখন তাদের প্রথম বাজেট প্রণয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে ঋণ পরিশোধ ব্যয়ের দ্রুত বৃদ্ধি। আইএমএফের পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশি-বিদেশি ঋণের আসল ও সুদ মিলিয়ে বাংলাদেশকে ৩০ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই ব্যয় ছিল ২৬ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন ডলার। আর ২০২৬-২৭ অর্থবছরে তা বেড়ে ৩৩ দশমিক ৮৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে।

অর্থনীতিবিদদের ভাষ্য, অতীতে নেওয়া উচ্চ সুদের এবং স্বল্প গ্রেস পিরিয়ডের বিদেশি ঋণ এখন বড় চাপ তৈরি করছে। এছাড়া মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং কোভিড-১৯ মহামারির সময় বাজেট টিকিয়ে রাখতে নেওয়া বিপুল ঋণের কিস্তি পরিশোধের সময়ও এখন চলে এসেছে।

এই বাড়তি ঋণ পরিশোধের চাপ সরকারের আর্থিক সক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে। একই সঙ্গে বাজেট ব্যবস্থাপনাও কঠিন হয়ে পড়ছে।

বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি কমাতে এবং তুলনামূলক স্থিতিশীল অর্থায়নের জন্য সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভ্যন্তরীণ ঋণের দিকে বেশি ঝুঁকেছে। কিন্তু এতে সুদের ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে।

আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সরকারের মোট ঋণ পরিশোধ ব্যয়ের ৮৯ দশমিক ৪ শতাংশই গেছে অভ্যন্তরীণ ঋণের পেছনে। সমপর্যায়ের অন্যান্য অর্থনীতির তুলনায় এই হার অনেক বেশি।

আইএমএফ আরও সতর্ক করেছে, ব্যাংক থেকে সরকারের অতিরিক্ত ঋণ নেওয়া বেসরকারি খাতের জন্য ঋণপ্রবাহ কমিয়ে দিতে পারে। এতে আগে থেকেই চাপের মধ্যে থাকা ব্যাংক খাত আরও সংকটে পড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাজস্ব আদায়ে বড় ধরনের উন্নতি না হলে ভবিষ্যতে ঋণের এই চাপ সামাল দেওয়া আরও কঠিন হবে।

ইরানের সাথে ট্রাম্পের সম্ভাব্য চুক্তি

৬ পৃষ্ঠার পর

অনেক সময়ই অবাস্তব বা ইরানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে না পারার ফল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

তাই তেহরানের সাথে একটি কাঠামো চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার বিষয়ে তাঁর সাম্প্রতিক দাবিকে ওয়াশিংটনে সংশয় ও বিভ্রান্তির সাথেই দেখা হচ্ছে। ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকান কট্টরপন্থীদের উভয় পক্ষই মনে করছে, ট্রাম্প একটি ত্রুটিপূর্ণ বা দুর্বল চুক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছেন। তা সত্ত্বেও, কূটনৈতিক মহলের গুঞ্জন অনুযায়ী হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া এবং ইরানি জাহাজ ও বন্দরের ওপর মার্কিন অবরোধ শিথিল করার বিষয়ে একটি সমঝোতা খুব কাছাকাছি সময়ে হতে পারে। আর বর্তমান ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির বাইরে গিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট চুক্তিকে বিশ্বজুড়ে স্বাগত-ও জানানো হবে, কারণ এটি যুদ্ধের ফলে তৈরি হওয়া বৈশ্বিক জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের আশা জাগাবে।

মার্কিন রাজনীতির অভ্যন্তরীণ সমীকরণ এবং কট্টর মতাদর্শের কারণে এই ইরান যুদ্ধ শুরু থেকেই একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। তবে তাসের চাল যাই হোক না কেন, রাজনৈতিকভাবে ট্রাম্পের এখানে সহজে জয়ী হওয়ার সুযোগ কম। জনমত জরিপ বলছে, বেশিরভাগ আমেরিকান এই যুদ্ধের বিরোধী। ফলে ট্রাম্প যদি আবার ইরানে নতুন কোনো হামলার নির্দেশ দেন, তবে তিনি তীব্র জনরোষের মুখে পড়বেন, যা যুদ্ধকে আরও উস্কে দেবে এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় ডেকে আনবে। কিন্তু যুদ্ধ থেকে পিছু হটার এই সম্ভাব্য চুক্তিটিকেও ট্রাম্প নিজের বিরাট বিজয় হিসেবে প্রচার করতে পারবেন না।

চুক্তির যে সমস্ত বিবরণ সামনে আসছে, তা আমেরিকার দরকষাকষির অবস্থানকে দুর্বল করে দিতে পারে:

সম্পদ অবমুক্তকরণ: তেহরানকে হরমুজ প্রণালি খুলতে রাজি করাতে ওয়াশিংটন ইরানের অবরুদ্ধ কিছু সম্পদ অবমুক্ত করতে পারে এবং মার্কিন নৌ অবরোধ ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। এটি প্রকারান্তরে যুদ্ধে ইরানের তৈরি করা চাপ বা কৌশলগত সুবিধাকেই স্বীকৃতি দেবে।

পারমাণবিক কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি ও সংক্ষিপ্ত সময়সীমা: ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র না বানানোর মৌখিক বা লিখিত প্রতিশ্রুতি ওয়াশিংটনে চরম সন্দেহের মুখোমুখি হবে। এছাড়া সমৃদ্ধকরণ এবং ইউরেনিয়ামের মজুতের মতো জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত ৬০ দিনের সময়সীমা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ইতিহাস বলে, ইরান সবসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও অমীমাংসিত কূটনৈতিক জালে আটকে রাখতে পছন্দ করে। ইরানের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা শীর্ষ নেতাদের মৃত্যুর পর আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফলে তারা এই চুক্তিটি পুরোপুরি মেনে নেবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই জানিয়েছেন, অনেক বিষয়ে একটি "বোঝাপড়াচ তৈরি হলেও চুক্তিটি এখনো আসন্ন নয়। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ইরান হরমুজ প্রণালির ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চায়, যা আমেরিকার জন্য চুক্তি ভঙ্গের বড় কারণ হতে পারে।

এই অবস্থায় নিজের দলের নেতারাই এখন ট্রাম্পের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন যাতে তিনি তেহরানের সামনে মাথা নত না করেন। নর্থ ক্যারোলিনার রিপাবলিকান সিনেটর থম টিলিস সিএনএন-কে বলেন, "মাত্র ১১ সপ্তাহ আগে প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন) আমাদের বলেছিল, যে তারা ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং পারমাণবিক উপাদান নিয়ন্ত্রণে নেওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার। আর এখন আমরা এমন এক চুক্তির কথা বলছি, যেখানে ইরানের ভেতরেই পারমাণবিক উপাদান রেখে দেওয়ার শর্ত মেনে নেওয়া হচ্ছে? এর কোনো যৌক্তিকতা আছে?চ

মার্কিন সিনেটের আর্মড সার্ভিসেস কমিটির চেয়ারম্যান রজার উইকার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন যে, এই মুহূর্তে চুক্তি করা হবে আমেরিকার "দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশচ। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহামও সতর্ক করেছেন যে, হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ইরানের হাতে ছেড়ে দিলে- তা আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য পুরোপুরি বদলে দেবে।

তবে মার্কিন-ইসরায়েলি তীব্র হামলা সত্ত্বেও তেহরানের প্রতিরোধ ভাঙা সম্ভব হয়নি। গোয়েন্দা সূত্রের বরাতে সিএনএন-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, তেহরান ইতিমধ্যেই ড্রোন উৎপাদন শুরু করেছে এবং তাদের সামরিক সক্ষমতা পুনর্গঠন করছে। ফলে যুদ্ধ আবার শুরু হলে তা উপসাগরীয় অঞ্চল এবং মার্কিন ঘাঁটির ওপর আরও মারাত্মক ইরানি পাল্টা আঘাতের ঝুঁকি বাড়াবে।

ডেমোক্র্যাটদের তোপ ও অর্থনৈতিক সমীকরণ

ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা শুরু থেকেই এই যুদ্ধের সমালোচনা করে আসছেন এবং এখন এর সম্ভাব্য সমাপ্তি নিয়েও ট্রাম্পকে ছেড়ে কথা বলছেন না। নিউ জার্সির ডেমোক্র্যাট সিনেটর কোরি বুকার বলেন, "প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন তিনি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি রুখতে এই যুদ্ধে গেছেন। কিন্তু এই চুক্তি সেই সমস্যার সমাধান করছে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প এখানে বোকার মতো আচরণ করছেন।চ

ম্যারিল্যান্ডের সিনেটর ক্রিস ভ্যান হোলেন এটিকে একটি বড় কৌশলগত ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, "আপনি যখন নিজে একটি গর্ত খুঁড়ছেন, তখন আপনার প্রথম কাজ হওয়া উচিত খোঁড়া বন্ধ করা। মনে হচ্ছে, আমরা অবশেষে সেটাই করছি।চ

অন্যদিকে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এই সমস্ত সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে একে "অযৌক্তিকচ বলে দাবি করেছেন এবং ট্রাম্পের পাশেই দাঁড়িয়েছেন।

মার্কিন ভোক্তাদের জন্য স্বস্তি নাকি শুধুই আশ্বাস?

যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রিপাবলিকান শিবির এই চুক্তিকে অর্থনৈতিক মোড়ক দেওয়ার চেষ্টা করছে। ট্রাম্পের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হ্যাসেট দাবি করেছেন, চুক্তির ফলে হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেলের সরবরাহ আবার স্বাভাবিক হবে এবং জ্বালানির দাম নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ার কারণে মূল্যস্ফীতি নেতিবাচক বা ঋণাত্মক হতে পারে।

তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা এতটা আশাবাদী হতে পারছেন না। জেপি মরগানের মতো শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে, হরমুজ বন্ধ থাকার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে এবং বছরের বাকি সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম গড়ে প্রতি ব্যারেলে ৯৭ ডলারের কাছাকাছি থাকতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পকে দুটি বড় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: প্রথমত, এই চুক্তিটি কি ২০১৫ সালে ইরানের সাথে করা ওবামা প্রশাসনের চুক্তির চেয়ে বেশি কার্যকর হবে? এবং দ্বিতীয়ত, ওবামার চুক্তি বাতিল করা এবং এই যুদ্ধ-যা মার্কিন সেনা ও শত শত ইরানির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে-তা কি প্রকৃতপক্ষে ইরান ইস্যুতে ঢাকঢোল পেটানোর মতো যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড় করাতে পেরেছে?

ইরানে আমাদের হামলা করা উচিত

৭ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন। ইরাক ও ইরানের যুদ্ধে জড়ানোকে একটি ভুল সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ইরাকের দিকে তাকান, আমাদের কত বড় ক্ষতি হয়েছে। আমরা কী যে এক বোকামি করেছি! আমাদের আসলে প্রথমেই সেখানে যাওয়া উচিত হয়নি। আমাদের ইরানেও যাওয়া উচিত হয়নি, কিন্তু ইরানের সেই (পারমাণবিক) সক্ষমতা রয়েছে, যোগ করেন তিনি।

ইরানে মার্কিন হামলার সাফাই গাইতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, নয় মাস আগে আমরা যদি বি-২ বোমারু বিমান দিয়ে তাদের ওপর আঘাত না হানতাম, তবে তাদের হাতে এখন পারমাণবিক অস্ত্র থাকত এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো। হয়তো আজ ইসরায়েল থাকত না, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যেরও কোনো অস্তিত্ব থাকত না; তারপর সেখান থেকে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে ঠেকত। সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প আরও দাবি করেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই ইরানের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেনি।

ট্রাম্প বলেন, তাদের সামরিক বাহিনীকে আমরা এক রকম স্পর্শ করিনি, কারণ আমরা মনে করি তাদের সেনাবাহিনী কিছুটা নমনীয়। তাদের অন্য কিছু লোক আছে যারা নমনীয় নয়, আমরা তাদের খতম করেছি। আমরা নেতৃত্বের বিভিন্ন অংশকে সরিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তাদের সামরিক বাহিনীকে স্পর্শ করিনি।

ট্রাম্প আরও বলেন, মানুষ এটি শুনে অবাক হবে, কারণ যুদ্ধে যখন আপনি সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, তখন এক ধরনের ভুল করা হয়; যার ফলে সেই দেশটি পরবর্তী ৪০ বছরেও নিজেকে পুনর্গঠন করতে পারে না।

ইরানের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে কোনো তাড়াহুড়ো নেই বলেও মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

রক্তে বিষাক্ত সীসা নিয়ে বড় হচ্ছে

৫ পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষা কর্মসূচি চালু হয়নি। এমনকি এই দূষণের জন্য দায়ী শিল্পগুলোর বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোনো আইনি বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি। সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এই প্রতিক্রিয়া বরাবরই ছিল সীমিত।

তবে এই নীরবতার একটি চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংস্থা পিওর আর্থ-এর অর্থায়নে অর্থনীতিবিদ বিয়র্ন লারসেনের এক গবেষণায় দেখা গেছে, কেবল ২০১৯ সালেই বাংলাদেশে সীসা দূষণজনিত কারণে স্বাস্থ্য খাতের মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় ২৮.৬ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের মোট জিডিপির প্রায় ৬ থেকে ৯ শতাংশের সমতুল্য। শৈশবে সীসা দূষণের কারণে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা বা আইকিউ কমে যাওয়ার ফলে কর্মজীবনে যে উৎপাদনশীলতা নষ্ট হয়, তার বার্ষিক আর্থিক ক্ষতি প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশি শিশুদের রক্তে সীসার উপস্থিতির চিকিৎসাগত তথ্য (ক্লিনিক্যাল ডেটা) বিশ্লেষণ করলে যেকোনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী একে ও জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসেবে ঘোষণা করা যায়।

২০১২ সাল থেকে ঢাকা ও এর আশপাশের জেলাগুলোতে পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিশুদের ৫৪ থেকে ৭৮ শতাংশের রক্তে সীসার উচ্চ উপস্থিতি রয়েছে। সে সময় মার্কিন রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) রক্তে প্রতি ডেসিলিটারে ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি সীসা থাকাকেই ঝুঁকিপূর্ণ বা উচ্চ উপস্থিতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছিল।

গাজীপুরের শিল্প এলাকা টঙ্গীতে ২০০৯ সালের এক গবেষণায় (যা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এ প্রকাশিত হয়) দেখা গেছে, পরীক্ষাকৃত ১০৫ জন শিশুর মধ্যে ১০৪ জনের রক্তেই সীসার মাত্রা ছিল ১০ মাইক্রোগ্রাম বা তার বেশি-যা শিশুর স্পষ্ট আচরণগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানীয় ক্ষমতার ক্ষতি করার জন্য দায়ী।

ঢাকার ৭৭৯ জন স্কুলগামী শিশুর ওপর করা আলাদা আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৯০ শতাংশ শিশুর রক্তে সীসার মাত্রা ছিল ১০ মাইক্রোগ্রামের বেশি, যার মধ্যে অর্ধেক শিশুর রক্তে এই মাত্রা ছিল ১৫ মাইক্রোগ্রামের ওপরে।

সাম্প্রতিক তথ্যগুলো এই আশঙ্কাজনক চিত্রকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। আইসিডিডিআর,বি-র ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ঢাকার ২ থেকে ৪ বছর বয়সী ৫০০ শিশুর ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রতিটি শিশুর রক্তেই সীসার ক্ষতিকর উপস্থিতি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ শনাক্তের হার শতভাগ।

আইসিডিডিআর,বি-র সহকারী বিজ্ঞানী এবং এই গবেষণার প্রধান গবেষক ডা. জেসমিন সুলতানা জানান, ৯৮ শতাংশ শিশুর রক্তেই সীসার মাত্রা সিডিসি-র নির্ধারিত নিরাপদ সীমা অতিক্রম করেছে, যেখানে রক্তে সীসার গড় মাত্রা ছিল লিটার প্রতি ৬৭ মাইক্রোগ্রাম।

সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, যেসব শিশু সীসা-সংশ্লিষ্ট শিল্প এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে বসবাস করে, তাদের রক্তে সীসার পরিমাণ পাঁচ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি দূরত্বে থাকা শিশুদের তুলনায় ৪৩ শতাংশ বেশি। ভৌগোলিক এই চিত্রটি সরাসরি সীসা দূষণের উৎসের দিকেই ইঙ্গিত করে।

তুলনা করার জন্য বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (যেখানে পুরনো শহরগুলোতে এখনও সীসা দূষণের সমস্যা রয়েছে) মাত্র ৩ শতাংশের কম শিশুর রক্তে সীসার উচ্চ উপস্থিতি পাওয়া যায়। সেই তুলনায় বাংলাদেশে সীসার ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর মাত্রা অবিশ্বাস্য রকম বেশি।

বাংলাদেশে সীসা দূষণের কথা উঠলেই সাধারণত ১৯৯৯ সালের কথা স্মরণ করা হয়, যখন দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সীসাযুক্ত পেট্রোল নিষিদ্ধ করেছিল। কিন্তু এরপর থেকে সীসা দূষণের প্রধান উৎসগুলো ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হলেও আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি সেই গতিতে বাড়েনি।

বর্তমানে বাংলাদেশে সীসা দূষণের প্রধান উৎস হলো ব্যবহৃত সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি অনানুষ্ঠানিকভাবে বা অবৈধভাবে রিসাইক্লিং করা। ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকায় কোনো ধরনের সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম বা নির্গমন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই এসব ব্যাটারি ভেঙে সীসা গলানো হয়। ফলে আশপাশের মাটি ও বাতাসে সীসা ছড়িয়ে পড়ে এবং শিশুরা বিষাক্ত ধুলোবালি ও মাটির সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়। ঢাকার ইসলামবাগ এবং কামরাঙ্গীরচর এই দূষণের অন্যতম হটস্পট।

আইসিডিডিআর,বি-র এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ইউনিটের প্রকল্প সমন্বয়কারী ডা. মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, আমাদের সাম্প্রতিক ঢাকা গবেষণায় দেখা গেছে যে সীসা-সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোই শিশুদের মধ্যে এই বিষ ছড়ানোর প্রধান উৎস। এর মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি রিসাইক্লিং, গলানো ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম। আমরা মনে করি সীসা-সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলোই সবচেয়ে জরুরি উৎস যা অবিলম্বে বন্ধ বা সমাধান করা প্রয়োজন।

তার মতে, এই সংকট সমাধানে অবৈধ ব্যাটারি রিসাইক্লিং সম্পূর্ণ বন্ধ করা, আবাসিক এলাকা থেকে এসব শিল্প দূরে সরিয়ে নেওয়া, নির্দিষ্ট সুরক্ষিত রিসাইক্লিং জোন তৈরি করা এবং সীসামুক্ত বিকল্প প্রযুক্তিতে স্থানান্তরিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

এছাড়া সীসা দিয়ে ঝালাই করা টিনের ক্যান (বিশেষ করে টিনজাত মাছ ও কনডেন্সড মিল্ক), ১৯৯৯ সালের আগের সীসাযুক্ত পেট্রোলের কারণে রাস্তার ধারের মাটির স্থায়ী দূষণ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের সিরামিক কারখানা, ওষুধ শিল্প এবং সিমেন্ট কারখানার নির্গমনও এই দূষণের জন্য দায়ী।

এমনকি আবাসিক এলাকায় সীসাযুক্ত রঙের ব্যবহারও আশঙ্কাজনক। স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ২০২০ সালের এক গবেষণায় ধানমন্ডির মাটিতে অতিরিক্ত সীসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

ভার্চুয়াল রাজনীতির ফাঁদে আওয়ামী

৫ পৃষ্ঠার পর

ডিজিটাল জগতে। এটি শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়। এটি এক ধরনের ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডিও।

নতুন বাস্তবতায় আওয়ামী লীগের পক্ষে সবচেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন একদল অনলাইন অ্যাক্টিভিস্ট। তারা ইউটিউবে লাইভ করেন। ফেইসবুকে পোস্ট দেন। টকশো পরিচালনা করেন। ভিডিও বানান। কেউ নিজেদের 'ডিজিটাল যোদ্ধা' হিসেবে পরিচয় দেন। কেউ দাবি করেন তারা 'গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই' করছেন। কেউ আবার সরাসরি শেখ হাসিনার পক্ষে প্রচার চালান। তাদের অনেকেই মনে করেন, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিকভাবে বেঁচে থাকার বড় অবলম্বন এখন এই অনলাইন নেটওয়ার্ক।

শুধু সমর্থকরা নন, শেখ হাসিনা নিজেও অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। ভার্চুয়াল মিটিং করছেন। নির্দেশনা দিচ্ছেন। অর্থাৎ, ক্ষমতা হারানোর পর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কমান্ড কাঠামোর একটি বড় অংশ ডিজিটাল মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে।

কিন্তু সমস্যা এখানেই। আজ আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় সংকট সম্ভবত সাংগঠনিক নয়। বরং বাস্তবতা উপলব্ধির সংকট। দলটির অনলাইন পরিসরে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যেন ইউটিউবের ভিউ এবং ফেইসবুকের রিচই রাজনৈতিক শক্তির নতুন মানদণ্ড। যেন অনলাইন ন্যারেটিভই সবকিছু। কিন্তু অনলাইন জগৎ বাস্তব রাজনীতির বিকল্প নয়। ফেইসবুকের শেয়ার আর ইউটিউবের ভিউ রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করে না। টেলিগ্রাম গ্রুপ দিয়ে রাজনৈতিক আস্থা গড়ে ওঠে না। রাজনৈতিক দল টিকে থাকে মাঠের কর্মীদের ওপর। সেইসব মানুষের ওপর, যারা ঝুঁকি নেয়। যারা ভয় সত্ত্বেও সংগঠন ধরে রাখে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উচ্চকণ্ঠ উপস্থিতি বাস্তব জনসমর্থনের সমার্থক নয়।

আওয়ামী লীগের বর্তমান অনলাইন কার্যক্রমে আরেকটি বড় সমস্যা হলো চরম বিভক্তি। অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে নানা গ্রুপ তৈরি হয়েছে। কেউ নিজেদের 'আসল আওয়ামী লীগ' দাবি করছেন। কেউ অন্যদের 'হাইব্রিড' বলছেন। কেউ প্রবাসী নেতাদের আক্রমণ করছেন। কেউ আবার সাবেক মন্ত্রী বা ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন। ব্যক্তিগত আক্রমণ, কাদা ছোড়াছুড়ি এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস এখন প্রায় নিয়মিত ঘটনা।

এই অনলাইন সংঘাত শুধু বিব্রতকর নয়। এটি রাজনৈতিকভাবেও ক্ষতিকর। আওয়ামী লীগের অনলাইন কর্মীরা যখন নিজেদের মধ্যেই একে অপরকে আক্রমণ করেন, তখন সাধারণ মানুষের কাছে দলটির ভাবমূর্তি আরো দুর্বল হয়। আওয়ামী লীগ বিরোধী শক্তিগুলো লাভবান হয়। সবচেয়ে বড় কথা, আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনও বিলম্বিত হয়। কারণ জনগণ বিভক্ত, বিশৃঙ্খল এবং আত্মঘাতী আচরণ পছন্দ করে না। একটি রাজনৈতিক দল যদি নিজেদের ভেতরেই স্থিতি তৈরি করতে না পারে, তাহলে জনগণের আস্থা অর্জন করা কঠিন হয়ে যায়।

কিছু অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগও উঠেছে। কারো বিরুদ্ধে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ আছে। কেউ নাকি ইউটিউব ভিউ ও রাজনৈতিক প্রচারণাকে ব্যবসায় পরিণত করেছেন। কেউ আবার বিদেশে বসে রাজনৈতিক আশ্রয় বা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য অতিরঞ্জিত প্রচারণা চালাচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। অনেকের বিরুদ্ধে ভুয়া তথ্য ছড়ানো ও বিভ্রান্তিকর ভিডিও বানানোর অভিযোগ আছে। ফলে আওয়ামী লীগের অনলাইন প্রচারণার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতাও এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষের সমাজের একটি বড় অংশ ২০২৪ সালের জুলাই ও অগাস্টের আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। তারা সরকারের নানা দমনমূলক আচরণ, দুর্নীতি, কর্তৃত্ববাদ এবং রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতায় হতাশ ছিল। তারা পরিবর্তন চেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী বাস্তবতা তাদের অনেককেই নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং ছাত্র আন্দোলনের কিছু নেতা-কর্মীর আচরণে এই শ্রেণির মানুষের একাংশ প্রতারিত বোধ করছেন। তারা দেখেছেন যে আদর্শিক রাজনীতির জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ, ক্ষমতার লড়াই এবং গোপন সমঝোতা সামনে চলে আসে। কেউ কেউ মনে করেন, যাদের 'নতুন রাজনীতি'র প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যেও পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতির নানা উপাদান স্পষ্ট ছিল।

বাংলাদেশের সেক্যুলার, সাংস্কৃতিক এবং মুক্তিযুদ্ধপন্থি মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিখুঁত নয়। তাদের অবস্থানও সবসময় একরৈখিক নয়। কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রচিন্তা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রশ্নে এই অংশটির গুরুত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আওয়ামী লীগের কিছু অনলাইন কর্মী এই মানুষদের সঙ্গে সংলাপ তৈরির বদলে তাদের আক্রমণ করছেন। কাউকে 'ভণ্ড সেক্যুলার' বলা হচ্ছে। কাউকে 'মৌসুমী বুদ্ধিজীবী' বলা হচ্ছে। কাউকে 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই প্রবণতা রাজনৈতিকভাবে আত্মঘাতী। কারণ মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সাংস্কৃতিক উদারতার পক্ষের এই শ্রেণির সমর্থন ছাড়া আওয়ামী লীগের দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী হওয়া কঠিন।

রাজনীতিতে ভুল হতে পারে। মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু সব সমালোচককে শত্রু হিসেবে দেখলে রাজনৈতিক পরিসর সংকুচিত হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের উচিত হবে এই সেক্যুলার ও সাংস্কৃতিক বলয়ের মানুষদের প্রতি আক্রমণাত্মক ভাষা থামানো। তাদের উদ্বেগ শোনা। আত্মসমালোচনা করা। রাজনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য নতুন সামাজিক সংলাপ তৈরি করা। গালাগালি নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাঠের বাস্তবতা। আজ যারা দেশের ভেতরে ঝুঁকি নিয়ে ছোট ছোট মিছিল করছেন, সাংগঠনিক যোগাযোগ রক্ষা করছেন, নেতা-কর্মীদের একত্র রাখার চেষ্টা করছেন, তাদের রাজনৈতিক মূল্য অনেক বেশি। কারণ তারা বাস্তব ঝুঁকি নিচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে। অনেকে গ্রেপ্তার হচ্ছেন। কেউ কেউ হামলার শিকার হচ্ছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়ছেন। তারপরও তারা মাঠ ছাড়ছেন না। রাজনীতির ইতিহাসে শেষ পর্যন্ত এই ধরনের কর্মীরাই দলকে টিকিয়ে রাখেন।

অন্যদিকে বিদেশে বসে অনলাইনে বড় বড় কথা বলা তুলনামূলক সহজ। ইউটিউব লাইভ করা সহজ। ফেইসবুকে আবেগী পোস্ট লেখা সহজ। কিন্তু বাস্তব সংগঠন তৈরি করা কঠিন। রাজনৈতিক দলকে পুনর্গঠন করতে হলে এলাকায় এলাকায় সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক লাগে। মানুষের দরজায় যেতে হয়। ভীত কর্মীদের সাহস দিতে হয়। স্থানীয় পর্যায়ে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হয়। এই কাজগুলো অনলাইন স্টুডিও থেকে করা যায় না।

শেখ হাসিনার জন্যও এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা রয়েছে। তার উচিত হবে বিদেশে অবস্থানরত নেতা কিংবা অনলাইনকেন্দ্রিক প্রচারকদের চেয়ে তৃণমূলের সেইসব নেতা-কর্মীদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া, যারা এখনো দেশের মাটিতে থেকে সংগঠন ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। কারণ রাজনৈতিক দলের প্রকৃত শক্তি শেষ পর্যন্ত মাঠে নির্ধারিত হয়। প্রবাসী কমিটি বা অনলাইন যোদ্ধারা একা আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না। ইতিহাসে কোনো বড় রাজনৈতিক দল শুধু ইউটিউব আর ফেইসবুকের ওপর দাঁড়িয়ে পুনরুত্থান ঘটাতে পারেনি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রজন্মগত পরিবর্তন। নতুন প্রজন্মের বড় অংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা কোনো একক রাজনৈতিক বয়ানে বিশ্বাস করে। বরং তরুণদের বড় অংশ এখন রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সন্দিহান। তারা রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন, দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সমালোচক। আওয়ামী লীগের অনলাইন প্রচারণা যদি শুধুই ব্যক্তিপূজা বা অতীত স্মৃতিচারণে আটকে থাকে, তাহলে নতুন প্রজন্মের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে।

আওয়ামী লীগের সামনে এখন আত্মসমালোচনারও প্রশ্ন আছে। কেন এত দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থেকেও দলটি এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়াল যেখানে তাদের প্রধান ভরসা হয়ে উঠেছে ইউটিউব লাইভ এবং ফেইসবুক পোস্ট। কেন মাঠের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল হলো। কেন সমালোচনা সহ্য করার সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। কেন দলটির ভেতরে বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি হয়নি। এই প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেলে শুধু অনলাইন প্রচারণা দিয়ে রাজনৈতিক পুনরুত্থান সম্ভব নয়।

রাজনীতির যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত মাঠেই জিততে হয়। অনলাইন সেই যুদ্ধের একটি সহায়ক হাতিয়ার হতে পারে, কিন্তু মূল রণক্ষেত্র নয়। আওয়ামী লীগ যদি এই পার্থক্যটি বুঝতে পারে এবং অনলাইনের বিভক্তি কাটিয়ে একটি সমন্বিত কৌশলে মাঠে নামতে পারে, তাহলেই কেবল ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি হবে।

ড. মো. আবু নাসের ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, বেকার্সফিল্ডের কমিউনিকেশনস বিভাগের চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন

চামড়া খাতের সম্ভাবনা যেভাবে হারাচ্ছে বাংলাদেশ: প্রতিটি ঈদে প্রতিটি চামড়ায় লোকসানে

১০ পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্টদের মতে, গত প্রায় এক দশক ধরে সংকটে বন্দি থাকা এই চামড়া খাতের স্থায়ী অব্যবস্থাপনাই এর মাধ্যমে আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মূল সমস্যাটি এখনও অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে: সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে একটি সম্পূর্ণ কার্যকর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাকার বা সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সিইটিপি) প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। এর ফলে এই খাতটি আন্তর্জাতিক পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স বা মানদণ্ড পূরণ করতে পারছে না, যা বড় বড় বৈশ্বিক রপ্তানি বাজারে প্রবেশাধিকার সীমিত করে দিচ্ছে।

রপ্তানি সম্ভাবনা এখনও অধরা

গত ১৬ মে সাভার চামড়া শিল্পনগরী পরিদর্শনের সময় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বলেন, দেশে উৎপাদিত কাঁচা চামড়া থেকে তৈরি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ বছরে ১২ বিলিয়ন (১ হাজার ২০০ কোটি) ডলার পর্যন্ত আয় করতে পারে।

মন্ত্রীর মতে, দেশ বর্তমানে তার চামড়া শিল্পের সম্ভাবনার মাত্র শূন্য দশমিক ২৬ শতাংশ কাজে লাগাতে পারছে। তিনি উল্লেখ করেন, দীর্ঘদিনের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করা সম্ভব হলে, চামড়ার উৎপাদন ও রপ্তানি ১২ থেকে ১৪ গুণ বাড়ানো সম্ভব।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি ছিল ১ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা ১ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, যা গত এক দশকে কার্যত কোনো প্রবৃদ্ধি না হওয়ার চিত্র তুলে ধরে। অথচ একই সময়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৪০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

চামড়া রপ্তানির এই গতিধারা শুধু স্থবিরই নয়, বরং এটি প্রতিনিয়ত নিম্নমুখী। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ২২৬ মিলিয়ন ডলারের চামড়া রপ্তানি করেছিল, যা পাঁচ বছর পর ক্রমাগত বেড়ে ৪০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। এরপর থেকেই এখাতে ধস নামে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মধ্যে চামড়া রপ্তানি ১৮৩ মিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা আরও কমে দাঁড়ায় ১২৮ মিলিয়ন ডলারে। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে চামড়া রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ৯৭ মিলিয়ন ডলার। ফুটওয়্যার, লেদার গুডস অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি মো. নাসির খান দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে (টিবিএস) বলেন, রপ্তানিকারকরা বাংলাদেশি চামড়া কিনতে পারছেন না কারণ আন্তর্জাতিক ক্রেতারা স্থানীয় কাঁচা চামড়া থেকে তৈরি পণ্য নিতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, "পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স বা নীতিমালার উদ্বেগের কারণে বৈশ্বিক ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে চামড়া কেনেন না।"

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের

৫ পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে দেশের সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই গৌরবোজ্জ্বল মাইলফলক অর্জনের পিছনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সীমিত সময়ে বাংলাদেশের সমন্বিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং প্রার্থী ড. খলিলুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা- এই তিনটি বিষয় মূল ভূমিকা পালন করেছে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় নির্বাচনের জন্য মাত্র তিন মাসের মতো সময় অবশিষ্ট ছিল। সেই সীমিত সময়ের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রার্থিতা নিয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে বিজয়ের ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়টি স্মরণ করেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে সীমিত সময়ে পরিচালিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ তৎকালীন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানকে পরাজিত করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। এই নির্বাচনেও বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তখনই দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।

এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সময়ের সীমাবদ্ধতা। মাত্র তিন মাস সময় হাতে পেয়ে বাংলাদেশকে এমন এক বৈশ্বিক কূটনৈতিক প্রচারণা পরিচালনা করতে হয়েছে, যা সাধারণত কয়েক বছরব্যাপী প্রস্তুতি ও ধারাবাহিক যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কার্যত মাত্র তিন মাসের প্রচারণার মধ্যেই পাঁচ বছরের সমপরিমাণ কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশ ২০২০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউএনজিএ সভাপতি পদে নির্বাচনে প্রার্থিতা ঘোষণা করলেও ২০২৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানকে দেশের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এরপর থেকেই পূর্ণমাত্রার কূটনৈতিক প্রচারণা শুরু হয়। দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির সুযোগ না থাকায় এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ এবং বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক ফোরামে অত্যন্ত সক্রিয় ও কৌশলগত প্রচারণা চালিয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জনে সফল হয়েছে।

অপরদিকে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী সাইপ্রাস ২০১৬ সালেই তাদের প্রার্থিতা ঘোষণা করে এবং গত এক দশক ধরে ধারাবাহিক প্রচারণা চালিয়েছে। বিশেষ করে গত এক বছরে দেশটি অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুসংগঠিত কূটনৈতিক প্রচারণা পরিচালনা করেছে।

জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এত অল্প সময়ে সমন্বিত কূটনৈতিক প্রচারণা পরিচালনা নিঃসন্দেহে খুবই কঠিন ও কৌশলগতভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল। এই প্রচারণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। পাশাপাশি নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনসমূহ সমর্থন আদায়ে সমন্বিত ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের প্রার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা এ বিজয়ে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল জাতিসংঘের সদরদপ্তরে গত ১৩ মে অনুষ্ঠিত ড. খলিলুর রহমানের ইন্টারঅ্যাকটিভ ডায়ালগ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বর্তমান সভাপতি আনালেনা বায়েরবকের সভাপতিত্বে প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী ওই সংলাপে বাংলাদেশের প্রার্থী ড. খলিলুর রহমান তাঁর ভিশন স্টেটমেন্ট উপস্থাপন করেন এবং নির্বাচিত হলে সাধারণ পরিষদ পরিচালনায় তাঁর অগ্রাধিকার ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। কূটনৈতিক মহলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সংলাপ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এই সংলাপের পর কার্যত বাংলাদেশের পক্ষে প্রায় ৩০ টি দেশ তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে এবং স্পষ্টত বাংলাদেশ বিজয়ের পথে সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে যায়।

বাংলাদেশের প্রচারণায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কার্যকর বহুপাক্ষিকতা, জাতিসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদান এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়গুলো। বাংলাদেশের প্রচারণা ছিল বিষয়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ক্রমশ বাড়ছে, সেখানে বাংলাদেশ সংলাপ, সহযোগিতা এবং ঐকমত্যভিত্তিক কূটনীতির ওপর জোর দিয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এই ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনের জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং জাতিসংঘের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

২০২৭ সালের মধ্যে ৫১ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ গড়ার

১০ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতিবিদদের মতে, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করেও ৫১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানো সহজ হবে না। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রিজার্ভ বাড়াতে হলে রেমিট্যান্স প্রবাহ শক্তিশালী থাকতে হবে। একই সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে বাজেট সহায়তার ঋণ নিশ্চিত করাও জরুরি। তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো সরকার কোন দিকে বেশি গুরুত্ব দেবে-রিজার্ভ বাড়ানো, নাকি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। কারণ বিনিয়োগ বাড়লে আমদানি বাড়বে, বিশেষ করে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি। এতে রিজার্ভ ধরে রাখা কঠিন হয়ে যেতে পারে।

চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে আমদানি বেড়েছে ৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ। অন্যদিকে রপ্তানি আয় কমেছে ৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। তবে প্রথম ১০ মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ১৯ দশমিক ৫ শতাংশ।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শুধু রিজার্ভ বাড়লেই অর্থনীতির জন্য তা যথেষ্ট নয়। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান না বাড়লে সাধারণ মানুষ এর সুফল খুব বেশি পাবে না। তাই রিজার্ভ ও বিনিয়োগ-দুই দিকেই ভারসাম্য রাখতে হবে।

গত বছরের জুন শেষে দেশের রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে রিজার্ভ ৩৮ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারে নেওয়ার লক্ষ্য ধরা হয়েছিল। পরে সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ৩২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার করা হয়।

২৩ মে পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩৪ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলার। তবে আইএমএফের বিপিএম-৬ পদ্ধতিতে এই রিজার্ভের পরিমাণ ২৯ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রেমিট্যান্স প্রবাহের ধারাবাহিক বৃদ্ধি, বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকা এবং উচ্চ সুদের হার ভবিষ্যতে রিজার্ভ বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।

তবে ঝুঁকিও রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকট দীর্ঘ হলে জ্বালানি আমদানির খরচ বেড়ে যেতে পারে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ তৈরি হবে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য আমদানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৮ দশমিক ৮ শতাংশ। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ৮ শতাংশ এবং রেমিট্যান্স বৃদ্ধির লক্ষ্য ১৫ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে প্রতি মাসে গড়ে ৮৯ হাজার ৮৭০ জন কর্মী বিদেশে গেছেন। আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ৮৫ হাজার ৩৪০ জন। তবে ফেব্রুয়ারি ও মার্চে বিদেশে কর্মী যাওয়ার হার কিছুটা কমেছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ভবিষ্যতে রেমিট্যান্স প্রবাহেও প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, লেনদেন ভারসাম্যের উন্নতি, স্থিতিশীল বিনিময় হার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা রিজার্ভ বাড়াতে সহায়তা করবে।

তিনি জানান, আইএমএফের সঙ্গে নতুন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা ইতিবাচকভাবে এগোচ্ছে। পুরোনো ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের কর্মসূচির পরিবর্তে ৫ থেকে ৬ বিলিয়ন ডলারের নতুন কর্মসূচি নেওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হয়েছে।

তার মতে, আগামী অর্থবছরে বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি বাজেট সহায়তা পেতে পারে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকেও আরও ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার সহায়তা মিলতে পারে।

তবে এসব ঋণের কারণে ভবিষ্যতে সুদ পরিশোধের চাপ ও বৈদেশিক ঋণের বোঝা আরও বাড়বে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

যুদ্ধের শুরু থেকেই ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে ইরানে কয়েক

৫ পৃষ্ঠার পর

এর একটি প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধ চলাকালে, এমনকি যুদ্ধবিরতির সময়ও ইরানের ওপর কয়েক ডজন বিমান হামলা চালিয়েছে আবুধাবি। এর ফলে স্পষ্ট যে, এই যুদ্ধে আমিরাত আগে যতটা স্বীকার করেছিল, বাস্তবে তার চেয়েও অনেক আগে এবং অনেক গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিল।

বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সূত্রের বরাত দিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, যুদ্ধের একেবারে শুরুর দিক থেকেই ইরানে হামলা শুরু করেছিল আরব আমিরাত। এমনকি গত এপ্রিলে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরেও তাদের আক্রমণ থামেনি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই সামরিক অভিযানে আমেরিকা ও ইসরায়েলের পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কার্যত সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিল আবুধাবি।

ওয়াশিংটন ও ইজরায়েলের সঙ্গে সমন্বয় করেই এসব হামলা চালানো হয়। ইসরায়েল এতে মূলত গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে। হরমুজ প্রণালির কেশম ও আবু মুসা দ্বীপ, বন্দর আব্বাস, লাভান দ্বীপের তেল শোধনাগার ও আসালুয়েহ পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের মতো কৌশলগত এলাকাগুলো ছিল আমিরাতের মূল লক্ষ্যবস্তু।

আরব আমিরাতের বেশ কয়েকটি হামলায় ইরানের জ্বালানি অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষত আসালুয়েহ কমপ্লেক্সে ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে চালানো একটি হামলার পর আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওয়াশিংটন তখন ইসরায়েলকে ইরানের তেল ও জ্বালানি অবকাঠামোতে আক্রমণ বন্ধ করার অনুরোধ জানাতে বাধ্য হয়। অথচ যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো প্রকাশ্যেই দাবি করেছিল, ইরানের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযানে তারা নিজেদের ভূখণ্ড বা আকাশসীমা ব্যবহার করতে দেবে না। কিন্তু প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অবস্থান থেকে পুরোপুরি সরে আসে আবুধাবি। পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন শহর, বিমানবন্দর ও জ্বালানি পরিকাঠামো লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে মিসাইল ও ড্রোন ছোড়ে ইরান। মূলত আমেরিকা ও তাদের মিত্রদের এই অভিযানের খরচ ও ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়ে দেওয়াই ছিল তেহরানের লক্ষ্য।

আর ইরানের এই পাল্টা আক্রমণের মূল ধাক্কাটাই সইতে হয়েছে আমিরাতকে। তাদের লক্ষ্য করে অন্তত ২ হাজার ৮০০টি মিসাইল ও ড্রোন ছুড়েছিল তেহরান। আমিরাতের এই সম্পৃক্ততা উপসাগরীয় দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ফাটল আরও বড় করেছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, এপ্রিলের শুরুতে সৌদি আরব গোপনে আমেরিকার কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিল, আমিরাতের এই আগ্রাসনের জেরে গোটা অঞ্চলের তেল ও জ্বালানি ক্ষেত্রে ইরানের পাল্টা হামলার ঝুঁকি বাড়ছে। এর ফলে বিশ্ব তেল বাজারে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে, যা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে।

যুক্তরাষ্ট্র যাতে আবুধাবিকে সামরিক অভিযান বন্ধ করে কূটনৈতিক পথে হাঁটতে বলে, সেজন্য সৌদি কর্মকর্তারা সে সময় ওয়াশিংটনের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

এ বিষয়ে মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি সৌদি আরব ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। হোয়াইট হাউস কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এই সংঘাত উপসাগরীয় অঞ্চলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধও সামনে এনেছে। রিয়াদ ইরানের বিরুদ্ধে এই যৌথ সামরিক অভিযানে যুক্ত হতে অস্বীকার করায় সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ওপর ক্ষুব্ধ হন আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ।

এমনিতেই লোহিত সাগরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইয়েমেন আর সুদানের মাটিতে ছায়াযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে দুই উপসাগরীয় পরাশক্তি। তার ওপরে এ ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কের ফাটল আরও চওড়া হয়েছে। এরপর এপ্রিলে হুট করে সৌদি নেতৃত্বাধীন তেল উৎপাদনকারীদের জোট ওপেক থেকে বেরিয়ে যায় আরব আমিরাত। সেইসঙ্গে আমেরিকা ও ইসরায়েলের সাথে বাড়াতে শুরু করে নিরাপত্তা-সম্পর্ক।

বিমান হামলার পাশাপাশি হরমুজে ইরানের অবরোধ ভাঙতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের জন্য জাতিসংঘে তোলা একটি প্রস্তাবের খসড়ায় সরাসরি সমর্থন দিয়েছে আমিরাত।

এছাড়া ইরানের দুবাইয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো তেহরানের সাথে যুক্ত সব স্কুল আর ক্লাব। বাতিল করে দেওয়া হলো ইরানি নাগরিকদের ভিসা আর ট্রানজিট।

প্রতিক্রিয়ায় তেহরান বারবার অভিযোগ করেছে, আমেরিকা ও ইসরায়েলের সঙ্গে হামলায় যোগ দিয়েছে আমিরাত। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়ার নেশা আছে আরব আমিরাতের। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে পেশিশক্তি দেখাতেও পিছপা করে না তারা। আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের টেক্কা দিতে গত কয়েক বছরে সুদান ও লিবিয়ার মিলিশিয়াদের আধুনিক অস্ত্র দিয়েছে আবুধাবি, একাধিক অভিযান চালিয়েছে ইয়েমেনে।

নিউইর্য়কে সাড়া জাগিয়েছে ১ম দুল

পরিচয় ডেস্ক: নিউইর্য□কে সাড়া জাগিয়েছে ১ম দুলাল বেহেদু সকার টুর্নামেন্ট-২০২৬। যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম কোন ব্যক্তির নামে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

গত ২৫শে মে সোমবার, যুক্তরাষ্ট্রের মেমোরিয়াল ডে এর ছুটির দিনে নিউ ইয়র্ক সিটির ম□্যসপ□্যাথ এর মরিস এ□্যাভিনিউ এবং ৬৩ স্ট্রিট সংলগ্ন সকার ফিল্ডে অনুষ্ঠিত হলো আটটি দলকে নিয়ে ১ম দুলাল বেহেদু সকার টুর্নামেন্ট-২০২৬।

সকাল ১১টায় শুরু হয়ে পড়ন্ত বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলার মাধ্যমে শেষ হয় টুর্নামেন্টের।

এই টুর্নামেন্ট অংশ গ্রহণকারী খেলোয়াড়দের বয়সের কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না।

কমিউনিটির অতিপরিচিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তি দুলাল বেহেদু ও তার সহধর্মিণী আসিয়া আকতারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়।

১৭টি খেলার পর চ্যাম্পিয়ন হয় কিংস এফসি ও রানার্সআপ হয় হিলসাইড নেক্সড।

টুর্নামেন্টে ৮টি অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মাঝে ছিল-এনওয়াইপিডি ব্রংক্সস কিলার্স, নাইট রাইডার্স, হিলসাইড নেক্সড, স্ট্রাইকিং কিংস, কিং এফসি, রাইট অ্যান্ড কনগ্রেডার্স এফসি, ব্রংক্সস ইউনাইটেড এফসি,জ্যাকসন হাইটস এফসি।দুইজন প্রফেশনাল রেফারির তত্ত্বাবধানে মাঠে খেলাগুলো সম্পন্ন হয়েছে। রেফারির দায়িত্ব পালন করেছেন সুজয় বরুণ এবং মিস্টার আইয়ুব। সন্ধ্যার আগে বিজয়ী এবং অংশগ্রহণকারীদের হাতে বিভিন্ন পদক তুলে দেয়া হয়।

সবশেষে রানার্সআপ এবং চ্যাম্পিয়ন দলকে বিপুল উল্লাস এর মাধ্যমে ট্রফি তুলে দেন দুলাল বেহেদুসহ উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, চ□্যানেল আই-র প্রতিনিধি রাশেদ আহমেদ বাংলাদেশ আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশন - বাপা'র প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন প্রিন্স আলম,কমিউনিটি একটিভিষ্ট ও বাংলাদেশ সোসাইটি বোর্ড অফ ট্রাস্টির সদস্য কাজী এস এইচ আজম, সন্দীপ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ফিরোজ আহমেদ, গ্রেটার কুমিল্লা সমিতির প্রেসিডেন্ট ইউনুস সরকার, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, খুলনা সমিতির প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদ কাজী এলিন, কুইন্স বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট কাজী তোফায়েল আহমেদ, স্মার্ট স্টাফিং সার্ভিসেস ইনকের চেয়ারম্যান আছিয়া আক্তার, কুস্টিয়া সমিতির প্রেসিডেন্ট জালাল উদ্দিন,সাবেক প্রেসিডেন্ট হামিদুল ইসলাম প্রমুখ।

খেলাধুলার বিরতির সময় ছোট শিশু-কিশোর-কিশোরীরাও মেতে উঠেছিলেন ফুটবল খেলায়

দিনব্যাপী প্রানবন্ত এই অনুষ্ঠানটি একটি মিলনমেলায় রূপান্তরিত হয়। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে দুপুরের খাবার এবং খেলার মাঝে স্নাক্স/কফি ও তরমুজের ব□্যবস্থাও ছিলো। পুরো অনুষ্ঠানটি জুড়ে ছিলো একটি পিকনিকের আমেজ। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অতিথি হয়ে এসেছিলেন এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে। এই অনুষ্ঠানটি সফল করতে নেপথ্যে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন রোমিও রহমান, কয়েস ও আরো অনেকেই। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ও টিভি চ্যানেল এর উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে এই আয়োজনে।

আগামী বছরগুলোতেও আরো ব□্যপক আকারে এই অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করা যায়।

াল বেহেদু সকার টুর্নামেন্ট-২০২৬

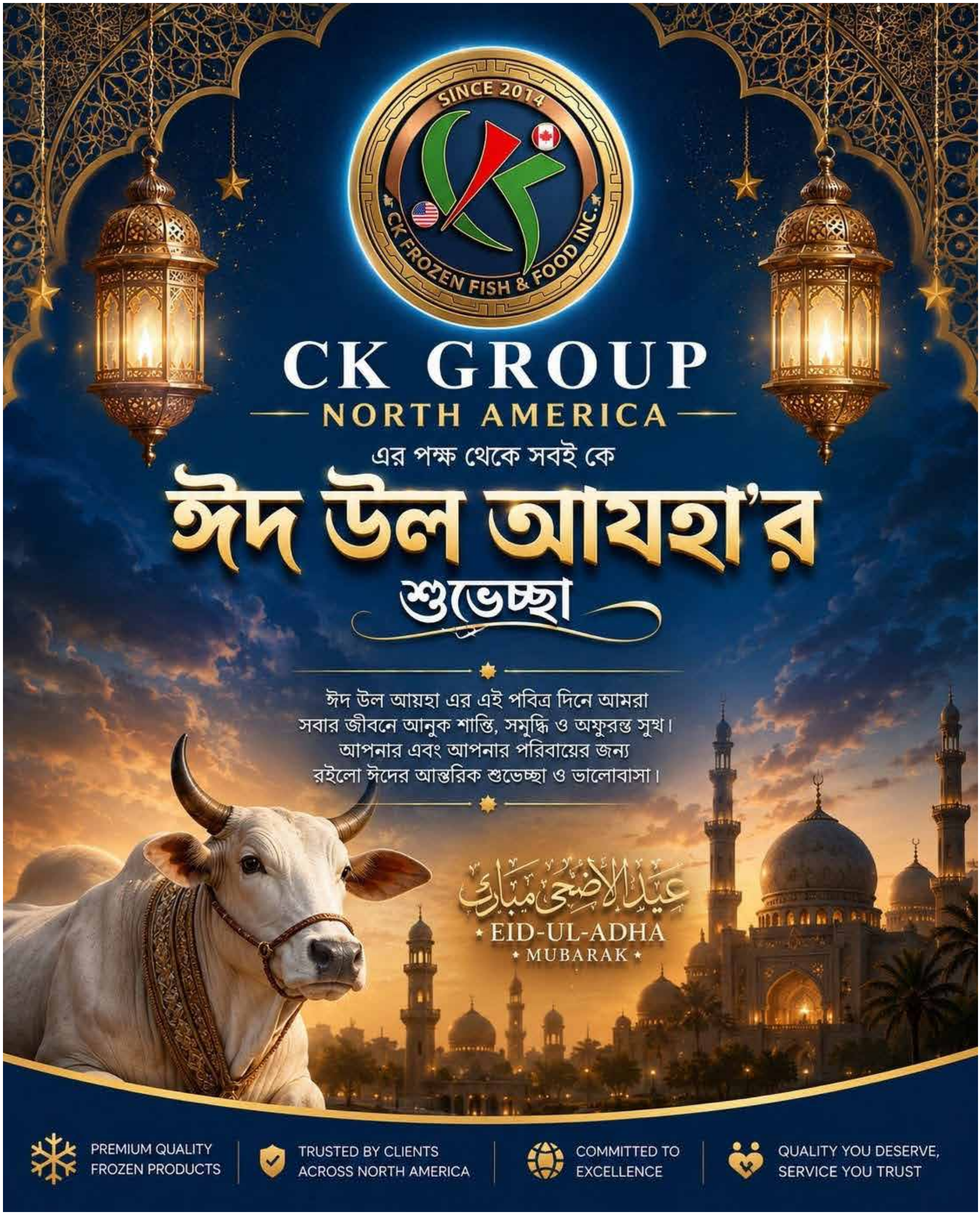
SINCE 2014
CK FROZEN FISH & FOOD INC.
CK GROUP
NORTH AMERICA
এর পক্ষ থেকে সবই কে
ঈদ উল আযহা'র
শুভেচ্ছা
ঈদ উল আয়হা এর এই পবিত্র দিনে আমরা
সবার জীবনে আনুক শান্তি, সমৃদ্ধি ও অফুরন্ত সুখ।
আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য
রইলো ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।
عيد الأضحى مبارك
EID-UL-ADHA
MUBARAK
PREMIUM QUALITY FROZEN PRODUCTS
TRUSTED BY CLIENTS ACROSS NORTH AMERICA
COMMITTED TO EXCELLENCE
QUALITY YOU DESERVE, SERVICE YOU TRUST

বাংলা বাজার জামে মসজিদের ঈদের জামাতে মামদানী ও ওকাসিও কর্টেজের শুভেচ্ছা বিনিময়

কোরবানীর ত্যাগের মহিমায় নিউইয়র্কে ঈদুল আজহা পালিত
মুসলিম উম্মার ঐক্য, সৌহার্দ্য-সমৃদ্ধি কামনা

পরিচয় ডেস্ক: মহান আল্লাহতায়ালার নৈকট্য আর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় কোরবানীর ত্যাগের মহিমায় নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় বুধবার (২৭ মে) ঈদুল আজহা পালিত হয়েছে। ঈদের নামাজ আদায় আর কোরবানীর মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মুসলিম নর-নারী ঈদ পালন করেন। ঈদের জামাতগুলোতে ছিলো সর্বস্তরের হাজারো মানুষের ভীর। সিটির ৫ বরোর মসজিদগুলোর উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের দিনের আবহাওয়া ভালো থাকায় অধিকাংশ স্থানে খোলা আকাশের নীচে রাস্তায় অথবা প্লে গ্রাউন্ডেও ঈদের জামাত আয়োজিত হয়। ঈদের জামাত শেষে বিশেষ মুনাজাতে মুসলিম উম্মার ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

এদিকে ঈদের দিন চমৎকার আবহাওয়া থাকায় সকল জামাতেই সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক নর-নারী অংশ নেন। ফলে ঈদের জামাতগুলো উৎসবমুখর হয়ে উঠে। ঈদের নামাজ শেষে মসল্লিরা একে অপরের সাথে কোলাকুলির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর অনেকেই গ্রোসারী স্টোরগুলোর মাধ্যমে অথবা ফার্মে গিয়ে পছন্দের পশু কোরবানী দেন। পরবর্তীতে সন্ধ্যার দিক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মাঝে কোরবানীর মাংস বিতরণ করেন। অপরদিকে ঈদ উপলক্ষ্যে সিটির স্কুলগুলো বন্ধ থাকলেও বুধবার কর্মদিনে অনেক মুসলিম নর-নারী ছুটি নিয়ে ঈদ পালন করেন। বাংলাদেশে ঈদুল আজহা পালিত হয় বৃহস্পতিবার (২৮ মে)।

এদিকে ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার জামে মসজিদের ঈদের জামাতে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানী ও ইউএস কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

প্রতি বছরের মতো এবছরও নিউইয়র্কে সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) আয়োজিত স্থানীয় টমাস এডিসন স্কুলের প্লে গ্রাউন্ডে। সকাল সাড়ে ৮টায় অনুষ্ঠিত এই জামাতে সর্বস্তরের ১০/১২ হাজার নর-নারী অংশ নেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। জেএমসি'র জামাতের আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্কেও কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নী মেলিন্ডা কাটস, জেএমসি'র ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. মোহাম্মদ রহমান, পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. নাজমুল খান প্রমুখ। এই পর্ব পরিচালনা করেন সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

জেএমসি'র ঈদের জামাতে ইমামতি ও বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন জেএমসি'র খতিব ও পেশ ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। খুতবা পাঠ ইমাম শামসে আলী। ঈদের জামাত শেষে বিশেষ মুনাজাতে মুসলিম উম্মার ঐক্য, সৌহার্দ্য-সমৃদ্ধি ছাড়াও ফিলিস্তিনীদের উপর ইসরাইলের নিপীড়ন-নির্যাতন এবং যুদ্ধ বন্ধ কামনা করা হয়।

আরাফা ইসলামিক সেন্টার: জ্যামাইকার মসজিদ আল আরাফা (আরাফা ইসলামিক সেন্টার)-এর উদ্যোগে নব নির্মিত মসজিদের ভিতরে ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত যথাক্রমে সকাল ৬টায়, সকাল সাড়ে ৭টায়, সাড়ে ৮টা ও সকাল সাড়ে ৯টায়। চারটি জামাতেই বিপুল সংখ্যক মুসল্লী অংশ নেন।

মসজিদ মিশন: জ্যামাইকার 'হাজী ক্যাম্প মসজিদ' নামে পরিচিত মসজিদ মিশনের উদ্যোগে ৩টি ঈদুল আযহার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৬টায় প্রথম জামাত ও সকাল ৭টা দ্বিতীয় জামাত মসজিদ প্রাঙ্গনে এবং তৃতীয় জামাত সকাল সাড়ে ৮টায় ১৭৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউ'র কর্ণার সংলগ্ন পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। সকল জামাতেই মহিলাদের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা ছিলো।

আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি): জ্যামাইকার আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি)-এর উদ্যোগে ঈদুল আযহার ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত সকাল ৬টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৭টায় মসজিদে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ জামাত যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৮টা ও সকাল সাড়ে ৯টায় এএমসি মসজিদ সংলগ্ন রুফস কিং পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বেলা ১১টায় এএমসি মসজিদ ভবনে আরো একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সকল জামাতেই মহিলাদের নামাজের ব্যবস্থা ছিলো। তৃতীয় জামাতে ইমামতি করেন হাফেজ মাওলানা মুফতি মাহদী হাসান এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জেএমসি'র খতিব ও পেশ ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। এই জামাতের আগে ভোট প্রার্থনা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩২ এর বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী মোহাম্মদ মোল্লা।

মদিনা মসজিদ: ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদের উদ্যোগে একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় মসজিদ সংলগ্ন পার্কে।

দারুস সালাম মসজিদ: জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদে ঈদুল আযহার ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টায়, ৮টায়, সোয়া ৯টায় ও ১০টায়।

মসজিদ ইয়াসিন: কুইন্স ভিলেজর মসজিদ ইয়াসিন-এ সাড়ে ৭টা, সাড়ে ৮টা ও সকাল সাড়ে ৯টায় তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

মসজিদ আল রাইয়ান: কুইন্সের হলিসউডে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ আল রাইয়ান-এর উদ্যোগে দু'টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টা ও সকাল ৮টায় মসজিদ ভবনে (মুনা সেন্টার অব জ্যামাইকা)। এখানে মহিলাদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা ছিলো।

মসজিদ নামিরাহ: জ্যাকসন হাইটসের মসজিদ নামিরাহ (মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটস) মসজিদ সংলগ্ন ৩৫-৩৫, ৭১ স্ট্রিটে ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায়।

আল-আমিন জামে মসজিদ: এস্টোরিয়ার আল-আমিন জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায় মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার উপর।

নিউইয়র্ক ঈদগাহ: নিউইয়র্ক ঈদগাহের উদ্যোগে ঈদের ৬টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায়। প্রথম জামাত সকাল ৬টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৭টায়, তৃতীয় জামাত সকাল ৮টায়, চতুর্থ জামাত সকাল ৯টায়, পঞ্চম জামাত ১০টা এবং শেষ জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১১টায়।

বাংলা বাজার জামে মসজিদ: ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার জামে মসজিদের উদ্যোগে একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় পিএস ১০৬ প্লে গ্রাউন্ড সকাল সোয়া ৮টায়। এখানকার জামাতের শুরুতে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানী ও ইউএস কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

পার্কচেস্টার জামে মসজিদ: ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদের উদ্যোগে ঈদের দু'টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদের ভিতরে। প্রথম জামাত সকাল ৮টায় এবং দ্বিতীয় জামাত সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার: ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারে ঈদুল আযহার দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৬টায় ও সকাল ৮টায়।

বাইতুল জান্নাহ জামে মসজিদ: ব্রুকলীনের বাইতুল জান্নাহ জামে মসজিদ ও মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে খোলা রাস্তায় সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদুল আযহার জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া মসজিদের ভেতরে একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল পৌনে ৬টায়।

নিউ কার্ক বেলাল মসজিদ: ব্রুকলীনের নিউ কার্ক বেলাল মসজিদের উদ্যোগে ঈদের তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত হয় সকাল সাড়ে ৬টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল সাড়ে ৭টায় এবং তৃতীয় জামাত সকাল পৌনে ৯ টায় অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় জামাতে বিপুল সংখ্যক নর-নারী অংশ নেন।

অপরদিকে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিসহ বাংলাদেশী অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, ভার্জেনিয়া, ওয়াহিও, ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোরিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, অ্যারিজোনা প্রভৃতি স্টেটে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে গত বুধবার পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হয়েছে। কানাডায়ও যথাযথ ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হয়েছে। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় নানা আয়োজনে প্রথমবারের মত শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাহাদাতবার্ষিকী পালিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৯ মে শুক্রবার দুপুরে নিউ ইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার ১৬৮ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউতে এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক আশা গ্রুপের প্রধান আকাশ রহমান।

জ্যামাইকাবাসী'র ব্যানারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নানা কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, মাগফিরাত কামনা,দোয়া ও স্মৃতি ভোজ। স্মৃতিভোজে কয়েক হাজার মানুষকে আপ্যায়িত করা হয়।

বিপুল সংখ্যক বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী, সমর্থক এবং জিয়াভক্ত সাধারণ মানুষ এসেছিলেন প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মো: বিলাল চৌধুরী ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদস্য সচিব ফারুক হোসেন রনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আকাশ রহমান বলেন,শহীদ জিয়াউর রহমান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার এবং জেড ফোর্সের অধিনায়ক। তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।তিনি বলেন, আমরা শুধু একজন রাজনৈতিক নেতাকে স্মরণ করতে আসিনি, আমরা এসেছি সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানাতে, যিনি সংকটময় মুহূর্তে জাতিকে সাহস জুগিয়েছেন, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মূলধারার রাজনীতিক ও জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ, দেশপ্রেম, সততার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন,তাঁর কর্মনিষ্ঠা আজও আমাদের পথ দেখায়। তিনি মানুষের কল্যাণে রাজনীতির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। শহীদ জিয়াউর রহমান কেবল ইতিহাসের একটি নাম নন; তিনি কোটি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন। যুক্তরাষ্ট্র যুবদল নেতা মোহাম্মদ কাশেম বলেন, 'বীর উত্তম' শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও তার পরিবার সব জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মো: বিলাল চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এক অনন্য উচ্চতার নাম। রণাঙ্গনের সাহসী সৈনিক থেকে রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠা এই নেতার জীবন ছিল দেশপ্রেম, সততা, কর্মনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট ও সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি গিয়াস আহমদ, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ'র সম্পাদক ডা.ওয়াজেদ এ.খান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা মোহাম্মদ কাশেম ও ফারুক হোসেন মজুমদার, শহীদ জিয়ার শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান আলআমিন সুমন, কো-চেয়ারম্যান আকিব হোসেন ও মনিরুল ইসলাম মনির, যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান আশরাফ,মো: সাইফুল ইসলাম, মো.আই খান সুলতান,এসএম ফরমান হোসেন,আমিরুল ইসলাম আমির, রিপন মিয়া ও আলম সরকার,প্রধান সমন্বয়কারী মো. খলকুর রহমান, সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার মাইনুদ্দীন মিয়াজী,খাদেমুল ইসলাম রুবেল, মিজানুর রহমান রুবেল ও মোস্তাক আহমেদ প্রমুখ।

জ্যামাইকায় এই আয়োজনের নেপথ্যে থেকে কাজ করেছেন উত্তরবঙ্গ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ কাশেম, যিনি জ্যাকসন হাইটসে জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী সার্বজনীন ভাবে পালনের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম। মোহাম্মদ কাশেম বাংলাদেশী অধ্যুষিত এই জ্যামাইকাতেও সার্বজনীন ভাবে শাহাদাত বার্ষিকী পালনের সুচনা করলেন বলে বেশ কয়েকজন জানা যায়।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে এক দল সৈন্যের গুলিতে নিহত হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।

৫ হাজার লোকের মাঝে তবারক ও কম্বল বিতরণ

নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর উদ্যোগে শহীদ জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী পালিত

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীরোত্তম) ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী স্মরণে প্রতি বছরের মতো এবছরও ৩০মে শনিবার বিকেল ৫টায় নিউইয়র্কের সর্বদলীয় সামাজিক সংগঠন জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী দোয়া মাহফিল ও খাবারবিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করে। এদিন ৫হাজার লোকের জন্য খাবার এবং ৫ হাজার জায়নামাজ বিতরণ করা হয় বলে আয়োজকরা জানান। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালের এই দিনে রাষ্ট্রপতি জিয়া চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অবস্থানকালে কতিপয় বিপথ গামী সেনা কর্মকর্তার ব্রশফায়ারে নিহত হন।

জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে আয়োজিত অনুষ্ঠান ও বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব আমানত হোসেন আমান। দেয়া মুনাজাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সহ ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণকারী দেশের সকল জাতীয় নেতাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

দোয়ার আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাষ্টিবোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এম আজীজ, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক আলাউদ্দিন বুলু, গিয়াস আহমেদ, জসিম ভূইয়া, গিয়াস উদ্দিন, আবু সাঈদ আহমদ, গোলাম ফারুক শাহীন, আমিনুল ইসলাম স্বপন, সৈয়দা মাহামুদা শিরিন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি শাকিল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নমী, অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী সারোয়ার খান বাবু, আহ্বায়ক দেওয়ান মনির, তত্ত্বাবধায়ক এজাজুল ইসলাম নাঈম সহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে একজন সৎ, দেশপ্রেমিক ও বিশ্বের অন্যতম নন্দিত রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উল্লেখ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। পাশাপাশি জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সর্বজনীন উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে একদিকে দেশী-বিদেশী সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তবারক বিতরণ অপরদিকে পৃথক লাইন থেকে আগ্রহীদের মাঝে জায়নামাজ বিতরণ করা হয়। খবর ইউএনএ'র। ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

নিউইয়ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩০ 'র প্রাইমারী নির্বাচনে শামসুল হকের সমর্থনে জ্যামাইকায় ফান্ড রেইজিং

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩০-এর আসন্ন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হকের সমর্থনে জ্যামাইকায় ফান্ড রেইজিং হয়েছে।

কমিউনিটির পরিচিত মুখ, অ্যাক্টিভিষ্ট ও মূলধারার রাজনীতিক এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার জ্যামাইকাবাসীর পক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। গত মঙ্গলবার (২ জুন) সন্ধ্যায় তার অফিসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত অতিথি গণ শামসুল হকের জন্য ফান্ড রেইজের পাশপাশি যোগ্য প্রার্থী হিসেবে তাকে নির্বাচিত করতে দলমত নির্বিশেষে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার জন্য কমিউনিটি ভোটারদের প্রতি আহবান জানান।

ব্যতিক্রমী এই ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম

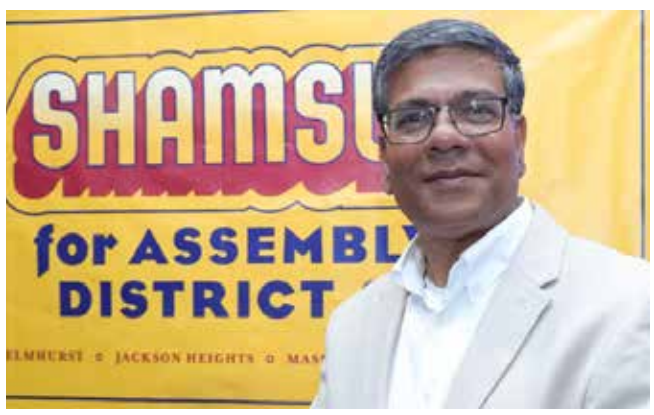

দেলোয়ার। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আরমান চৌধুরী, ইকনা'র সাবেক সভাপতি তারেক খান, নাবিক-এর কামরুল ইসলাম, এনআরবি বাংলাদেশ-এর চেয়ারপার্সন শেকিল চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএসি)-এর সাবেক সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, সামাজিক সংগঠন ভালো'র কর্ণধার শাহরিয়ার রহমান, বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-এর সহ সভাপতি এরশাদুর সিদ্দিক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি বেলাল চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩০-এর আসন্ন প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী- আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হককে এক যোগ্য প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি এনওয়াইপিডি'র একজন যোগ্য সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি কাজে বিশ্বাসী। তিনি নির্বাচিত হলে আলবেনীতে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটির জন্য কাজ করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে প্রার্থী শানসুল হক বলেন, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩০-এর আগামী প্রাইমারী নির্বাচন সহজ নির্বাচন নয়। তবে এই নির্বাচনে জয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। জয়ের জন্য দরকার অর্থেওপাশাপাশি ভলান্টিয়ার, কমিউনিটির সাপোর্ট আর প্রচার-প্রচারণা। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই আমরা প্রবীণ সিনেটর বার্নি সেন্ডার্স সহ অনেকের সমর্থন পেয়েছি। এই সমর্তনগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করছে এবং বিজয় হতে সাহায্য করবে। নতুন প্রজন্মের বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ে তার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। খবর ও ছবি ইউএনএ'র।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর ১ম নির্বাচিত সভাপতি আব্দুল বাছিত (৮৩) আর নেই

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘদিনের নিউ ইয়র্ক সিটির বাসিন্দা, সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর (মাইছবাগ) নিবাসী এবং জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর ১ম নির্বাচিত সভাপতি, গোলাপগন্জ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন এবং বর্তমান নিউইয়র্ক গোলাপগন্জ সোসাইটির ইনকের উপদেষ্টা মন্ডলীর অন্যতম সদস্য জনাব আব্দুল বাছিত ৮৩ বছর বয়সে গত বৃহস্পতিবার ভোর ৭:২৪ মিনিটে ব্রঙ্কসের লিংকন হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন।(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

চাকুরি জীবনে জনাব বাছিত সিলেটের গোলাপগঞ্জের ভাদেশ্বর নাসির উদ্দিন হাইস্কুলে অত্যন্ত সুনামের সাথে শিক্ষকতা করেন। মানুষ গড়ার কারিগর মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত সাহেবের বহু ছাত্রছাত্রী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সুনামের সাথে কর্মরত রয়েছেন

মরহুম জনাব আব্দুল বাছিতের ১ম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার, ২৮ মে বাদ মাগরিব এবং ২য় জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার, ২৯ মে বাদ জুম্মা আস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউর আল আমিন জামে মসজিদে।

উভয় জানাজার নামাজে বিপুল সংখ্যক গুণগ্রাহী অংশগ্রহণ করেন। জনাব বাছিতের মরদেহ দ্বিতীয় জানাজা শেষে নিউজার্সি টটোয়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জালালাবাদবাসী, নিউইয়র্ক গোলাপগন্জ সোসাইটির পক্ষ থেকে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

'এটা সত্যিই ভীতিকর': গ্রিন কার্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের

৬২ পৃষ্ঠার পর

তিনি চিলিতে ফিরে না গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই অভিবাসন মর্যাদা পরিবর্তনের আবেদন করেন।

কিন্তু গ্রিন কার্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সাম্প্রতিক নীতিগত নির্দেশনা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় অনিশ্চয়তা তৈরি করে। চলতি বছরের শেষ দিকে জুলিয়ার যমজ সন্তান জন্ম দেওয়ার কথা রয়েছে।

ওদুই নবজাতককে নিয়ে হয়তো আমাকে একা থাকতে হবে

গত সপ্তাহে ঘোষিত এক নির্দেশনায় বলা হয়, স্থায়ী বসবাসের অনুমতিপ্রত্যাশী অধিকাংশ আবেদনকারীকে পুরো প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজ দেশে অপেক্ষা করতে হতে পারে।

কিন্তু এই ঘোষণার এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) ব্যাখ্যা দিয়ে জানায়, এটি মূলত ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসের (ইউএসসিআইএস) কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিদ্যমান বিবেচনাধিকার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য জারি করা হয়েছে।

জুলিয়া বলেন,ওপূর্বের নীতির ভিত্তিতে আমরা পারিবারিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এখন সেই নীতি পরিবর্তন করা হয়েছে। যদি আমাদের ক্ষেত্রেও নতুন নীতি প্রযোজ্য হয়, তাহলে পূর্ণকালীন চাকরি সামলে আমাকে হয়তো একাই দুই নবজাতককে দেখাশোনা করতে হবে

তিনি আরও বলেন,ওবাবার কাছ থেকে ছোট শিশুদের আলাদা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কল্পনা করাও আমার জন্য আতঙ্কের ব্যাপার

নীতিটি ঘোষণার সময় ইউএসসিআইএস জানায়, এই পরিবর্তনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থা আরও ওন্যায্য ও কার্যকর হবে। একই সঙ্গে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে অভিবাসীরা অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাওয়ার সুযোগ বন্ধ হবে।

তবে নীতির প্রাথমিক ঘোষণাটি মূল নীতির তুলনায় আরও কঠোর মনে হয়েছে। সেখানে বলা হয়, শুধুমাত্র ওব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে ছাড় দেওয়া হবে। কিন্তু কী ধরনের পরিস্থিতিকে ব্যতিক্রমী বলা হবে, তা স্পষ্ট করা হয়নি।

অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন, পরিবর্তনগুলোর প্রকৃত প্রভাব এখনই নির্ধারণ করা কঠিন। তাদের মতে, এটি আইনের পরিবর্তন নয়, বরং নীতিগত পরিবর্তন এবং আদালতে এর বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

আটলান্টাভিত্তিক অভিবাসন আইনজীবী চার্লস কুক বলেন,ওআমি ব্যাপকহারে আবেদন প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কা করছি না। তাছাড়া এই নীতি পূর্ববর্তী আবেদনগুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ নেই

তিনি বলেন, বর্তমানে প্রায় ১০ লাখ আবেদন অপেক্ষমাণ রয়েছে। এসব আবেদনকারীকে নতুন করে নিজ দেশে ফিরে পুরো প্রক্রিয়া শুরু করতে বলা হলে কোনো আদালত তা সমর্থন করবে না।

তিনি আরও বলেন,ওআমি আমার মক্কেলদের বলছি, শান্ত থাকুন, পরিস্থিতি কীভাবে এগোয় তা দেখুন, আইনজীবীর পরামর্শ মেনে চলুন। সবকিছু ঠিক থাকবে

যদিও ইউএসসিআইএস,ওঅ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস প্রক্রিয়াকে একটি ফাঁকফোকর হিসেবে বর্ণনা করেছে, বাস্তবে এটি কংগ্রেস প্রণীত আইনের অংশ। প্রশাসনিক নীতির মাধ্যমে একতরফাভাবে এটি বাতিল করা সম্ভব নয়।

চার্লস কুক বলেন,ওকংগ্রেস যখন কোনো আইনকে ২০ বার সংশোধন ও যুগপোযোগী করে, তখন সেটিকে ফাঁকফোকর বলা কঠিন। ইউএসসিআইএস তাদের ঘোষণায় সেটিই করেছে। এটি আইন, এবং আইন অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেই অভিবাসন মর্যাদা পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন

ইউএসসিআইএসের কর্মকর্তারা ইতোমধ্যেই এই নীতির কিছু অংশ প্রয়োগ করতে শুরু করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সিএনএনের হাতে আসা একটি অপেক্ষমাণ অভিবাসন মর্যাদা পরিবর্তন-সংক্রান্ত মামলার নথিতে দেখা গেছে, আবেদনকারীদের কাছে পরিবারের সম্ভাব্য দুর্ভোগ, সমাজে অবদান এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার মতো বিষয়গুলো সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য চাওয়া হয়েছে।

ব্যাপক বিভ্রান্তি

অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এই নীতি নিয়ে দেওয়া সরকারি নির্দেশনা লাখো অভিবাসীর মধ্যে বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন অপেক্ষমাণ আবেদনকারী এবং গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করার কথা ভাবছেন এমন ব্যক্তিরাও।

কয়েকজন অভিবাসন আইনজীবীর মতে, সম্ভবত এটাই ছিল উদ্দেশ্য।

অভিবাসন আইনজীবী জিম হ্যাকিং বলেন,ওতারা চায় মানুষ ভয় পাক এবং স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যাক

বিশ্লেষকদের মতে, এটি বৈধ অভিবাসনের পথ সংকুচিত করতে ট্রাম্প প্রশাসনের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ। এর মধ্যে রয়েছে আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন কমানো, টেম্পোরারি প্রোটেক্টেড স্ট্যাটাস কর্মসূচি সীমিত করা, শরণার্থী গ্রহণ কার্যত বন্ধ করা এবং কর্মসংস্থান ও শিক্ষার্থী ভিসায় কড়াকড়ি আরোপ।

সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক জনাব আবুল কাহের চৌধুরী শামীম এর সম্মানে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকান ইনকের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে সফররত সিলেট জেলা পরিষদের সম্মানিত প্রশাসক জনাব আবুল কাহের চৌধুরী শামীম এর সম্মানে প্রবাসের সর্ববৃহৎ আন্চলিক সংগঠন জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকান ইনকের আয়োজনে এক সংবর্ধনা সংগঠনের নির্বাচিত তিনবারের সফল সভাপতি বদরুল খানের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ

সম্পাদক- রোকন এ হাকিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় । এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী জালালাবাদ বাসীরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা পরিষদের প্রশাসক জনাব- শামীম প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার সাধ্যমত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। বক্তাগণ আগামীতে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন জেলা প্রশাসক শামীম ভাইয়ের সমর্থনে।

ক্যানসার চিকিৎসায় বড় অগ্রগতি, নতুন ইনজেকশনে

৬২ পৃষ্ঠার পর

১১টি দেশে পরিচালিত এক আন্তর্জাতিক পরীক্ষায় এমন রোগীদের এই ইনজেকশন দেওয়া হয়, যাদের শরীরের অন্যান্য অংশেও ক্যানসার ছড়িয়ে পড়েছিল কিংবা চিকিৎসার পর আবারও ফিরে এসেছিল। এছাড়া প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসাতেও তাদের রোগের উন্নতি হচ্ছিল না। গবেষণায় ব্যবহৃত অ্যামিভ্যান্টাম্যাব নামের এই ইনজেকশনটি এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি রোগীর টিউমারের আকার কমিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানান, অনেক রোগীর ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখা গেছে। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ১৫ জন রোগীর ক্ষেত্রে টিউমার পুরোপুরি বিলীন হয়ে গেছে বলেও জানান তারা।

লন্ডনের ইনস্টিটিউট অব ক্যানসার রিসার্চ-এর বায়োলজিক্যাল ক্যানসার থেরাপিবিষয়ক অধ্যাপক এবং রয়্যাল মার্সডেন এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্টের ক্যানসারবিষয়ক পরামর্শক কেভিন হ্যারিংটন বলেন, "যেসব রোগীর ক্যানসার কেমোথেরাপি ও রোগপ্রতিরোধব্যবস্থাভিত্তিক চিকিৎসা-কোনোটির প্রতিই আর সাড়া দিচ্ছিল না, তাদের ক্ষেত্রে এমন শক্তিশালী ফলাফল সত্যিই নজিরবিহীন।চ

তিনি বলেন, এমন একদল রোগীর ওপর এ পরীক্ষা চালানো হয়েছে, যাদের জন্য চিকিৎসার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। তাই এ ধরনের ইতিবাচক ফলাফল সত্যিই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

কেভিন হ্যারিংটন আরও বলেন, "এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রতি বছর হাজার হাজার রোগীর উপকারে আসতে পারে।চ গবেষণার সম্পূর্ণ ফলাফল আজ রোববার যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্যানসারবিষয়ক সম্মেলন্তআমেরিকান সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজির (অ্যাসকো) বার্ষিক সভায় উপস্থাপন করা হবে।

ট্রায়ালে মাথা ও গলার ক্যানসারে আক্রান্ত ১০২ জন রোগীকে এই ইনজেকশন দেওয়া হয়। মাথা ও গলার ক্যানসার বিশ্বে ষষ্ঠ সর্বাধিক সাধারণ ক্যানসার হিসেবে পরিচিত। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৪৩ জন রোগীর টিউমার হয় ছোট হয়ে যায়, নয়তো পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়। এর মধ্যে ২৮ জনের টিউমারের আকার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় এবং ১৫ জনের টিউমার সম্পূর্ণ নির্মূল হয়। গবেষকেরা জানান, ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রেও এই ইনজেকশন একই ধরনের আশাব্যঞ্জক ফল দেখিয়েছে। জনসন অ্যান্ড জনসন উদ্ভাবিত অ্যামিভ্যান্টাম্যাব বর্তমানে প্রায় ৬০টি ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় মূল্যায়নের পর্যায়ে রয়েছে। এর বেশিরভাগই ফুসফুসের ক্যানসার নিয়ে হলেও বৃহদান্ত্র, মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীর ক্যানসারের ক্ষেত্রেও এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

নতুন এই ইনজেকশনটি ক্যানসারের বিরুদ্ধে মূলত তিনটি উপায়ে কাজ করে। এটি প্রথমত ইজিএফআর (এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর) নামের একটি প্রোটিনের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করে-যা টিউমারের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, এটি এমইটি নামের একটি জৈবিক পথকে প্রতিরোধ করে-যে পথের মাধ্যমে ক্যানসার কোষ প্রায়ই চিকিৎসার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারে। তৃতীয়ত, এটি শরীরের রোগপ্রতিরোধব্যবস্থাকে সক্রিয় করে টিউমারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করে। গবেষকেরা আরও জানান, এই পরীক্ষায় এমন মাথা ও গলার ক্যানসারে রোগীদের ওপর চালানো হয়েছিল, যাদের ক্যানসার হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) সম্পর্কিত ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাদের মতে, বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এইচপিভি-জনিত নয় এমন মাথা ও গলার ক্যানসারের চিকিৎসা করা সাধারণত আরও কঠিন। ফলে এই রোগীদের ক্ষেত্রে এমন অগ্রগতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যামিভ্যান্টাম্যাব গ্রহণকারী রোগীরা চিকিৎসা শুরু করার পর গড়ে ১২ দশমিক ৫ মাস বেঁচে ছিলেন। অথচ তাদের ক্যানসারের ধরন এমন ছিল, যেখানে প্রচলিত চিকিৎসা আর কাজ না করলে রোগীদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা সাধারণত খুবই কম থাকে। সেই প্রেক্ষাপটে এই সময়কালকে আশাব্যঞ্জক বলে মনে করছেন গবেষকেরা।

নিউ ইয়র্কের নবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩১ মে (রবিবার) জ্যাকসন হাইট এর কাবাব কিং রেস্টুরেন্টেএ নিউ ইয়র্কের নবাবগঞ্জ ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের চেয়ারম্যান জনাব আমিন মেহেদী বাবু সভাপতিত্ব করেন এবং সভা পরিচালনা করেন জনাব মোঃ মিলন মোল্লা।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র ডিরেক্টর জনাব আব্দুস সাত্তার খান এবং ডিরেক্টরবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বদরুল ইসলাম খান (বাদল), উজ্জ্বল বিপুল, সেলিম ইব্রাহিম, সোহেলা পারভীন বেবীও গণেশ কীর্তনীয়া। সৌহার্দ্যপূর্ণ, সুন্দর ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আগামী ছয় (৬) মাস বর্তমান কমিটি যেভাবে রয়েছে, সেভাবেই বহাল থাকবে। পরবর্তীতে সকল ডিরেক্টর ও সংশ্লিষ্ট সদস্যদের নিয়ে পুনরায় সভায় বসে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সভায় উপস্থিত সকলকে তাদের মূল্যবান মতামত, সহযোগিতা ও সংগঠনের প্রতি আন্তরিকতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

অতিরিক্ত গরুর মাংস খেলে শরীরে কী

৬২ পৃষ্ঠার পর

ফলে হৃদরোগ, যেমন: করোনারি হার্ট ডিজিজ ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও অনেক বেড়ে যায়। এ ছাড়া, শরীরে মাংসের মেটাবোলিজমের বাই প্রোডাক্ট হিসেবে ট্রাইমিথাইলামিন এন-অক্সাইড (টিএমএও) উৎপন্ন হয়, যা হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাবনা: নিয়মিত ও অতিরিক্ত পরিমাণে মাংস খেলে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়তে পারে। লাল ও প্রক্রিয়াজাত-উভয় ধরনের মাংসেই উচ্চমাত্রায় সোডিয়াম থাকে, যা শরীরের রক্তচাপ বৃদ্ধি করে হাইপারটেনশনের কারণ হতে পারে। অতিরিক্ত সোডিয়াম শরীরে ওয়াটার রিটেনশন করে। ফলে রক্তের ভলিউম বেড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি: প্রতিদিন নিয়মিত ১০০ গ্রাম করে মাংস খেলে সময়ের সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ১৭ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। মাংস খাওয়ার কারণে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি মূলত নির্ভর করে কী পরিমাণে এবং কত ঘন ঘন মাংস খাওয়া হচ্ছে তার ওপর।

এ ছাড়া, যারা আগে থেকেই কিডনির জটিলতায় ভুগছেন, তাদের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ কিডনির ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

ফুসফুসের জটিলতা: অতিরিক্ত মাংস গ্রহণ ফুসফুসের বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ধূমপান ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাদের ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে ৫০ গ্রাম পরিমাণ মাংস গ্রহণ করলে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৮ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। কোলোরেকটাল ক্যানসারের সম্ভাবনা: দ্য ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার প্রসেসড লাল মাংসকে 'কার্সিনোজেনিক টু হিউম্যানস' এবং আনপ্রসেসড লাল মাংসকে 'প্রবাবলি কার্সিনোজেনিক' হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। উচ্চ তাপে মাংস রান্না করলে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক, যেমন: হেটারোসাইক্লিক অ্যারোমেটিক অ্যামাইনস ও পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তৈরি হতে পারে, যা ডিএনএর গঠন ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অতিরিক্ত মাংস খেলে বৃহদান্ত্র ও মলদ্বারে ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ছাড়া ব্রেস্ট ক্যানসার, এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যানসার, ফুসফুসের ক্যানসার এবং হেপাটোসেলুলার কারসিনোমার ঝুঁকিও বাড়তে পারে।

ওজন বৃদ্ধি ও স্থূলতা: অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলে এতে থাকা চর্বি ও অতিরিক্ত ক্যালোরির কারণে শরীরের ওজন দ্রুত বাড়তে পারে।

হজমজনিত সমস্যা: বেশি মাংস খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটি কিংবা বদহজমের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে খাবারে আঁশের পরিমাণ কম থাকলে।

গাউট বা ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধি: অধিক পরিমাণে লাল মাংস খেলে শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে, যা জয়েন্টে ব্যথা ও গাউটের ঝুঁকি বাড়ায়।

ফ্যাটি লিভারের ঝুঁকি: দীর্ঘদিন অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলে ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বৃদ্ধি পেতে পারে।

আপনি কী ধরনের খাবার খাচ্ছেন, কীভাবে খাচ্ছেন এবং কতটা খাচ্ছেন-এর ওপর শরীরের সুস্থতা অনেকটাই নির্ভর করে। তাই পরিমিত পরিমাণে গরুর মাংস খাওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রে এখন করোনাকালের চেয়েও ক্ষুধার্ত মানুষের

৬২ পৃষ্ঠার পর

প্রশ্নগুলোর মধ্যে ছিল তাদেরকে দৈনন্দিন খরচ মেটাতে জমানো টাকা বা জরুরি প্রয়োজনের জন্য আলাদা করে রাখা অর্থ খরচ করতে হয়েছে কি না, প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ঠ খাবার জোগাড়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে কি না, বাড়ির এক বা একাধিক শিশু অন্তত এক বেলা না খেয়ে থাকেছে কি না অথবা তারা খাবার কেনার জন্য অনুদান বা সরকারি ত্রাণ গ্রহণ করেছে কি না। নিউইয়র্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মত, 'আমরা খাদ্য নিরাপত্তায় অবিশ্বাস্য ঘাটতি চিহ্নিত করেছি। বিশেষত ছোট শিশু আছে এমন স্বল্প-শিক্ষিত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে এই সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে।' ইরান যুদ্ধ শুরুর আগেই এই জরিপের কাজ শেষ হয়।

ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখে ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র হামলা শুরু করে। ওই ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রে নিত্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায় এবং তা ২০২৩ সালের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়।

জরিপে অংশ নেওয়া পরিবারগুলোর ৩৩ শতাংশের বেশি জানিয়েছেন, তারা দৈনন্দিন খরচ মেটাতে জমানো অর্থ খরচ করতে বাধ্য হয়েছেন। ২০২০ সালের জুনে সংখ্যাটি ২১ দশমিক ৮ শতাংশ ছিল। করোনাভাইরাস মহামারি তখন ছিল তুঙ্গে। শাটডাউনের কারণে অনেক মানুষ ঘরে আটকে থেকে কর্মসীন হন। ওই মাসে বেকারভাতা পাওয়া মার্কিন নাগরিকের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি। করোনাভাইরাস মহামারি বিশ্ব অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং বিপুল চাহিদার কারণে নিত্যপণ্যের দাম আকাশ ছুঁয়ে যায়। এ বছরের জরিপে ১০ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন তাদের বাড়িতে যথেষ্ঠ খাবার নেই এবং শিশুরা প্রতিদিন অন্তত এক বেলা করে খাবার খেতে পাচ্ছে না। সংখ্যাটি ২০২০ সালের জুনে ৪ শতাংশ ছিল।

নিউইয়র্কে চার লেখকের বই নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো ২য় ‘ছোটদের বাংলা বইমেলা’

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে চার লেখকের বই নিয়ে বিশেষ আয়োজন- ‘২য় নিউইয়র্ক ছোটদের বাংলা বইমেলা ২০২৬’। গত ৩০ মে (শনিবার) জ্যামাইকার ১৬৭-১৬ হিলসাইড এভিনিউয়ের ‘শাহী কিচেন’ মিলনায়তনে বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই মেলা চলে।

মেলা প্রাঙ্গণকে মুখরিত রাখতে বই প্রদর্শনী ও বিক্রির পাশাপাশি ছিল লেখক-পাঠক আড্ডা, মনোগ্রাহী গল্প বলা (স্টোরি টেলিং), ছড়া-কবিতা আবৃত্তি এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারের মেলার মূল আকর্ষণ ছিল চারজন জনপ্রিয় লেখক- কাজী জহিরুল ইসলাম, ডা. সজল আশফাক, আলম সিদ্দিকী এবং আশিক মুস্তাফা। শাহী কিচেনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই মেলায় সপরিবারে অংশ নেন নিউইয়র্ক প্রবাসী বিপুলসংখ্যক বাঙালি ও সাহিত্যপ্রেমীরা।

মেলায় অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল আশিক মুস্তাফার নতুন বই ‘One Little Mother’-এর জমকালো মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে ৯০-এর দশকের ঐতিহ্যবাহী খেলনা ও বিভিন্ন ছবি সংবলিত বিশেষ পোস্টকার্ডের উন্মোচন ও প্রদর্শনী করা হয়, যা নতুন প্রজন্মের শিশুদের কাছে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে। মেলাজুড়ে শিশুদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ছোট্ট সোনামণিরা গল্প বলা, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং বড়দের পাশাপাশি নিজেরাও বইয়ের পাতা উল্টে আনন্দ উপভোগ করে।

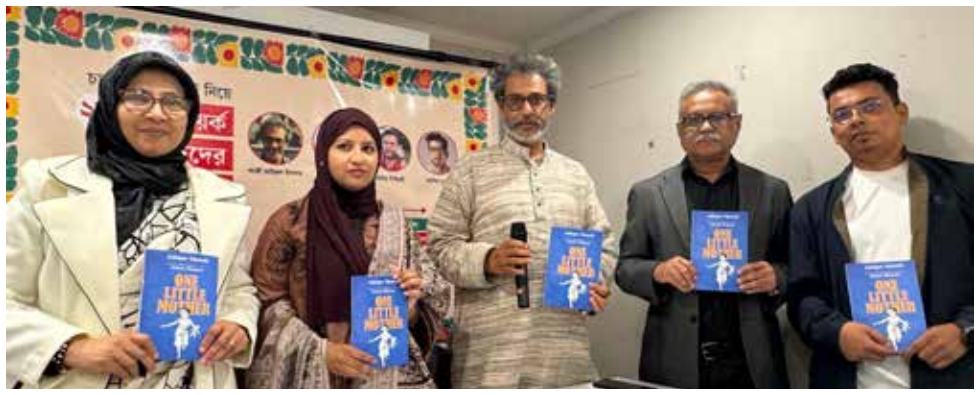

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব ও লেখক কাজী শামীম আহমেদ। তিনি মেলার এই মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেনওএই বইমেলা আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে যুক্ত করার চমৎকার একটি মাধ্যম। আগামীতে এই বইমেলা আরও বড় পরিসরে নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সর্বোচ্চ সুচেষ্টা ও সহযোগিতা থাকবে৷

মেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী জহিরুল ইসলাম এবং ফারহানাজ শারমিন খান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কাজী জহিরুল ইসলাম বলেনওদেখতে দেখতে এই বইমেলা আজ দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করল। আমাদের লক্ষ্য থাকবে এই আয়োজন যেন শুধু দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং আগামীতে এর পরিধি আরও বৃদ্ধি পায়। বড় আকারের এই আয়োজনে আমরা শিশুদের আরও বেশি সম্পৃক্ততা বা ইনভলভমেন্ট আশা করি৷ ফারহানাজ শারমিন খান মেলা নিয়ে তার ইতিবাচক অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেনওএবারের মেলায় চমৎকার কিছু ইংরেজি বই এসেছে। বাংলাদেশের চমৎকার সব বাংলা বই যেন আগামীতে আরও বেশি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে এখানে আসে, আমরা সেই সাধুবাদ জানাই। এর ফলে এখানকার ইংরেজি মাধ্যমে বড় হওয়া ছেলেমেয়েরা এই বইগুলো সহজে পড়তে পারবে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারবে৷

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মেলায় আমন্ত্রিত চার লেখক উপস্থিত পাঠকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং নিজেদের লেখা বই থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান।

সবশেষে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্পী ফিরোজ মিয়া ও শাহনেওয়াজ নজরুল সঙ্গীত এবং দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কালজয়ী গানের সুরে সুরে মেলা প্রাঙ্গণে এক আবেগঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হকরেন। রাত ১০টায় এই সফল ও আনন্দঘন মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মিলড্রেড এলির চেয়ারপারসন কাজী শামীমা আক্তার শিমুল। আর আনন্দঘন বিমেলা অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন আফরোজা আখতার মুন্নি। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে ‘লেখকের অঙ্গন’র ২৫ তম আসর

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০ মে শনিবার নিউ ইয়র্কের কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে নীরা কাদরীর পরিচালনায় লেখকের অঙনের ২৫ তম আসরে সাহিত্য অনুরাগী ও লেখকদের উপস্থিতিতে

প্রবাসের মাটিতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাকে বেগবান করতে নিয়মিত আয়োজন লেখকের অঙ্গনচর ২৫ তম গ্রন্থালোচনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে ।

অনুষ্ঠানে আমেরিকার জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক ক্যারোন হেস্লের নিউবেরী পদক বিজয়ী কাব্য উপন্যাস “আউট অফ দ্যা ডাস্টচ বইটি নিয়ে আলোচনা করেন দিমা নেফারতিতি। আমেরিকায় ১৯৩০ এর দশকে ওকলাহোমায় ভয়ংকর ধূলিঝড়, মহামন্দা, খরা পীড়িত এক কৃষক পরিবারের কিশোরী কন্যা বিলি জো এর কিশোর জীবনের উত্থান, পতন, মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা, শোক কে শক্তিতে রূপান্তরিত করে, জীবনে ঘুরে দাঁড়াবার কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস।

মনোজ্ঞ আলোচনায় দিমা নেফারতিতি বলেন, উপন্যাসের আঙ্গিক, বিষয়বস্ত এবং করুন জীবন বাস্তবতার সত্যান্বেষী বার্তা বইটির মূল আকর্ষণ। শোক কে শক্তিতে পরিণত করে আশা, সহনশীলতা, ক্ষমা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তথা মানবিকতার অমূল্য দীক্ষার কারণে বইটি সর্বস্তরের পাঠকের জন্যই একটি ক্ল্যাসিক অনুপ্রেরণামূলক বই।

স্বপন বিশ্বাস আলোচনা করেন প্রখ্যাত জার্মান লেখক হেরমান হেস এর “সিদ্ধার্থচ বইটি নিয়ে যা অনুবাদ করেছেন জাফর আলম। স্বপন বিশ্বাস তার মনোজ্ঞ আলোচনায় উল্ল্যেখ করেন, হারমান হেস ১৯২২ সালে এই বইটি জার্মান ভাষায় লিখেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের অপর নাম সিদ্ধার্থ। সাধারণভাবে পরিজ্ঞাত বুদ্ধ কে অতিক্রম করে এই বইতে এক নতুন বুদ্ধ কে সৃষ্টির অনন্য প্রয়াস রেখেছেন লেখক হেরমান হেস। অজস্র দার্শনিক সংলাপে সমৃদ্ধ বইটিতে মানবাত্মার নির্বাণ লাভের প্রক্রিয়ার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। মানবজীবনে আধ্যাতিকতার চর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে এই বইতে। লেখক হেরমান হেস চিহ্নিত করেছেন, অধ্যাত্মিকতা মানে জীবন বিমুখতা নয়, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং পৃথিবীর সবকিছুকে ভালোবেসে বৈশ্বিক একতার সারথি হতে পারাই অধ্যাত্মিকতা।

অভিক সোবহান আলোচনা করেন রাহাত আবির এর ইংরেজি উপন্যাস “বেঙ্গল হাউন্ডচ নিয়ে। অভিক সোবহান তার মনোজ্ঞ আলোচনায় উল্ল্যেখ করেন, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত লেখক রাহাত আবির এর লেখা এই ইংরেজি বইটি একটি ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীমূলক উপন্যাস, যা ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর প্রেক্ষাপট ১৯৬০-এর দশকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাপূর্ণ ঢাকা শহর। এটি শেলি নামের এক হিন্দু ছাত্রী এবং রোক্সানা নামের এক মুসলিম মেয়ের করুণ প্রেমের গল্প, যারা ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে পালিয়ে যায়। উপন্যাসটিতে জাতীয়তাবাদ, প্রেম, বিচ্ছেদ এবং ব্যক্তিগত জীবনে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে জাদুবাস্তবতার উপাদানও রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে তাদের এই দুর্ভাগ্যজনক প্রেমের কাহিনী উন্মোচিত হয়, যার পরিসমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। এটি শুরুতে একটি একরৈখিক উপন্যাস মনে হলেও, সমান্তরালভাবে বিশদ চিত্রকল্প এবং আবেগীয় বর্নণার দুর্লভ সমন্বয়ও রয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিকে। এর পড়তে পড়তে রয়েছে ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রকাশ।

স্টিফেন ক্রেনস্কির লেখা শিশুতোষ জীবনী “লিওনার্দো দা ভিঞ্চিচ নিয়ে আলোচনা করেন আরিফ মাহমুদ শৈবাল। মনোজ্ঞ আলোচনায় আরিফ মাহমুদ শৈবাল উল্ল্যেখ করেন, ২০২০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ১২৮ পৃষ্ঠার এই বইটি ৮-১২ বছর বয়সী (তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণি) শিশুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এতে এই ইতালীয় বহুবিদ্যাবিশারদ লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবনকে একজন শিল্পী ও দূরদর্শী উদ্ভাবক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে তাঁর জীবনের প্রধান মাইলফলকগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন: ফ্লোরেন্সের কাছে একটি পাহাড়ের চূড়ার গ্রামে তাঁর শান্ত শৈশব। মোনা লিসার মতো তাঁর শৈল্পিক শ্রেষ্ঠকর্ম। তাঁর ভবিষ্যৎমুখী নকশা এবং প্রকৌশলগত ধারণা (যেমন প্যারাসুট, হেলিকপ্টার এবং সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক), যা তৈরির প্রযুক্তি আসার বহু শতাব্দী আগেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। আরিফ মাহমুদ শৈবাল উল্ল্যেখ করেন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্রকলার অনুপ্রেরণা ছিল বিজ্ঞান এবং ভিঞ্চি তার প্রতিটি শিল্পকর্মে, শৈল্পিক প্রয়াসে “আর্ট ফর রিজনচ আদর্শকে উপজীব্য করেছেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্রকলা সেকারণেই শতাব্দীর পর শতাব্দী শিল্প সারথিদের অনুপ্রেরণার বাতিঘর।   এ.বি.এম. সালেহ উদ্দিন, গবেষক ওবায়দুল্লাহ মামুন সম্পাদিত “একুশের কথা, একুশের চেতনাচ বইটি নিয়ে আলোচনা করেন। লেখক, গবেষক ওবায়দুল্লাহ মামুন এর উপস্থিতিতে মনোজ্ঞ আলোচনায় এ.বি.এম. সালেহ উদ্দিন উল্ল্যেখ করেন, “একুশের কথা, একুশের চেতনাচ ২১ জন সক্রিয় ভাষা সৈনিকের স্মৃতিধর্মী ২১ টি প্রবন্ধের এক অনন্য সংকলন। অমর একুশ কেবল একটি তারিখ বা সংখ্যা নয় এটি আমাদের চেতনা এবং অস্তিত্বের প্রতীক। একুশের আদর্শে উজ্জীবিত হয়েই অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সরদার ফজলুল করিম, তাজউদ্দীন আহমদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, এম. আর. আখতার মুকুল সহ ২১ জন বরেণ্য এবং সক্রিয় ভাষা সৈকিনদের এই দুর্লভ প্রবন্ধগুলোয় আমরা জানতে পারি আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অনেক অজানা, দুর্লভ তথ্য, প্রাবন্ধিকদের স্মৃতির গহ্বরে সঞ্চিত অরোও অনেক অজানা স্মৃতি। যা আমাদেরকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওবায়দুল্লাহ মামুন, বদরুন নাহার, সৈকত সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পরিশেষে অনুষ্ঠানটির পরিচালক নীরা কাদরী তার মনোজ্ঞ সমাপনী আলোচনায় সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নীরা কাদরী বলেন, আজকের এই প্রযুক্তি ও দ্রুতগতির বিশ্বে, সাহিত্য একটি অপরিহার্য বিষয়। সাহিত্য আমাদের চিন্তার উন্মেষ ঘটায়, আমাদেরকে আরো মানবিক করে তোলে। শিল্প-সাহিত্য একটি সার্বজনীন ভাষা হিসেবে কাজ করে এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও ইতিহাসের দলিল হিসেবে ভূমিকা রাখে। তাই বই পড়া হোক আমাদের নিত্যকার প্রিয় অভ্যাস। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

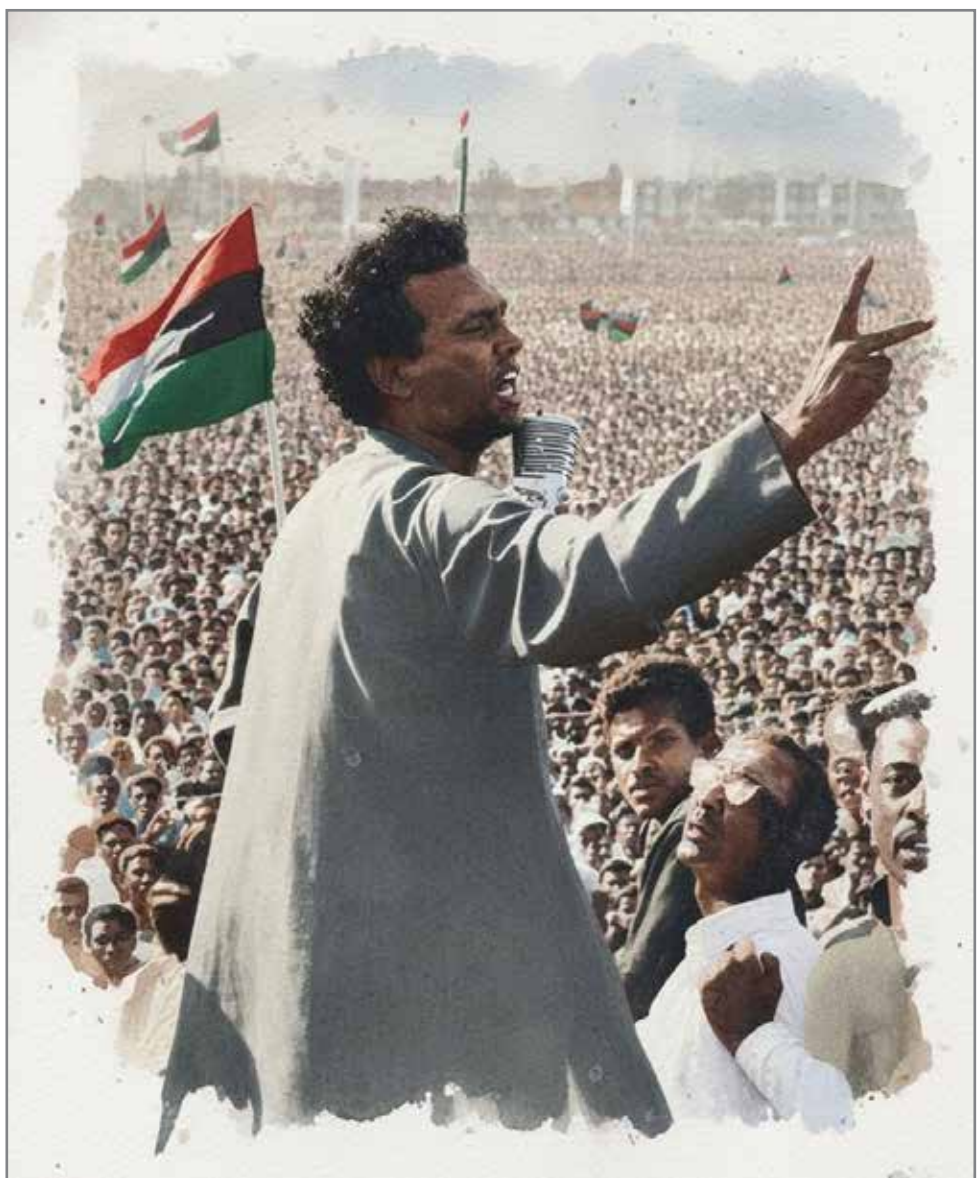

বাংলাদেশের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের গভীর শোক প্রকাশ

পরিচয় ডেস্ক; যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কিংবদন্তীতুল্য তোফায়েল আহমেদ এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে তাঁর বীরত্বপূর্ণ নেতৃত্ব একটি প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং আমাদের স্বাধীনতার পথকে সুগম করেছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। প্রতিকূলতার মুখে অবিচল থেকে তিনি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকার তাঁকে শুধু একজন রাজনীতিবিদ নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এক অবিচল প্রহরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর অবদান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

জাতীয় জীবনের এই সংকটময় সময়ে, যখন স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি পুনরায় প্রভাব বিস্তার করছে, তখন তাঁর প্রয়াণ আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভূত হবে, তবে তাঁর আদর্শ ও সংগ্রাম আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং তার সকল অঙ্গরাজ্যের সদস্যবৃন্দ তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

‘জোরপূর্বক শ্রম’: বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের ওপর নতুন

৬২ পৃষ্ঠার পর

বার্তাসংস্থা রয়টার্সের। যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের ৩০১(বি) ধারা ব্যবহার করে ইউএসটিআর বলছে, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদারদের এই ব্যর্থতা মার্কিন শ্রমিকদের জন্য একটি অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করছে। এই প্রস্তাবে জবরদস্তিমূলক শ্রমের পণ্য আমদানিতে কার্যকর নিষেধাজ্ঞা আরোপ বা প্রয়োগে ব্যর্থ হওয়ার জন্য বাংলাদেশ, ভারত চীন, জাপান, যুক্তরাজ্য, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ডসহ ৫৪টি অর্থনীতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কানাডা, মেক্সিকো ও পাকিস্তানসহ আরও ছয়টি দেশকে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞাগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে ব্যর্থতার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কাঠামো অনুযায়ী, যেসব দেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের আংশিক বাণিজ্য ব্যবস্থা রয়েছে, তাদের পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক এবং যাদের এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই, তাদের পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে সাড়ে ১২ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হতে পারে।

আটলান্টিক সিটিতে জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী পালন

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতা ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

গত ৩ জুন,বুধবার রাতে নিউ জার্সি ষ্টেট সাউথ বিএনপির উদ্যোগে বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন গিয়াসউদদীন পাঠান। সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ দিদার এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রহমান বাবুল এর সঞ্চালণায় সভায় বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাজমুল হাসান ফুয়াদ, যুগ্ম সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, প্রচার সম্পাদক সেরুজ্জামান সজল, সদস্য ইকবাল হোসাইন, রফিকুল ইসলাম, জিয়া, হেলাল হাসান , বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা সাঈদ হাসান, ইয়াসির পাটোয়ারী প্রমুখ ।

আলোচকরা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, জাতীয়তাবাদী দর্শন এবং দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার অবদানের বিভিন্ন দিক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

আলোচনা সভা শেষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মোনাজাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। একই সাথে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন গিয়াসউদদীন পাঠান। - আটলান্টিক সিটি থেকে সুব্রত চৌধুরী।

জরিপ: অধিকাংশের মতে, আমেরিকায় জীবনযাত্রার ব্যয়

৬২ পৃষ্ঠার পর

রিপাবলিকানদের জন্য এটি একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। জরিপ অনুযায়ী, উত্তরদাতাদের ৫৩ শতাংশ জানিয়েছেন যে, জীবনযাত্রার ব্যয় বর্তমানে তাদের স্মৃতিতে সবচেয়ে খারাপ পর্যায়ে রয়েছে;

এছাড়া উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ মনে করেন যে, ট্রাম্প পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাদের আর্থিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। আমেরিকানদের ওপর চেপে বসা অর্থনৈতিক চাপগুলোর সাথে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে সৃষ্ট বিঘ্নের যোগসূত্র রয়েছে; এই বিঘ্ন মূলত সৃষ্টি হয়েছে ২৮শে ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর সামরিক হামলা চালানোর পর ইরানের পক্ষ থেকে হরমুজ প্রণালীর অবরোধ আরোপের ফলে।

পারস্য উপসাগরে বিরাজমান উত্তেজনার কারণে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের সংকট দেখা দিয়েছে। এর ফলে গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে যানবাহনের গ্যাসের গড় জাতীয় মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে প্রতি গ্যালন ৪.৫৫ ডলারে গিয়ে ঠেকেছে-যা এক বছর আগের তুলনায় ১ ডলারেরও বেশি বৃদ্ধি।

মার্কিন কর্মকর্তারা গত ২৮ মে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, তিন মাস ধরে চলা এই সংঘাতের মধ্যে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও ৬০ দিন বাড়ানোর এবং হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দেওয়ার বিষয়ে একটি প্রাথমিক চুক্তিতে শীঘ্রই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই চুক্তিটি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ভবিষ্যৎ বিস্তৃত আলোচনার জন্য একটি রূপরেখাও তৈরি করে দেবে।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কুশ দেশাই‘পলিটিকো’-কে জানিয়েছেন যে, ট্রাম্প “স্বল্পমেয়াদী বিঘ্ন” বা সাময়িক সমস্যাগুলোর বিষয়ে শুরু থেকেই অকপট ছিলেন; তবে তিনি যুক্তি দেখান যে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে নৌ-চলাচল বা জাহাজ চলাচল পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে এলেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।

‘গাই আর ক্রুয়ার ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাব’ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে

ফুলেল শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসলেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি দেলোয়ার

পরিচয় ডেস্ক: : নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় বসবাসকারী মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। একজন কমিউনটি অ্যাক্টিভিষ্ট হিসেবে যার পরিচিতি শুধু জ্যামাইকা নয়, নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীন থেকে ব্রঙ্কস আর জ্যামাইকা থেকে ম্যানহাটান হয়ে স্ট্যাটান আইল্যান্ড। যার বড় পরিচিতি তিনি নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি। পাশাপাশি তিনি ডেমোক্র্যাট দলীয় মূলধারার রাজনীতির পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের নেতৃত্বদানকারী সফল সংগঠক। সমাজসেবায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অতি সম্প্রতি তিনি নিউইয়র্কের ৭১ বছর বয়সী ‘গাই আর ক্রুয়ার ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাব’ অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হয়েছেন। এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি দুজন ইউএস সিনেটর সহ ২৫জন জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে ২৫টি সম্মাননা লাভ করেছেন। তার এই বিরল সম্মানে তারই সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত করা হয়েছে। খবর ইউএনএ’র।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সম্মাণনা প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি সকল কর্মকর্ত ও সদস্য। তার সম্মানে সংগঠনের পক্ষ থেকে গত ২১ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে দেলোয়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য ক্লাবের প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা যথাক্রমে ডা. ওয়াজেদ এ খান, সালেহ আহমেদ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, ডা. টমাস দুলু রায়, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামরুল, আব্দুল বাসির, শাহাব উদ্দিন সাগর ও এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও বিলাল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩২ এর আগামী নির্বাচনে প্রার্থী মোহাম্মদ জে মোল্লা সানি, সহ সভাপতি মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলম সরকার, সাহিত্য সম্পাদক ইফফাত ইয়াসমীন, এডভোকেসি সম্পাদক জিল্লুর রহমান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মইনউদ্দিন পাটোয়ারী, কার্যকরী সদস্য নওশাদ হায়দার, ফিরোজ কবীর ও রিজু মোহাম্মদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন ‘গাই আর ক্রুয়ার ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাব’-এর এক্সিকিউটিভ লিডার প্রেস্টন বেকার। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের তুলনা তিনি নিজেই। নিউইয়র্কের একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে তিনি ফ্রেন্ডস সোসাইটি তথা প্রবাসী বাংলাদেশীদের সবার মাঝে নিজের দৃঢ় অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার তার বক্তব্যে ফ্রেন্ডস সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সংপ্তি ইতিহাস তুলে ধরেন এবং তার পিতার আদর্শ উজ্জীবিত হয়ে ছোট বেলায় থেকে কমিউনিটি সেবা করে
যাচ্ছেন বলে জানান। তিনি তার সম্মানকে কমিউনিটি তথা বাংলাদেশীদের সম্মান হিসেবে উৎসর্গ করেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ফ্রেন্ডস সোসাইটির পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। এছাড়াও অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

উল্লেখ্য, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ২০২৩ সালে ইউএস কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং প্রদত্ত কংগ্রেশনাল প্রক্লেমেশন লাভ করেন। নিউইয়র্ক সিটির সাউথ জ্যামাইকার সবচেয়ে প্রাচীন ডেমোক্র্যাট প্রতিষ্ঠান ‘গাই আর ক্রুয়ার ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাব’ তার ৭১ বছর পূর্তী উপলক্ষ্যে গত ১৫ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় স্প্রিংফিল্ড বুলেভার্ডের অনটন পার্টি হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিউনিটি তথা সমাজ সেবায় অবদান রাখার জন্য ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ ১৪ জনকে সম্মানিত করে। এদিন দেলোয়ার ২৫টি সম্মাণনা পান। তাকে যারা সম্মাণনা প্রদান করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইউএস সিনেটর চাক শুমার ও কার্স্টেন জিলিব্রান্ড, ইউএস কংগ্রেস সদস্য গ্রেগরি মিক্স, গ্রেস মেং, গভর্ণর ক্যাথি হোকুল, ষ্টেট এটর্নী জেনারেল লেটিশিয়া জেমস, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড (জুনিয়র) সহ ষ্টেট সিনেটর, ষ্টেট অ্যাসেম্বলী সদস্য ও সিটি কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ। সম্মাণনাগুলো দেলোয়ারের হতে তুলে দেন ‘গাই আর ক্রুয়ার ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ক্লাব’-এর প্রেসিডেন্ট ড. জিন ফেল্পস, জেনারেল সেক্রেটারী মেনি কফম্যান, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী পামেলা ব্লফোর্ড ও এক্সিকিউটিভ লিডার প্রেস্টন বেকার। অনুষ্ঠানে ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকর্তরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

খবর ও ছবি ইউএনএ-র

উৎসব, আবেগ আর শিকড়ের টান: ৩৫তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার বর্ণাঢ্য সমাপ্তি

পরিচয় ডেস্ক: উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতমবৃহৎ আন্তর্জাতিক আয়োজন '৩৫তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিকবাংলা বইমেলা ২০২৬' অত্যন্ত উৎসবমুখর, প্রাণবন্ত ও বর্ণাঢ্যপরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২২ মে (শুক্রবার) থেকে ২৫ মে(সোমবার) পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টসসেন্টারে (Jamaica Performing Arts Center) চার দিনব্যাপীপ্রবাসী বাঙালিদের এই প্রাণের মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।এবারের মেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল- "যত বই তত প্রাণ"। টানা দুই দিনের বৃষ্টি ও বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে প্রতিদিনমেলা প্রাঙ্গণে ছিল সর্বস্তরের মানুষের উপচে পড়া ভিড়।সমাপনী দিনে আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে উজ্জ্বল রোদ ওঠায়দর্শনার্থীদের সমাগম ও বই বিক্রি কয়েকগুণ বেড়ে যায়, যাপ্রবাসের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগেরইবহিঃপ্রকাশ।

প্রথম দিন (২২ মে, শুক্রবার): প্রাক-উদ্বোধন, স্মরণ ও বর্ণাঢ্যশুভ সূচনা

মেলার প্রথম দিনটি ছিল আবেগ এবং ঐতিহ্যের এক অপূর্বমেলবন্ধন। বিকেল থেকেই নিউ ইয়র্কসহ দূর-দূরান্তের বিভিন্নঅঙ্গরাজ্য (যেমন: নিউজার্সি, কানেকটিকাট, ম্যাসাচুসেটস, ভার্জিনিয়া, পেনসিলভানিয়া, মেরিল্যান্ড, ফ্লোরিডা) থেকেবইপ্রেমী, লেখক, পাঠক ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা পরিবার-পরিজননিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে জড়ো হতে থাকেন।

প্রাক-উদ্বোধনী ও জন্ম শতবর্ষে গুণীজন স্মরণ পর্ব

আজ দখিন দুয়ার খোলা: সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে জ্যামাইকাপারফর্মিং আর্টস সেন্টারের সামনের খোলা মাঠে ঐতিহ্যবাহীঢোলের বাদ্যের মাধ্যমে প্রাক-উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনাহয়। বিশ্বজিত সাহার পরিকল্পনায় এবং মো. এহসান উদ্দিনেরসঞ্চালনায় কোনো প্রকার পূর্ব-ঘোষণা ছাড়াই সরাসরি শুরুহয় সমবেত সংগীত। মালবিকা চ্যাটার্জির নির্দেশনায় 'সংগীতসাধনা'র শিক্ষার্থীরা সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন "আজিদখিন দুয়ার খোলা" এবং "বাউলা কে বানাইলো রে"।সংগীতের এই আবহে পুরো প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ে বাংলাসংস্কৃতির শিকড় ও লোকঐতিহ্য।

বিনম্র নিবেদন ও মোমবাতি প্রজ্বলন: 'আগুনের পরশমণি'রআবহসংগীতের সাথে স্মারকচিত্রে মোমবাতি প্রজ্বলন করেবাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তিন মহান ব্যক্তিত্ব- মহাশ্বেতা দেবী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম এবং তপন রায়চৌধুরী-এরজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মোমবাতিপ্রজ্বলন করেন ইমদাদুল হক মিলন, জিয়াউদ্দিন আহমেদ ওনজরুল ইসলাম।

স্মৃতিচারণ ও পাঠ: 'বিনম্র নিবেদন' পর্বেরোকেয়া রফিক বেবী কথ

বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1683
Saturday, May 30, 2026

‘এটা সত্যিই ভীতিকর’: গ্রিন কার্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নির্দেশনায় বিভ্রান্তি, উদ্বেগ

পরিচয় ডেস্ক: গ্রিন কার্ড নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে দেওয়া সাম্প্রতিক নির্দেশনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন নীতির ব্যাখ্যা নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন অনেক আবেদনকারী ও তাদের পরিবার। তাদের মধ্যে একটি গবেষণা বিজ্ঞানী ফ্রান্সিসকো ও জুলিয়া দম্পতি। তাদের পরিচয় হয় ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে অ্যান্টার্কটিকায় কাজ করার সময়। দ্রুত তাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তারা প্রায়ই একে অপরের বাড়িতে যেতেন।

ফ্রান্সিসকোর বাড়ি চিলিতে এবং জুলিয়ার বাড়ি যুক্তরাষ্ট্রে। খবর সিএনএন এর

গত গ্রীষ্মে ফ্রান্সিসকো জুলিয়ার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুত্ব সহকারে পরিকল্পনা শুরু করেন।

ফ্রান্সিসকো বলেন, ওআমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি জীবনের বাকি সময় একসঙ্গে কাটাব৷ পরে তারা বিয়ে করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস ও কাজের অনুমতি পেতে ফ্রান্সিসকো গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করেন। আইনজীবীদের পরামর্শ অনুযায়ী, *বাকি অংশ ৫৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে এখন করোনাকালের চেয়েও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেশি

পরিচয় ডেস্ক:কোভিড ১৯ বা করোনাভাইরাস মহামারির সময় গোটা বিশ্বে সরবরাহ শৃঙ্খল বড় আকারে বিঘ্নিত হয়। শাটডাউনের কারণে অনেকেই বেকার হয়ে পড়েন। সে সময় অনেক দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। এমন কী, যুক্তরাষ্ট্রের মতো অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশেও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। করোনাভাইরাস মহামারি আজ অতীত। কিন্তু সাম্প্রতিক এক জরিপে জানা গেছে, করোনাকালের চেয়েও বেশি মানুষ এখন ক্ষুধার্ত থাকছেন। খোদ যুক্তরাষ্ট্রেই ঘটছে এই অবিশ্বাস্য ঘটনা।

গতকাল বুধবার নিউইয়র্ক ফেডারেল রিজার্ভ (কেন্দ্রীয়) ব্যাংক একটি জরিপের ভিত্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার এএফপির প্রতিবেদনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার ২০০ পরিবার এই জরিপে অংশ নেয়। তাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

ইমিগ্রান্ট ভিসা প্রক্রিয়া তরান্বিত করার ঘোষণা ঢাকায় দূতাবাসের

অভিবাসী ভিসা মিলবে ২ কর্মদিবসে

পরিচয় ডেস্ক: ১ জুন থেকে ইমিগ্রান্ট ভিসা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকার যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। সব ধরনের ইমিগ্রান্ট *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

জরিপ: অধিকাংশের মতে, আমেরিকায় জীবনযাত্রার ব্যয় পরিস্থিতি এর আগে কখনো এত খারাপ ছিল না

পরিচয় ডেস্ক: একটি নতুন জনমত জরিপ অনুযায়ী, অধিকাংশ আমেরিকান মনে করেন যে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২৯ মে শুক্রবার সকালে প্রকাশিত ‘পলিটিকো’-র ওই জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সামগ্রিক ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ মনে করেন যে, যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে আমেরিকানদের সুরক্ষা দিতে

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি-যাদের মধ্যে ট্রাম্পের ভোটার এবং ২০২৪ সালে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমর্থনকারী-উভয় পক্ষেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ বছরের নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে আমেরিকানদের কাছে সাশ্রয়ক্ষমতা একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয় হিসেবেই রয়ে গেছে এবং *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

অতিরিক্ত গরুর মাংস খেলে শরীরে কী প্রভাব পড়ে?

পরিচয় ডেস্ক: গরুর মাংসের রেজালা, কালা ভুনা কিংবা বিফ চাপ-গরম ভাতের সঙ্গে মেখে এক লোকমা মুখে তুললেই যেন তৃপ্তিতে চোখ বুজে আসে! খাবার টেবিলে গরুর মাংস থাকলে আর কী চাই! সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি গরুর মাংসে রয়েছে প্রোটিন, ভিটামিন বি-১২, বি-৬ ও আয়রন সহ নানা ধরনের পুষ্টিগুণ। তবে অতিরিক্ত পরিমাণে গরুর মাংস, বিশেষ করে বেশি চর্বিযুক্ত বা প্রসেসড মাংস খেলে শরীরে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে এটি মৃত্যুঝুঁকির কারণও হতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজি অ্যান্ড থে রাপিউটিক্স বিভাগের চিকিৎসক ডা. মো. সীফাত জাহান শশী।

কোলেস্টেরল বৃদ্ধি ও হৃদরোগের ঝুঁকি

গরুর মাংসে উচ্চমাত্রায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকার কারণে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*

‘জোরপূর্বক শ্রম’: বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের ওপর নতুন শুল্কের প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ না নেওয়ায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৬০টি দেশের ওপর অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার (২ জুন) এই প্রস্তাবটি ঘোষণা করে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি দফতর (ইউএসটিআর)। খবর *বাকি অংশ ৫৯ পৃষ্ঠায়*

ক্যানসার চিকিৎসায় বড় অগ্রগতি, নতুন ইনজেকশনে টিউমার নির্মূলের প্রমাণ পেলেন গবেষকরা

পরিচয় ডেস্ক: ক্যানসারের বিরুদ্ধে নতুন ধরনের এক ইনজেকশনের পরীক্ষায় আশাব্যঞ্জক ফল পেয়েছেন চিকিৎসকেরা। তারা বলছেন, ত্রিমুখী কার্যক্ষমতাসম্পন্ন এই ইনজেকশন কিছু রোগীর ক্ষেত্রে পুরো টিউমারই দূর করে দিতে সক্ষম হয়েছে, যঅভূতপূর্ব সাফল্য। *বাকি অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়*